জয়শ্রী

নাটক

(Mainly based on Lord Lytton's "Richelieu)

শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীবলরাম গোস্বামী
গোঁসাই এণ্ড কোং
বুকসেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন
কলিকাতা
১৯২৪

মুল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

Printed by
Akshoykumar Goswami, B A.
at the
HARDINGE PRINTING WORKS,
1, Shib Sunker Mullick Lane,
CALCUTTA.

নাট্যোক্ত চরিত্র।



পুরুষ।

অজাতশত্রু	...	...	মগধরাজ।
প্রভাকর	...	...	ঐ ভ্রাতা।
ভাষাকর	...	...	বৃদ্ধ মন্ত্রী।
সুনিধ	...	...	পুরোহিত, ভাষাকরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।
শত্রুঞ্জয়	...	...	ভাষাকরের প্রাসাদের রক্ষি-নায়ক।
বজ্রবাহু	...	...	ভাষাকরের দেহরক্ষী যুবক।
ধুন্ধুমার, লম্বোদর	...	...	সামন্তনৃপতিদ্বয়।
হংসবেগ	...	...	রঙ্গমঞ্চরক্ষক।
সূত্রধার			
সত্যজিৎ	...	...	ভাষাকর কর্ত্তৃক পালিত জনৈক যুবক।

নর্ম্মসচিবগণ, রক্ষিগণ, সামন্তগণ, ভৃত্যগণ, পরিচারকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

ভাগ্যদেবী	...	...	রাজমহিষী।
জয়শ্রী	...	...	ভাষাকরের পালিতা কন্যা।
বসন্তসেনা	...	...	নর্ত্তকীপ্রধানা।

কাঞ্চনমালা, নটীগণ, পরিচারিকাগণ, পুরাঙ্গনাগণ ইত্যাদি

মুদ্রাকর-প্রমাদ।

				অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২৭	পৃষ্ঠা	১৮	পংক্তি	শাস্ত্রচর্চ্চা	স্থলে	শস্ত্রচর্চ্চা
৬১	,,	৪	,,	ব্যপার	,,	ব্যাপার
১০৭	,,	১৪	,,	ছায়াপথের	,,	ছায়াপাতের
১২১	,,	৩	,,	ভগুকে	,,	ভগুলে
১৩২	,,	১৭	,,	উদেশ্ব	,,	উদ্দেশ্য

জয়শ্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঙ্গভবন।

কাল—প্রদোষ।

(রাজা অজাতশত্রু রত্নবেদীতে উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক, পার্শ্বে পুষ্পাধার, পুষ্পাধারে পুষ্পমাল্যসম্ভার। রাজার বেশভূষা সমস্তই বিলাসের উপযোগী। তাঁহার মুখে আত্মগর্ব্বের মৃদু হাস্য।

রাজার পার্শ্বে লম্বোদর ও অন্যান্য নর্ম্মসচিব। রাজা স্বরচিত 'বাসন্তী' নাটিকার মহলা দেখিতেছিলেন। নটীগণ অভিনয়কলা দেখাইতেছিল। যাহার অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইতেছিল, রাজা তাহাকে পুষ্পমাল্য পুরস্কার দিতেছিলেন।)

(নটীগণের গীত)

পথ চাহিয়ে কত জাগিরে
দীঘল এহন যামিনী রে!
—অথির মোরি মন রোয়ত অনুখণ
বসন তিতল আঁখিনীরে।
শোহন ফুলহার বিথারি' শেজ' পর
দীপালি জ্বালি আলি উজারি' মোরি ঘর,

আওয়ে জনি পিয়া উঘারি সব হিয়া
রহিনু জাগি সব বেনিরে,
দুখ খাঁধিয়ার হাহা আশ মোরি
উঠল ঝাঁপই সজনি রে!

(খণ্ডিতা রমণীর ব্যর্থ অভিমানের অভিনয় করিতে করিতে নটীগণ নেপথ্যে গমন করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মসচিবগণ "সাধু! সাধু!"—"চমৎকার! চমৎকার!"— ইত্যাকার প্রশংসাধ্বনিতে রাজা অজাতশত্রুর তুষ্টি সাধন করিতে লাগিল। রাজা 'সফলপ্রযত্ন' জ্ঞানে আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।)

১ম নর্ম্মসচিব। সুন্দর রচনা— সুন্দর কল্পনা!

লম্বোদর। অদ্ভুত— অদ্ভুত!

অজাতশত্রু। (স্মিতবদনে) লম্বোদর! তুমিই কেবল আমার রচনায় যা কিছু অদ্ভুত পাও। না, এ তোমার তোষামোদের কথা। কই, আর ত কেউ আমার রচনা—

লম্বোদর। তারা মূর্খ—

১ম নর্ম্মসচিব। অন্ধ—

২য় নর্ম্মসচিব। জড়—

৩য় নর্ম্মসচিব। নির্ব্বোধ—

লম্বোদর। (তদ্গতচিত্ততার অভিনয়ে) আহা—হা—কি চমৎকার কল্পনা! ধন্য লেখনী— ধন্য তার বর্ণনা! খণ্ডিতা রমণী— ব্যর্থ প্রেম রে— ব্যর্থ প্রয়াস রে! ওহো—হো— মরি মরি—কি কবিত্ব— আহা—হা—

অজাতশত্রু। (মৃদু কুটিলহাস্যে) কিন্তু ভাষাকর আচার্য্য তা বলেন না।

লম্বোদর। (করযোড়ে) ক্ষমা কর্‌বেন মহারাজ!

নর্ম্মসচিবগণ। (করযোড়ে)— ঐ একটী বিষয়ে মহারাজ!—

লম্বোদর। তিনি মন্ত্রী হ'তে পারেন, মগধে অবাধ প্রভুত্ব কর্‌তে পারেন, হুট্ বল্‌তেই শূলে চড়াতে পারেন,— সত্যি বল্‌তে কি—রাজ্যের যানবাহন কাজে (সকলের হাস্য) নৈপুণ্য দেখাতে পারেন, কারণ তাঁর বুদ্ধিটা একটু অন্যরকম।

১ম ন, সচিব। একটু কেন— বিশেষ রকম।

২য় ন, সচিব। বিশেষ রকম বল্লেই হয় না— বিশেষটা কি রকম সেটাও বল—

১ম ন, সচিব। বিশেষ রকম বেঁকাই বল্‌তে হবে— কি বল ভাই লম্বোদর!

লম্বোদর। শুধু বেঁকা?— বাপ্! আর বলে' কাজ নেই।

অজাতশত্রু। কিন্তু ও বেঁকা বুদ্ধি নিয়ে তোমার আমার কি লাভ? শিল্পী-কবি কুটিল হবে? ছি ছি! ঘোর ব্যভিচার। আর রাজ্য-চালন কাজে যে নৈপুণ্য বল্‌ছো, তাই বা কি এত অদ্ভুত? মানি, প্রতিষ্ঠার সময়ে — যখন রাজ্য অরাজক — আমি নাবালক — সেই সময়ে — তোমরা নৈপুণ্য বা বুদ্ধি, যা বল— তা তিনি দেখিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাই বা কি এমন অদ্ভুত? শাস্ত্র বা কাব্য যে দিক দিয়ে দেখো— রাজ্যের মূলাধার রাজা। রাজ্যপালন? সে রাজা আছে বলে'। এই যে ভাষাকর আচার্য্য প্রায় মাসাবধি রোগশয্যায়, রাজ্য কি চল্‌ছে না?— বেশ চলে' যাচ্ছে— কলের মত। কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছে?

লম্বোদর। মোটেই নয়, তবে এ সুবিধা কতদিন থাক্‌বে বলা যায় না।

অজাত। কেন?

লম্বোদর। একে তাঁর মতলবী মাথা, তাতে প্রায় মাসাবধি রোগশয্যায়— মতলবের হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। এই এক মাসে আপনার কৃপায় ধুন্ধুমার আর আমরা যা সরল করে' এনেছি, তাঁর রোগ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌বেন সব বেজায় বেঁকা হ'য়ে দাঁড়াবে। বলিহারি তাঁর বুদ্ধি।

অজাত। থাক্ তাঁর বুদ্ধি। ও বুদ্ধির কুলালচক্রে যে মূর্ত্তি গড়ে' ওঠে, সে কঠিন—জড়—নির্ম্মম, প্রাণ নেই—তাতে প্রাণ নেই, বুঝলে লম্বোদর! প্রাণ না থাক্‌লে কি প্রাণ দেওয়া যায়?

লম্বোদর। তবে, মহারাজ, তবে?— বলুন, কাব্যসাগরের যে মাণিক—বলি, তার জহুরী কি ঐ ভাষাকর আচার্য্য? ছ্যা! কবিতার মরণের আর জায়গা নেই?

অজাত। (কুটিলহাস্যে) ভাষাকর আচার্য্যের কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে অধিকার আছে বলে' মনে মনে বিশেষ অহঙ্কার—

লম্বোদর। আজ্ঞে তা আছে। (হাস্য)

১ ন. সচিব। সেটা বরাবরই। (হাস্য)

২য় ন, সচিব। লোকটা, বল্‌তে কি মহারাজ, অহঙ্কারের অবতার। সোজা কথা কয়না— মহারাজ, সোজা কথা কয়না।

লম্বোদর। মরি মরি, আবার কাব্যি লেখেন, আর সেই অহঙ্কারের নেশায় যে সব ছবি ফুটে ওঠে কাগজে কালিঝুলি মেখে—তা বল্‌বো কি মহারাজ! তাঁর পক্ষে সে সব 'শিব' হ'তে পারে—আমরা কিন্তু একটু অন্যরকম দেখি।

অজাত। (মৃদু বিদ্রূপাত্মক হাস্যে) সত্যি নাকি—বল কি? অ্যাঁ—একটু অন্য রকম?—"গেছো—গেছো—" অ্যাঁ—। তবে ত তুমি মস্ত সমঝদার!

লম্বোদর। কি বলেন? যতই হোক্ আপনার সঙ্গে আমাদের দিনরাত্রি বস-বাস। রস কি আমাদের নেহাৎ কম বশ?—আমরা এক একটী রসরাজ। আমরাই যদি একটা কিছু লিখে ফেলি তা'কে তৎক্ষণাৎ মানুষের মতো হ'তে হবেই।—(অজাতশত্রুর মৃদু হাস্য) হ্যাঁ—এ সত্য!

অজাত। বটে?—তা'ত জানিনা, কোন্ খনিতে কোন্ মণি—কে জানে! বা!—

লম্বোদর। প্রমাণ চান?

অজাত। হানি কি?

লম্বোদর। এখনি?—বেশ—তবে ভাষাকর আচার্য্যের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে' দাঁড়াচ্ছে দেখ্‌ছি।

অজাত। তা কি করা যায়।

লম্বোদর। তবে অবহিতচিত্তে সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন—"অথ গুরুগৃহে সূপকারবেশী শিষ্যের খেদ"

অজাত। সূপকারবেশী শিষ্য? গুরুগৃহে কি রান্না বান্না কর্‌তেও হয়?

লম্বোদর। জল তোলা, বাসন মাজা, বাজার করা, গরুর জাব দেওয়া, গরু চরিয়ে আনা, তামাক সাজা, গা টেপা, পা টেপা ইত্যাদি ইত্যাদি—তবে 'ভবতি ভবতঃ ভবন্তি', তা না হ'লেই গোবেড়ান্তি।

অজাত। ওঃ কি মমতাহীন এই আচার্য্যের দল—

লম্বোদর। আবার তার চেয়ে মমতাহীন তাঁদের স্ত্রিয়াম্ টীপ্—তাঁদের আচার্য্যাণীর দল।—

অজাত। অ্যাঁ—বল কি?

লম্বোদর। আবার বলেন 'বল কি?' তবে সেই কথাটাই শুনুন—"অথ সূপকারবেশী শিষ্যের খেদ"—

"তৈলৈঃ কর্ণেঽপি ভালমতে ভেজেনা
কিং পুনঃ হস্তপাদৈঃ।
স্নানং কৃত্বা খেতে কিছু বলে না
শুধু বলে রাঁধো গা॥
লজ্জাশীলাঃ পুমাংসঃ যদি কিছু দিতে চায়
তত্র বৈরী মাগীরা।
লুকোচুরি করি কিছু দিয়ে
প্রাণ বাঁচায় বৌ-ছুঁড়িরা॥"

অজাত। সাধু! সাধু!

সকলে। সাধু! সাধু!

(ব্যস্তভাবে ধুন্ধুমারের প্রবেশ)

ধুন্ধুমার। সর্ব্বনাশ মহারাজ! পাখী উড়ে গেছে—জয়শ্রীদেবী তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

অজাত। কি বল্‌ছো ধুন্ধুমার?—জয়শ্রীর কথা নিয়ে রহস্য করো না।

ধুন্ধুমার। সত্য মহারাজ! জয়শ্রীদেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শুন্‌লাম তিনি পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

অজাত। আশ্চর্য্য!—আমার অন্তঃপুর তাকে কোন রকমে ধরে' রাখ্‌তে পারে নি? অ্যাঁ—কি বল্‌ছো? আমার 'বাসন্তী' নাটিকার সমস্ত গৌরব বজায় থাক্‌তো, একা জয়শ্রী শুধু যদি 'রতির' অংশ অভিনয় কর্‌তো। সেই জয়শ্রী—সেই সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠখনি—সেই নিখিলকলাবতী ভাবময়ী নারীকুল-শিরোমণি আমার সকল কাব্যের আদর্শ প্রতিমা—

লম্বোদর ও নর্ম্মসচিবগণ। ওহো—হো—হো—(বিষাদের অভিনয়)

অজাত। আমার অন্তঃপুরের গৌরবশ্রী জয়শ্রী—তার অমর্য্যাদা কর্‌তে কোন্ দুর্ম্মতি সাহস করে? কোথায় কঞ্চুকী? ডাক বেত্রবতীকে।

(জনৈক নর্ম্মসচিবের প্রস্থান)

আমি দেখ্‌তে চাই—কার এত দুঃসাহস যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে চায়। এই যে (কঞ্চুকী ও বেত্রবতীর প্রবেশ ও অভিবাদন) (কঞ্চুকীর প্রতি) বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! আশৈশব রাজ-অন্নে পরিপুষ্ট প্রবীণ পক্ক-মস্তিষ্ক কি শেষে প্রতিপালকের বিশ্বাসহন্তা হ'তে পরামর্শ দিলে? (বেত্রবতীর প্রতি) বেত্রবতি! রাজ-আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হ'য়ে অন্তঃপুরের গৌরব নাশ কর্‌তে কবে থেকে তোর এ দুষ্প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে? ধৃষ্ট! আমি জান্‌তে চাই, কার এত দুঃসাহস যে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে' জয়শ্রীকে তার পিত্রালয়ে প্রেরণ করেছে। (কঞ্চুকী ও বেত্রবতীর প্রতি) যাও, অন্ধকূপে যাবজ্জীবন যমযন্ত্রণা ভোগ করে' কৃতকর্ম্মের পুরস্কার লাভ কর গে'।

(রাজমহিষী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিলেই সাধারণের মনে ভক্তি ও ভয়ের উদয় হয়। তাঁহার বেশভূষায় পারিপাট্য বা বিলাসের লেশ মাত্র নাই। তাঁহার আকৃতি ও ভাবভঙ্গী সমস্তই প্রকৃত স্বামিনীধর্ম্মের পরিচায়ক)

ভাগ্যদেবী। ক্ষমা করুন মহারাজ! এদের কোন দোষ নেই। এ কাজে যদি কা'কেও দোষী বলে' দণ্ড দিতে হয়, তো সে দণ্ড— আমি রাজমহিষী—আমাকে দিন।

অজাত। সে কি?— তুমিই জয়শ্রীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ?

ভাগ্য। হাঁ মহারাজ, আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি।

অজাত। আশ্চর্য্য!— কেন? ... ... তুমিইত তার

রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলে। আর সেই ভার নেবার জন্য আচার্য্য ভাষ্যকরের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছিলে।

ভাগ্য। কারণ তবে আপনিই শুনুন।

(রাজা ধ্রুবকুমার প্রভৃতিকে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলেন। তদনুযায়ী সকলের নিষ্ক্রমণ।)

ভাগ্যদেবী। মহারাজ! আচার্য্যের নিকট যে ভার নিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, সে ভার নিতে আমি এখন অক্ষম, তাই জয়শ্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অজাত। কিসে অক্ষম বুঝ্‌লে?

ভাগ্যদেবী। তা বল্‌তে পার্‌বো না, তবে অক্ষম যে হয়েছি তা বেশ বুঝেছি, তাই যাঁর জিনিষ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অজাত। এটা তোমার খেয়াল— কারণ তুমি রাজমহিষী— রাজ অন্তঃপুরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কিন্তু এটাও জানা উচিত— রাজা বা রাজনীতি রমণীর খেয়ালের পুতুল হ'তে পারে না।

ভাগ্যদেবী। কখন না। তবে আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি— যাঁর জিনিষ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি— অক্ষম হয়েছি বলে',— আমার কাজের এইখানেই শেষ। এখন— আপনি রাজা,— আপনার ক্ষমতা অসীম,— আপনি তারে ফিরিয়ে আনুন।

অজাত। ফিরিয়ে আনা না আনা পরের কথা, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কৈ? তুমি এমন কি দেখ্‌লে মহিষী যে আজ সাত বৎসর পরে হঠাৎ একমুহূর্ত্তে তোমার সম্পূর্ণ অক্ষমতা বোধ করে',— রাজ অনুমতির অপেক্ষা না কর অন্ততঃ তোমার স্বামীর সঙ্গে একবার পরামর্শের অপেক্ষা না করে'—তোমার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পরিত্যাগ কর্‌লে?

ভাগ্যদেবী। মহারাজ, স্বামী, উত্তেজিত হবেন না। কন্যাকে তার পিতৃভবনে পাঠিয়ে দেওয়া এমন গুরুতর ব্যাপার নয়, যার জন্য অনুমতি বা পরামর্শের অপেক্ষা করতে হবে : সে কাজ এত গর্হিত নয় যাতে অন্তঃপুরের মর্য্যাদা হানি হবে ; বা সে কাজ যুদ্ধবিগ্রহের মত এত বিপুল নয় যাতে রাজমস্তিষ্ক বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌বে। তবে এ তুচ্ছ ব্যাপারে যখন এত আন্দোলন, তখন আপনি—স্বামী হলেও রাজা—এর কারণ শুনুন। জয়শ্রীকে আপনি অন্য চোখে দেখেন। আমি রমণী এটা বড় বেশী বুঝ্‌তে পারি। ভাল, আপনি তাকে সেই চোখেই দেখুন। সে দেখার সম্বন্ধ—আমি ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি, এতে দ্বিধা নেই— দ্বেষ নেই— সে সম্বন্ধ ভাল করেই করা হোক্‌। আপনি তাকে বিবাহ করুন, যথারীতি বিবাহ করুন—তারেই পাটরাণী করুন। সেই সম্বন্ধেই জয়শ্রী আপনার কাব্যালাপের সঙ্গিনী হোক্‌— রঙ্গভূমির অভিনেত্রী হোক্‌— অন্তঃপুরের সম্পৎশ্রী হোক্‌— রাজ্যের গৌরবশ্রী হোক্‌। মিনতি করি, তারে অন্যভাবে গ্রহণ কর্‌বেন না।— সে কিছু জানে না - সে মুগ্ধা সরলা বালিকা, রাজাকে সে দেবতার আসনে দেখে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে' জানে। রাজা যদি তাকে সামান্য নটীদের সঙ্গে 'বাসন্তী' অভিনয়ে যোগ দিতে বল্‌তেন, সে রাজাদেশ তখনই প্রতিপালন কর্‌তো,— কিন্তু সে নটী নয়, তারে নটী-ভাবে গ্রহণ কর্‌বেন না, মহারাজ !

(দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

অজাত। আশ্চর্য্য ! সব জানে, সব জানে ! নারীজাতির সত্যই তিন চোখ্‌। দিন রাত দেব-সেবা উপাসনা নিয়েই আছে জানি। জপ কর্‌তে কর্‌তে মালা ঘোরাতে ঘোরাতে চক্ষু মুদেই এত ? আশ্চর্য্য ! ... ... কিন্তু জয়শ্রী—(ভাবিলেন)—না—(ভাবিলেন)—চাই যেমন

করে' হোক্। ··· ··· জয়শ্রীকে হাতছাড়া করা—একটা রাজ্য হারাতে বসা, ··· ··· অন্ততঃ ভাষাকর জীবিত থাক্‌তে— ভাষাকর জীবিত থাক্‌তে (শিরঃ সঞ্চালন করিতে করিতে)—ভাষাকর জয়শ্রীগত প্রাণ। ··· ··· ভাষাকর হাতে থাকা চাই—(হঠাৎ 'বাসন্তী' নাটিকা গ্রন্থখানি হস্তচ্যুত হইল, রাজা ব্যস্তভাবে কুড়াইতে কুড়াইতে)—জয়শ্রীকে হাতে রাখা চাই (গ্রন্থের বন্ধন খুলিয়া পত্রীগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইল) আঃ! কি বিপদ, (পত্রীগুলির ধূলি মার্জ্জনা করিতে করিতে) রচনা তো ধূলিকণা দিয়ে তৈরী নয়— কল্পনার সোণায় গড়া, তবে কেন ধূলোয় পড়ে' গড়াগড়ি? একেই কি বলে নিয়তি?

(চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—o—

নর্ত্তকীপ্রধানা বসন্তসেনার বাটী।

কাল — রাত্রি।

সুসজ্জিত কক্ষ; পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় প্রভাকর। প্রভাকরের বিলাসভবনোপযোগী বেশভূষা— সম্মুখে একখানি মানচিত্র— কপালে চিন্তার রেখা। পার্শ্বে বসন্তসেনা পুষ্পমাল্যগ্রন্থনে নিযুক্তা। নিকটে একটী নটী বসন্তসেনা ও প্রভাকরকে সঙ্গীত শুনাইতেছিল।

বসন্তসেনা। সেই গানটী শোনা— কেমন তৈরী হয়েছে শুনি।

(নটীর গীত।)

ফল কি নাথ তার আঁখিতে ?
তোমা বিনা সুন্দর চায় যে দেখিতে।
তোমার রূপ-ভায়, প্রকৃতি উছলি যায়,
মিলন-মধু তাই মহীতে।

(সঙ্গীত শেষ হইলে একটী পরিচারিকা স্বর্ণপাত্রে মদিরা লইয়া আসিয়া বসন্তসেনার নিকটে রাখিল)

বসন্ত। আচ্ছা তোর ছুটী। (নটীর অভিবাদন ও প্রস্থান) (মদিরাপাত্র লইয়া প্রভাকরের নিকট যাইয়া) প্রিয়তম! বল তুমি কা'কে বেশী ভালবাস। (প্রভাকর বসন্তসেনার হস্ত হইতে মদিরা-পাত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন)—না, না, আগে বল।— আহা, কেমন রূপ! যেন সূর্য্যের সমস্ত সোণালী রশ্মি তরল করে' নিয়ে তার উপর আপনার রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। বল প্রিয়তম, তুমি কা'কে বেশী ভালবাস ;— এই বসন্ত, না আমি বসন্ত।

প্রভাকর। (মৃদু হাস্যে) আমি দুই চাই— দুইই ভালবাসি।

বসন্তসেনা। তা হবে না। দুজনকে সমান ভালবাস্‌তে পার না, তা হয় না,— হ'তে পারে না। ভালবাসার কম বেশী আছেই। বল, তুমি কাকে বেশী ভালবাস— যাকে বেশী ভালবাস্‌বে আজ তুমি তাকেই পাবে—বল—

প্রভাকর। আচ্ছা ওটী আমার হাতে দাও,— পরখ করি কার বেশী রূপ— (মদিরাপাত্র লইতে অগ্রসর)

বসন্ত। না, সত্যি বল, লক্ষ্মীটি!

প্রভাকর। সত্যিই বল্‌বো— কিন্তু আমার হাতে দাও,— দেখি—

(বসন্ত প্রভাকরের হস্তে মদিরাপাত্র প্রদান করিলে পর প্রভাকর একবার বসন্তসেনার প্রতি পরক্ষণে মদিরাপাত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মদিরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—)

প্রভাকর। তোমারই জিত।

বসন্তসেনা। ঠাট্টা! কিসে বুঝ্‌লে?—

প্রভাকর। এস বুঝিয়ে দিচ্ছি— এসো কাণের কাছে ঠিক আমার এই কাণটার কাছে। বড় মনের কথা— মর্ম্মের কথা—

(বসন্তের গ্রীবাদেশ ধরিয়া চুম্বনাভিনয়ের চেষ্টা ও বসন্তসেনা পার্শ্ব-কক্ষস্থ লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সলজ্জভাবে দূরে সরিয়া বলিল)

বসন্ত। (কৃত্রিম কোপের সহিত) যাও— তোমার কথা বল্‌তে হবেনা—

প্রভাকর। এইতে তো তোমার দুনোদুনি জিত্।

বসন্ত। ঠাট্টা!

প্রভাকর। ঠাট্টা নয়— বড় সত্যি কথা। দেখ, মুহূর্ত্ত আগে

যে জন রূপের হাসিতে ভরে উঠ্ছিল, সামান্য চেষ্টাতেই তারে নিঃশেষ করে' ফেল্লাম, আর তোমার এই রূপের উৎস পান করে' নিঃশেষ করা দূরে থাক্, স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারা যায় না—তুমি অফুরন্ত চিরবসন্ত—

(হস্ত ধরিয়া অনুরাগের অভিনয় ও উভয়ের মুখে প্রসন্নভাব মৃদুহাস্য)

(ইতোমধ্যে একটা কনীয়সী নটীর প্রবেশ)

ক, নটী। ঠাকরুণ, ছায়ানটের পাঠটা ভাল বুঝ্তে পার্ছি না।

বসন্ত। আঃ—আজ সমস্ত দিন ধরে' যে শেখালেম। যা—তোর হবেনা—মাথা তোর মাটীতে পোরা।

ক, নটী। আর একবারটী যদি বলে' দেন।

বসন্ত। আজ নয়, কাল আবার দেখিয়ে দেবো।

ক, নটী। (ক্ষুব্ধভাবে) আজ তবে আর আমার ঘুম হবেনা, ঠাকরুণ—

বসন্ত। (ঈষৎ কোপে ও ব্যঙ্গস্বরে) ঘুম হবেনা ঠাকরুণ·····

(কনীয়সী নটী চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল)

প্রভাকর। যাওনা, একবার নয় বাত্লেই দাওনা।

বসন্ত। বলি, আমার কি আর বস্বার দাঁড়াবার সময় নেই গা? ঘরে এখন ভদ্দর লোকজন এসেছে, ওঁকে এখন ছায়ানটের রূপ বাত্লাতে হবে। যা—যা—তোর হবেনা, তুই কাল থেকে ঐ মদনিকার বাড়ীতে গিয়ে নাম লেখাস্। তোর মত পড়োর সেই রকম টোলই ভাল।

প্রভাকর। আহা, বেচারী কাঁদ্ছে, যাও না, একবার বাত্লেই দাও না।

বসন্ত। আর আমার কাজটা কে করে?

প্রভাকর। এখন আর তোমার কি কাজ?

বসন্ত। (অভিমানে) কি কাজ?—উন্নমুখী, কাল থেকে তুমি

মদনিকা কেন—ঐ কাজ্‌লা ঘাগীর বাড়ী গিয়ে উঠো, আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত চিল্লতে পার্‌বো না। — মরণ! সারাদিন তোতাপাখী পড়িয়ে গোবরপিণ্ডি গিল্‌লেন—এখন রাত্‌ দুপুরে ওকে নিয়ে চিল্লতে বসি।— আবার ঘুম হবে না, নেকী খুকী আমার।

(বসন্তসেনার সহিত কনীয়সী নটীর কক্ষান্তরে গমন)

(প্রভাকর মানচিত্রহস্তে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ইতো-মধ্যে ধুন্ধুমার ও সামন্তগণের পার্শ্ব কক্ষ হইতে আগমন)

ধুন্ধু। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) এই তো ঠিক? — এর যেন নড়্‌-চড়্‌ না হয়।

সামন্তগণ। নড়্‌-চড়্‌ কি বল্‌ছেন? শপথ করে' বল্‌ছি।

ধুন্ধু। থাক্‌—থাক্‌, শপথ কর্‌তে হবেনা। আমরা সকলেই এতে নাম স্বাক্ষর করি আসুন, তা হ'লেই সকল পক্ষে কথাটা পাকা-পাকি হয়। কি বলেন? (প্রভাকরের প্রতি) আমি প্রথমেই নাম সহি কর্‌ছি।

(ধুন্ধুমার প্রথমে নাম সহি করিল, পরে প্রভাকর, তারপর সামন্তগণ একে একে নাম সহি করিতে লাগিল।)

ধুন্ধু। (সামন্তগণ যখন নাম সহি করিতে ছিল) বসন্তসেনা কোথায়?—এসে পড়্‌বে না তো?

প্রভা। না সে ভয় নাই—সে তার নিজের কাজে ব্যস্ত। আর, তা হ'তে তোমাদের কোন ভয় নেই। মন্ত্রণার পক্ষে এ বাড়ী সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌। জেনো, তাকে বিশ্বাস করায় আমরা বরং অনেক কাজ পাবো। বারনারী হ'লেও সে একমাত্র আমাকেই ভালবাসে, আমার ভালই সে চায়, আর সে জন্য সে সকল কাজ কর্‌তেই প্রস্তুত।………এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার।

ধুন্ধু। তবুও······কি জানেন······এ বড় বেশী সাংঘাতিক······গুহ্য বিষয়,······এ রহস্য আমাদের গণ্ডীর ভিতরেই থাকা ভাল। যতই হোক্, স্ত্রীলোক আর গুপ্ত মন্ত্র—তেল আর জল—ঠিক মিশ্ খায় না।—

(ইতোমধ্যে সকলের নাম সহি করা হইল। তখন ধুন্ধুমার কাগজ খানি লইয়া স্বাক্ষর গুলি পরীক্ষা করিয়া লইল। পরে প্রভাকরের সম্মুখে কাগজ খানি রাখিয়া বলিল)—এই নিন্—যে যে সর্ত্তে এঁরা সকলে আপনার পক্ষে যোগ দিবেন—সেই মত এঁরা সকলেই স্বাক্ষর করেছেন। এখন এখানি বড় গোপনে বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা ভজ্জিয়ান রাজ শঙ্কুলের নিকট পাঠাতে হবে। সৈন্য নিয়ে তাঁর পাটলিপুত্রের সীমায় আস্তে যা দেরী,—তারপর দেখ্‌বেন কোথায় থাকেন ভাষাকর আচার্য্য তাঁর কুটিল চোখ্ দুটি নিয়ে—আর কোথায় থাকেন আপনার মহারাজ তাঁর অজাতশত্রু নাম নিয়ে। এ যা হ'ল, দেখ্‌বেন আপনার সিংহাসনের পাকা ভিত্ তৈরী হ'ল।

প্রভাকর। বলি, ভজ্জিয়ান রাজের কাছে লোক পাঠানই কঠিন ব্যাপার। ভাষাকরের চোখ্ দুটো বই নয়, কিন্তু তার দৃষ্টি শত সহস্র দিকে; আর সে দৃষ্টিতে যে বিদ্যুৎ ক্ষরে, তা'তে পাষাণ প্রাচীরও ভেঙ্গে পড়ে। বুঝ্‌লে ধুন্ধু! সেবারও আমি আয়োজনের কিছু কম্‌তি করিনি, কিন্তু দেখ্‌লে ত শেষটা কি দাঁড়াল!—'না আঁচালে বিশ্বাস নেই', এই আসল কথা।

ধুন্ধু। কেন ভয় পাচ্ছেন? তবে আর সকলে মিলে কোমর বাঁধ্‌ছি কেন? (সামন্তগণের প্রতি) দেখুন ম'শায়রা, আমরা এখন এই কাগজে মাত্র একটী ভাবী সম্পদের কাঠামো গড়্‌লাম্—কেবল মাত্র একটী কাঠামো—প্রাণহীন কাঠামো। প্রাণ যায়, তবুও তারে সজীব করে' দাঁড় করাতে হবে। ভাষাকর আচার্য্যের ভয়ে আপনারা কেউ ভীত

হবেন না। জান্‌বেন, ভজ্জিয়ানরাজের নিকট যে মুহূর্ত্তে এই পত্র পাঠান' হবে সেই মুহূর্ত্তে ভাষাকরকে ইহধাম হ'তে বিদায় নিতে হবে। (প্রভাকরের প্রতি) আপনি এখন এই পত্রের উপযুক্ত বিশ্বস্ত বাহক নির্ব্বাচন করুন, আমিও এদিকে ভাষাকরের মৃত্যুবাণের উদ্ভাবন করি।

প্রভাকর। বেশ, তবে আমরা সকলে কাল রাত্রে এইখানেই মিলিত হবো,—

ধুন্ধু। ঠিক দ্বিপ্রহরে—কেমন ?

প্রভাকর। (সামন্তগণের প্রতি) আজ রাত্র অধিক হয়েছে, আপনাদের বিশ্রামও আবশ্যক—আসুন। (সকলের সহিত নিষ্ক্রমণের উদ্যোগ) ধুন্ধু! বসন্তসেনাকে একবার—আচ্ছা, থাক্, সে বোধ হয় এখন ব্যস্ত আছে—না, এই যে

(বসন্তসেনার প্রবেশ)

বসন্ত। বাঃ! সব উঠে পড়্‌লেন যে ? আপনাদের আদরযত্নের ক্রটী হয়েছে নিশ্চয়! ......ওলো নিপুণিকা!

সামন্তগণ—কেহ কেহ। না, না, ক্রটী হবে কেন ? যথেষ্ট যত্ন, যথেষ্ট আদর।

বসন্ত। না, ও মুখের কথা, আমার অপরাধ নেবেন না।

প্রভাকর। আচ্ছা, আজ ক্রটী হ'য়ে থাকে, কাল পুষিয়ে দিও। ম'শায়গণ! কাল আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ—

বসন্ত। তা'তো আস্‌বেনই, আজ কিন্তু এত সকাল সকাল ? না, তা হবে না, আপনাদের বস্‌তেই হবে—

প্রভাকর। রাত্রি কত হয়েছে, খবর রাখো ?

বসন্ত। দণ্ড প্রহরের হিসেব করে' যাঁরা আমোদ কর্‌তে আসেন, তাঁদের আমোদ কর্‌তে না আসাই ভাল।

ধুন্ধু। হা—হা—হা—এ যা বলেছ বসন্ত ঠাক্‌রুণ! লাখ কথার এক কথা।

বসন্ত। না, আমার কাছে পষ্ট কথা। আমোদ করছে ঐ কাঞ্চনমালার ঘরে—সকাল থেকে পাশা পড়েছে, খেলারও কামাই নেই ফুর্তিরও সামাই নেই।

প্রভা। আচ্ছা, আচ্ছা! এঁরাও একদিন দেখিয়ে দেবেন। কি বলেন?

সামন্তগণ— কেহ কেহ। দেবো বইকি—তা দেবো বই কি।

ধুন্ধু। তবে আজ এঁদের অনুমতি দিন্—

বসন্ত। অনুমতি? ঐ ঠাট্টাতেই তো প্রাণ জ্বলে' যায়।

প্রভাকর। তবে যা হোক্ একটা মুখের কথা খসাও—

বসন্ত। (প্রত্যেকের কর স্পর্শ ও অভিবাদন করিয়া) আস্‌বেন কাল অনুগ্রহ করে'। মনে কিছু কর্‌বেন না—অপরাধ নেবেন না।

(সামন্তগণ—কেহ কেহ। আস্‌বো বই কি—। কেহ। আস্‌তে তো হবেই। কেহ। না, না অপরাধ আবার কি? কেহ। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। কেহ কেহ। আজ তবে আসি।)

বসন্ত। আসুন। (প্রভাকরের প্রতি) এ কি তুমিও? বাঃ! বেশ! (অভিমান)

প্রভা। রাগ করো না বসন্ত!

১ম সামন্ত। আমরা তবে একটু এগুই।

প্রভা। আচ্ছা—আসুন। ধুন্ধু! ওঁদের সঙ্গে যাও, আমিও শীগ্‌গীর মিল্‌ছি। (ধুন্ধুর সহিত সামন্তগণের প্রস্থান)

প্রভা। আমার আজ কাজ আছে, বসন্ত!

বসন্ত। (অভিমানে ও ঈষৎকোপে) তবে আমোদ করা কেন? কাজ যদি কাজের মতো হয় তবে সে কাজ মাথায় করে' আমোদ করা

চলে না।······না আমি বুঝেছি—তোমার কাজও, নয়, আমোদও নয়। কাউকে তুমি ভালবাস না,—রাজ্যও নয়, বসন্তও নয়। যদি আমাকেই ভালবাস্‌তে তো বাহিরের কাজ বাহিরেই পড়ে' থাক্‌তো, মাটীর রাজ্য মাটীতেই গড়াগড়ি খেতো—শুধু তুমি আর আমি আমোদের স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় কোন্ আনন্দের রঙীন্ দেশে চলে যেতাম—যেখানে সব ভরপুর্—কোন ফাঁক্ নেই—কোন খুঁত্ নেই।—

প্রভা। বাঃ, এ যে একটা খাঁটী কবিতা, যদিও একটু এলো-মেলো, কেবল চরণে চরণ দিয়ে দাঁড় করালেই হ'লো।

বসন্ত। (সাভিমানে ও ঈষৎকোপে) বটে? প্রাণের আড়াল দেখালেই কবিতা বলে' ঠাট্টা?—বেশ!······বলি, নীচু ঘরে জন্মেছি বলে' কি কলের পুতুল হ'য়ে গেছি? প্রাণ বলে' যে জিনিষ, সে কি কেবল তোমাদেরই একচেটে? —হায়রে কপাল!

প্রভা। কে বল্লে প্রাণটা শুধু একমাত্র আমাদের?—আর, আমাদের যে প্রাণ বলে' একটা সম্পত্তি আছে তাই বা কেমন করে' বলি? থাক্‌লে তার কদর হ'তো—মায়া হ'তো।—কিন্তু কই? সৈনিক পুরুষ কাজে নাম্‌বার আগেই মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে, মরণকে বরণ কর্‌তেই বসে' আছে। (প্রভাকরের স্বরে নৈরাশ্যের ব্যঞ্জনা)

বসন্ত। (ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত ভাবে) সে-প্রাণের কথাই যেন আমি বল্‌ছি? (অভিমান ত্যাগ করিয়া একান্ত আগ্রহে প্রভাকরের হস্তামর্ষণ করিতে লাগিল।)

প্রভা। তবে আজ আসি বসন্ত!

বসন্ত। নিতান্তই যাবে? নিপুণিকা! (নিপুণিকার প্রবেশ) মালা ছড়াটা নিয়ে আয়।

প্রভা। যাবার সময় ও আবার কি?

বসন্ত। বাঃ! আমি আজ এত যত্নে মালাটী গেঁথেছি, গলায় একবার না পর্‌লে ফুলের কদর থাকে কই?

প্রভা। ধন্য ফুল, যে তোমার মত গাঁথনদার পেয়ে এমন হারে দাঁড়িয়েছে।

বসন্ত। (মালা পরাইয়া) সে শুধু ঐ বিশাল বক্ষে স্থান পাবে বলেই—বুঝ্‌লে প্রিয়তম! (আনন্দে করতালি)

(হাত ধরাধরি করিয়া প্রভাকরের সহিত বসন্তের প্রস্থান)

নিপুণিকা। (আপন মনে) নটীর বাড়ী নঙ্গনস তার আড়াল আব্‌ডাল নেই গো—তার আড়াল আব্‌ডাল নেই। দেউড়ী পর্য্যন্ত পিরীতের চৌহুদ্দি দেখাতে দেখাতে যাবেন, মুখে আগুণ!……ওরে ও রঘো—রঘো—ও রঘো। আঃ আমার নড়া ছিঁড়ে গেল বাপু। এ সব জিনিষ সরান' কি আমার সাধ্যি। ও রঘো—রঘো—কোথা গেলি মুখ-পোড়া!

('রঘু'-ভৃত্যের প্রবেশ)

রঘু। (নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রোধে) মুখ সামাল্—কি কর্‌তে হবে বল্‌

নিপুণিকা। ইঃ—চোখ মুখ ঘুরিয়ে এল, মিন্‌সে যেন হন্যে। তোরই কি ছেরোম্ হয়, আমাদের বুঝি ছেরোম্ নেই, গা-ভাঙ্গানি নেই, ঘুম নেই—

রঘু। নটীর বাড়ীর চাক্‌রী, ঘুমোবি কি? সারারাত জাগ্‌বি, তবে ত কড়ি লুট্‌বি।

নিপুনিকা। ওঃ—বাস্‌রে! কড়িগাছ ঝাম্‌রাই হ'য়ে মাটীতে লুটোপুটি—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? নে ধর্‌—আঃ! পারিনা বাপু, নড়া ছিঁড়ে গেল। (উভয়ে আসনাদি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে লাগিল)

পটক্ষেপ।

———o———

তৃতীয় দৃশ্য।

বসন্তসেনার বাটী—অলিন্দ।

(বসন্তসেনা ও ধুন্ধুমারের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ)

বসন্ত। আশ্চর্য্য! তুমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এলে যে?—মত্‌লব কি?

ধুন্ধু। আমি যা কর্‌বো তাতেই কি একটা মতলব থাক্‌তে হবে? আমায় তা হ'লে তুমি চিনেছ!

বসন্ত। নিশ্চয়। —তুমি একটা আস্ত মত্‌লব।

ধুন্ধু। (সহাস্যে) না—না, যা ভাবো, তা নই—সেনা, তা নই। (মৃদুস্বরে ইঙ্গিতাভিনয়ে) আমি দেখ্‌তে চাই—কাঞ্চনমালার ঘরে আজ কোন্ মহাত্মারা আমোদ কর্‌ছেন।

বসন্ত। তা'তে তোমার লাভ?

ধুন্ধু। ওইত—ওই আমার কেমন রোগ, সব দিকে একট নজর রাখা, সকলের মুখ একটু চিনে রাখা—

বসন্ত। এ যে অসঙ্গত রোগ। (ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে মহা কলরব উঠিল— "মার্ দিয়া কেল্লা—মার্ দিয়া কেল্লা" "জিত্—জিত্—ডবল জিত্" ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনমালা নাম্নী নটীর ভীত ত্রস্তভাবে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ)

কাঞ্চন। ওমা কি খুনে! সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ! রক্ষা করুন ঠাকুরুণ—রক্ষা করুন।

বসন্ত ও ধুন্ধু } কি—কি? হয়েছে কি?

কাঞ্চন। ওমা এমন সর্ব্বনেশে জুয়াড়ীদেরও জায়গা দিয়েছিলাম— একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার।

বসন্ত। খুনোখুনি ব্যাপার কি ? সে কি ?

কাঞ্চন। খুনোখুনি ব্যাপার ঠাকরুণ খুনোখুনি ব্যাপার—

বসন্ত। অঁ্যা—বলিস্ কি ? আমার বাড়ীতে খুনোখুনি—

(কাঞ্চনমালার সহিত বসন্ত ও ধুন্ধুমারের নিষ্ক্রমণ)

(মুহূর্ত্তমাত্র পরে অপরদিক দিয়া উগ্রসেন, কালকর্ণী প্রভৃতি দ্যূতব্যবসায়িগণ ও সত্যজিতের প্রবেশ। সত্যজিতের সৈনিকের পরিচ্ছদ—দ্যূতব্যবসায়িগণের বিলাসোপযোগী বেশ)

সত্যজিৎ। এখনো বল্‌ছি, সাবধানে কথা কও। ধৈর্য্যের সীমা আছে—

কালকর্ণী। ওরে বাপ্‌রে ! হেরে গিয়ে আবার চোখ্‌-রাঙ্গানি ! তোমার মত ঢের-ঢের সৈনিক পুরুষ আমার বগলের তলা দিয়ে চলে' যায়।

সত্যজিৎ। তবে রে উল্লুক !

(তরবারি নিষ্কাশন)

উগ্রসেন প্রভৃতি। কি করেন ম'শায় ? (বাধা প্রদান) আপনি না সৈনিক পুরুষ ? সামান্য খেলা নিয়ে মিছে মাথা গরম করেন কেন ?

সত্যজিৎ। 'মাথা-গরম' কাকে বলেন ? খেলা যদি খেলার মতো হয়, তাতে মাথা গরম হয় না। এ'তো খেলা নয়—এ প্রতারণা— জুচ্চুরি—

কালকর্ণী। শুন্‌লেন—শুন্‌লেন ? আমি শঠ—প্রবঞ্চক—আর উনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, কেন না সেপাই সেজে কোমরবন্ধ এঁটে একখানা তলোয়াল ঝুলিয়েছেন—

সত্যজিৎ। বটে ? (উগ্রসেন প্রভৃতির প্রতি) ছেড়ে দিন ম'শায় ! আমি ধূর্ত্তকে শিক্ষা দিতে চাই—

(এই অভিনয়ে কালকর্ণীর সহযোগিগণ কখনও সত্যজিৎকে কখনও কালকর্ণীকে বাধা দিবে ; কখনও সত্যজিতের কখনও কালকর্ণীর কথার সমর্থন করিবে—অর্থাৎ প্রতারকগণ যেরূপভাবে ভদ্রসন্তানকে বঞ্চনা করে সেইরূপ অভিনয় করিবে)

(ইতোমধ্যে বসন্ত, ধুন্ধুমার, কাঞ্চনমালা, অন্যান্য নটী ও দাসদাসী-গণের প্রবেশ)

বসন্ত। তা বলে' এখানে নয়—আপনারা ভদ্রলোক—

সত্যজিৎ। সুন্দরি, ক্ষমা কর্বেন—

ধুন্ধু। একি সত্যজিৎ !—সত্যজিৎইতো—

সত্য। কে ধুন্ধু ! তুমি এখানে ? আঃ !—নগরে প্রবেশ করে' এই এতক্ষণে একটা চেনা মুখ দেখ্লাম।

বসন্ত। অঁ্যা—সত্যজিৎ ? তাইতো সত্যজিৎইতো ! তুমি এখানে ?—আমারই বাড়ীতে—কতদিন পরে—আশ্চর্য্য !

সত্য। সত্য বসন্ত ! আজ অনেক বৎসর পরে তোমারই বাড়ীতে—

বসন্ত। চেহারা যে অনেক বদ্লেছে সত্যজিৎ ! হঠাৎ যেন চেনা যায়না।

সত্য। শুধু চেহারা নয়—মনও বদ্লেছে, পোষাকও বদ্লেছে।

ধুন্ধু। বসন্ত ! সত্যজিৎকে বড় ক্লান্ত বলে' বোধ হ'চ্ছে। পাশা খেল্তে বস্লে ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকেনা।

বসন্ত। যা বলেছ, এখনো ঠিক সেই রকম—যা ধর্বে তার চরম না করে' ছাড়্বেনা। ওরে রঘু, রামচরণ, তোরা সব আয় তো আমার সঙ্গে। বসো সত্যজিৎ—ওরে !—একখানা আসন টেনে দে না—

সত্যজিৎ। ব্যস্ত হচ্ছো কেন বসন্ত? আমি মোটেই ক্লান্ত নই। বরং তোমাদের দেখে আমার বড় বেশী আনন্দ হ'চ্ছে। মনে হচ্ছে—জীবনের কোন্ দূর পথে যা সব ফেলে এসেছি, যাদের ছবি যত্ন করেও আর মনের চোখেও তেমন ভাসিয়ে তুল্‌তে পারিনা, আজ যেন এই মুহূর্ত্তে তারা এক সঙ্গে সমস্ত আকাশের আলো নিয়ে চোখের সাম্‌নে সজীব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। যেওনা বসন্ত, দাঁড়াও—

বসন্ত। ব'স ব'স, আমি শীগ্‌গীর আস্‌ছি।

(রঘু ও রামচরণের সহিত বসন্তের নিষ্ক্রমণ)

সত্যজিৎ। ধুন্ধু! বন্ধু! ভাই! তোমরা তেমনি আছ—সেই ঘর—সেই বসন্ত—সেই আমোদ—সবই সেই। আমিই কেবল বদ্‌লেছি। তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে ঘূর্ণী বায়ুর মধ্যে পড়ে' (প্রস্থানোদ্যত দ্যূত-ব্যবসায়িগণের প্রতি) ও কি ম'শায়! আপনারা চলে যান্ কেন? ক্ষমা কর্‌বেন, সত্যই আমার মাথা গরম হয়েছিল, কি বল্‌তে কি বলেছি—অপরাধ নেবেন না।

উগ্রসেন। অপরাধ আর কি ম'শায়? খেল্‌তে গেলে ওরকম বাগ্-বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে বই কি। কি বলিস্ কালকর্ণী—হয় না?

কালকর্ণী। তা বই কি। (সত্যজিতের প্রতি) তবে আজকে আর খেলা টেলা—

কাঞ্চন। তা বলে' আমার ঘরে নয়। বাবা, খুনোখুনির ভেতর আমি নেই।

কালকর্ণী। (বিকৃতবদনভঙ্গীতে) খুনোখুনি দেখ্‌লি কোথায়? খেল্‌তে গেলেই ওরকম কথা-কাটাকাটি হয়, (ধুন্ধুমারের প্রতি) কি বলেন ম'শায়, হয় না? (সত্যজিতের প্রতি) তবে আজ বোধ হয় আর নতুন করে' বস্‌বেন না?

ধুন্ধু। না—না, আজ আর খেলা নয়।

সত্যজিৎ। আমার যা কিছু ছিল, সবই তো পণ রেখেছি। বাকী এখন এই তরবারি আর এই সৈনিকের পরিচ্ছদ।

উগ্রসেন। হা—হা—হা—

কালকর্ণী। হা—হা—হা তবে থাক্—তবে থাক্।

উগ্রসেন। তবে এ কথা বলি ম'শায়,—মাফ কর্‌বেন—আপনার ঘা পোষাক, তা পাটলিপুত্রে মূল্য দিয়া কে কিন্‌বে ম'শায়? রাজা শুদ্ধ এখন রসপ্রিয়—নাটকে, রাঙ্গলা সৌখীন জিনিসেরই এখন কদর—

কালকর্ণী। তবে থাক্—তবে থাক্, আবার একদিন চাকে বস্‌লেই হবে—

উগ্রসেন। আর তরবারির কথা যা বল্‌লেন—হা—হা—হা—হা—

কালকর্ণী। থাক্—থাক্—থাক্, যেতে দাও—যেতে দাও—

উগ্রসেন। ম'শায় যা কাল পড়েছে, তাতে কার্ত্তিক ঠাকুরটী পর্য্যন্ত ফুলের ছড়ি ব্যবহার কর্‌ছেন।

কালকর্ণী। যেতে দাও না ভাই—ওঁর আজ আর সুবিধে হবেনা

উগ্রসেন। তবে, তরবারির মূল্য কি নেই?—আছে। লোক-বিশেষ বুঝে। হ্যা—ভাষাকর আচার্য্য সোণার তাল দিয়ে লোহার ধার কেনেন।

সত্যজিৎ। ভাষাকর আচার্য্য!

ধুন্ধু। ভাষাকর আচার্য্য!

উগ্রসেন। চম্‌কালেন যে ম'শায়? (ধুন্ধুর প্রতি) এ কি ম'শায় আপনিও যেন অবাক-অবাক হচ্ছেন? বলি, কথাটা কি বেফাঁস হয়েছে? হ'য়ে থাকে তো কাণ মলে' দিন্, ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাই। তবে আজ আর নয়—কি বলেন? কাঞ্চন! তা হ'লে পাগড়ীটা দেবে চল।

(উগ্রসেন, কালকর্ণী প্রভৃতি দ্যূতব্যবসায়িগণের বিদায়সূচক অভিবাদন ও নটীগণের সহিত নিষ্ক্রমণ)

ধুন্ধু। তুমি আজ পাটলিপুত্রে এসেছ?

সত্য। আজ—ঠিক সাত বৎসর পরে, কিন্তু বড় গোপনে। সাধারণের চক্ষে আমি নির্ব্বাসিত জান তো?

ধুন্ধু। নির্ব্বাসিত?

সত্য। হাঁ। ·········কেন? গত বিদ্রোহের কথা কি ভুলে গিয়েছ? কেন, তুমি ত তখন রাজ-অমাত্যগণেরই একজন ছিলে।

ধুন্ধু। হ্যাঁ—তা— —

সত্য। তবে?......ভুলে গেছ।

ধুন্ধু। ভুল্‌বো কেন?—কিন্তু সে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক যুবরাজ প্রভাকরের সঙ্গে সকল অপরাধীকেই তো মহারাজ ক্ষমা করেছিলেন।

সত্য। সত্য। কিন্তু আমার বিচার সাধারণ বিচারের আগেই হয়ে গিয়েছিল—সে বিচার করেছিলেন যিনি মহারাজেরও রাজা—মগধের প্রকৃত রাজা—

ধুন্ধু। ভাষাকর আচার্য্য?

সত্য। ভাষাকর আচার্য্য—পরম শক্তিমান্। কিন্তু তাঁর অভিধান 'ক্ষমা'-শব্দ-বর্জ্জিত।

ধুন্ধু। ভাষাকর আচার্য্য তোমায় নির্ব্বাসিত করেছিলেন? সে কি হে? তোমায় যে তিনি কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছেন। তুমি ত তাঁর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তে—

সত্য। আমার দুর্ভাগ্য যে সাক্ষাৎ শাস্ত্রকে গুরুরূপে পেয়েও গোপনে শস্ত্র-চর্চ্চায় মন দিয়েছিলাম।

ধুন্ধু। এ আর দুর্ভাগ্য কেন? শস্ত্রচর্চ্চা কি হীনতার পরিচয়?

সত্য। না, তা নয়, কিন্তু শস্ত্রচর্চ্চার মূলে যে শিক্ষা, আমার ত তার কিছুই হয়নি।—আমি সংযম শিখ্‌তে পারিনি। আমি গুরুকন্যা সাক্ষাৎ সরস্বতী শ্রীমতী জয়শ্রীর প্রতি এত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম যে আমি আর আমাকে ধরে' রাখ্‌তে পারিনি, ধুন্ধু!

ধুন্ধু। অ্যাঁ—বল কি?

সত্য। হ্যাঁ—শোন। একদিন আমার সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে আমার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণটুকু ছিল, তাই তার পায়ে উপহার দিলাম। ভক্ত যেমন দেবতার পায়ে আত্মবলিদান করে—ঠিক সেই ভাবে,—অতি সরল পবিত্র মন্ত্রে।

ধুন্ধু। তারপর?

সত্য। দেবীর মুখে কেবল ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। জানি না, সে রেখায় নিয়তির ব্যঙ্গ ভ্রূকুটী জেগেছিল কি না, কিন্তু সেই হাসির স্মৃতিটুকুই সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত এত ঝঞ্ঝাহিমানীর যন্ত্রণায়ও জীবনকে জাগিয়ে রেখেছে।

ধুন্ধু। জয়শ্রীকে তুমি তবে বাস্তবিক ভালবাস?……ভালবাসারই ত কথা—

সত্য! আহা! কি সে সুখের মুহূর্ত্ত! সে-ও এমনি গভীর রাত্রি। সেই এক মুহূর্ত্তের হাসি যুগ-যুগের ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, ধুন্ধু!

ধুন্ধু। জীবনের একটা সূত্র তো চাই—

সত্য। মাত্র মুহূর্ত্তের হাসি—মৃদু হাসি।…… তারপর, …… তারপর জানিনা গৃহপ্রাচীরে কার ছায়া পড়্‌লো। চেয়ে দেখি, সে দেবী নেই, সে আলো নেই—চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের

মধ্যে আমি লক্ষ্মীছাড়ার মত সমস্ত শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' রইলাম।

ধুন্ধু। অজ্ঞান ?

সত্য। আমি জানিনা আমি কেমন ছিলাম—কি করেছিলাম। ......ভোরের বাতাসে খবর পেলাম—জয়শ্রী রাজ অন্তঃপুরে, রাজ মহিষীর প্রধানা সঙ্গিনী। পায়ের তলার সমস্ত মাটী যেন রসাতলে নেমে গেল।

ধুন্ধু। ভাষাকর আচার্য্য বোধ হয় জান্‌তে পেরে জয়শ্রীকে সরিয়ে দিলে ?

সত্য। 'বোধ হয়' কেন ?—নিশ্চয়। কিন্তু, আশ্চর্য্য, একদিনের জন্যও তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখিনি। আলাপে, ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন দেখিনি।

ধুন্ধু। ওই ত—ঐ খানেই তো লোকটার বিশেষত্ব।

সত্য। ওঃ—সে আমার পক্ষে আরও যন্ত্রণা হ'য়ে দাঁড়াল। সেই যন্ত্রণাই আমার কাল হ'ল— মনে আমার ভীষণ প্রতিহিংসা বৃত্তি জেগে উঠ্‌লো।— দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে মন যেন উল্কাবেগে ছুট্‌লো।

ধুন্ধু। স্বাভাবিক।

সত্য। শাস্ত্রচর্চ্চা করেছিলাম, তার দানবী মূর্ত্তিরই উপাসনা করেছিলাম। দানবী শক্তিতে শক্তিমান্ হওয়া ভাল, কিন্তু সে শক্তির ব্যবহার কর্‌তে গেলে যে শিবের মত সংযমী হ'তে হয় সে শিক্ষা ত লাভ করিনি, তাই বিশ্বশক্তির নীতিপথভ্রষ্ট উল্কার মত ছুট্‌তে লাগ্‌লাম। জয়শ্রীলাভের বাসনায় ভাষাকর আচার্য্যের উচ্ছেদ—রাজার উচ্ছেদ—রাজ্যের উচ্ছেদ—হেসো না—এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়—একমাত্র উচ্ছেদ সংকল্পকেই বলবান্ করে' তুল্‌লাম।—আমি বিপ্লববাদীদের সঙ্গে যোগ

দিলাম। না, আমার নির্ব্বাসন অতি লঘু দণ্ড—আমার পাপের তুলনায় অতি লঘু দণ্ড।

ধুন্ধু। কিন্তু আর আর যারা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকেই ক্ষমা করা হয়েছে।

সত্য। আমি তাতে ক্ষুব্ধ নই।

ধুন্ধু। চিরদিন এইভাবে যাপন কর্‌তে হবে?

সত্য। এই ভাবেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই সাত বৎসর আত্মগোপন করে' থেকে ক্ষিপ্ত হবার উপক্রম হ'য়েছিল। একবার সাধের জন্মভূমি দেখ্‌বার জন্য আজ সাত দিন ধরে' প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ কর্‌ছিল। আজ প্রভাতে মগধের উপকণ্ঠে শ্মশানের বলিভুক্—শকুনি গৃধিনী দেখে—হেসো না—সত্যই আমার প্রাণ নেচে উঠেছিল। তাদের সেই পৈশাচিক নৃত্যরোল এখনো কাণে সঙ্গীতের মত বাজ্‌ছে। দেশের মাটী মাথায় নিয়ে মনে হ'ল পারিজাতের সৌরভ—

ধুন্ধু। এই ভাবে জীবনভার বহন কর্‌তে হবে সত্যজিৎ?—এর নাম বেঁচে থাকা?

সত্য। না, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু কই? তাকে ত আলিঙ্গন কর্‌তে বুক্ খুলে যেখানে সেখানে ছুটে চলেছি। ... ... জানো, এই সাত বৎসর আমি মগধের সৈন্যের সঙ্গে অতি প্রচ্ছন্নভাবে কত যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দিয়েছি?—প্রাণের মায়া ত্যাগ করে।—বল, কিসের মায়া?—কেন মায়া?

ধুন্ধু। না, এ অত্যাচার—দারুণ অত্যাচার। মানুষের প্রতি মানুষের পৈশাচিক অত্যাচার। এর কি প্রতিকার নেই? অবশ্যই আছে।

সত্য। কি প্রতিকার?

(পরিচারিকাগণের সহিত বসন্তসেনা পেয় ও ভোজ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া যথাস্থানে সাজাইতে লাগিল। রঘু ও রামচরণ আসন, মুখমার্জ্জনী বস্ত্র, আচমনের জল যথাস্থানে রাখিয়া দিল)

সত্য। বসন্ত! এ সব কি?—এত আয়োজন আমার জন্য? এ দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু আমার ত দুদণ্ড বসে' আলাপ কর্‌বারও সময় নেই।

বসন্ত। সে কি? কেন, কি হয়েছে? ওমা এরা কারা? কে ম'শায় আপনি? (রক্ষিগণসমভিব্যাহারে শ্রুতঞ্জয়ের প্রবেশ) এ কি! এত রাত্রে রাজপুরুষ আমার বাড়ীতে?

শ্রুতঞ্জয়। (আজ্ঞাপত্র বাহির করিয়া) সত্যজিৎ সৈনিক-পুরুষ। রাজমন্ত্রী ভাষাকর আচার্য্যের আদেশে তাঁকে এই মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনার নাম ত সত্যজিৎ?

সত্যজিৎ। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রুত। আপনি এখন বন্দী—এই আদেশ পত্র।

ধুন্ধু। কি অপরাধ ম'শায়?

শ্রুত। আমরা আদেশ প্রতিপালন কর্‌ছি মাত্র। আসুন।

(সত্যজিতের অস্ত্রদান ও আত্মসমর্পণ)

বসন্ত। আহা! মুখের গ্রাস পড়ে' থাকে, ম'শায়! একটু দয়া করুন।

সত্য। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না, বসন্ত! তোমার আতিথ্য আমি গ্রহণ করেছি—সে আতিথ্যে আমি পরম পরিতুষ্ট। আমার জীবনই এইরূপ বৈচিত্র্যময়। তবে বিদায়, ধুন্ধু! বোধ হয় আমার সুখের সময় উপস্থিত। এতদিন মরেছিলাম, এইবার বুঝি বাঁচ্‌বো।

(রক্ষিগণ সহ শ্রুতঞ্জয় সত্যজিৎকে লইয়া চলিয়া গেল)

বসন্ত। কি অপরাধ ধুন্ধু ?

ধুন্ধু। কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বসন্ত। আহা! মুখের অন্ন পড়ে' রইল, রাজপুরুষের হৃদয় বড়ই নির্ম্মম।

ধুন্ধু। কি করবে বল ?—কর্ত্তব্যের দাস।

বসন্ত। ওঃ—কর্ত্তব্য কি কঠোর।

(গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া সত্যজিৎকে যে পথে লইয়া গিয়াছে সেই দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।)

ধুন্ধু। জয়শ্রীকে মনে মনে স্থান দিয়েছ সত্যজিৎ? সে পথে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বে, আর আমি তাই দেখ্‌বো? হা—হা—হা—তুমিও ঐ মূর্খ রাজা আর মূর্খ প্রভাকরের মত অন্ধ।

(মৃদু হাস্য, সে হাস্যে হৃদয়ের পৈশাচিক প্রকৃতির অভিব্যক্তি। বসন্তের কক্ষের নিকট একবার দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, পরে ঘৃণার হাস্য হাসিয়া বসন্তসেনার বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।)

বসন্ত। (আলুথালুবেশে বেগে বাহিরে আসিয়া) নিপুণিকা! নিপুণিকা! দেখে আয় কা'র ঘরে এখনো গান বাজ্‌না হ'চ্ছে। শীগ্‌গীর বন্ধ কর্‌তে বল্‌,—বল্‌গে যা, আমি বন্ধ কর্‌তে বল্‌ছি।

(নিজ কক্ষে প্রবেশ ও অত্যুজ্জ্বল দীপ গুলির নির্ব্বাপন। মাত্র একটী ক্ষীণ বর্ত্তিকা জ্বলিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্ত উদাসভাবে করে কপোল ন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশয়ানভাবে বসন্তসেনার অবস্থান। নিপুণিকা শুশ্রূষা করিতে আসিলে বসন্তসেনা তাহাকে নিষেধ করিল। পরে ক্ষীণ বর্ত্তিকাটীও নিভাইয়া দিল। রঙ্গভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।)

—০—

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

ভাষাকর আচার্য্যের বাটী, ভাষাকরের কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

(গৃহপ্রাচীরে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, কোথাও বা বীরপুরুষগণের তৈলচিত্র,—'মহাভারতের' প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী চিত্রাকারে পরিলিখিত।

রুগ্ন বাতব্যাধিগ্রস্ত ভাষাকর আচার্য্য শুভ্র পরিচ্ছদে শয্যায় অর্দ্ধ শয়ান। পার্শ্বে ভাষাকরের সহচর সুনিধ। সুনিধের হস্তে কয়েক খণ্ড পত্র। নিকটে লেখনীর আধার ইত্যাদি।)

ভাষাকর। কি বল্‌ছো—ষড়্‌যন্ত্র?—রাজ্যের সমস্ত শক্তি মিলে? বৃদ্ধ শৃগালকে ধর্‌বার ফাঁদ? ... ... বৃদ্ধ শৃগাল? (ঔষধ সেবন) ... ... কি বলে?—বৃদ্ধ শৃগাল? হাঃ—হা—হা— (ভীতিব্যঞ্জক হাস্য) বেশ অভিধান! কি বলো সুনিধ? একে শৃগাল, তায় বৃদ্ধ-- ধূর্ত্ত শিরোমণি। হা—হা—হা—সুনিধ, তারা সিংহ হ'য়েই থাক্ আমি শৃগাল থেকেই সুখী।

সুনিধ। প্রভাকর এই ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান নায়ক।

ভাষাকর। প্রভাকর? তবে ত শৃগালের বড় আপ্‌শোষ।

(পার্শ্বস্থিত দীর্ঘযষ্টি লইয়া ভূমিতে দুই চারিবার আঘাত করিয়া বিরক্তির সহিত রাখিয়া দিলেন) একটা সিংহের মত সিংহ হলেও যা হোক্ এক রকম একটা হ'ত।—একটা কাঠের পুতুল—একটা জড় মাংস পিণ্ড—ছি--ছি--ছি- (ঘৃণায় মুখবিকৃতি)।······তারপর—

সুনিধ। রাজার প্রিয়পাত্র প্রধান সামন্ত ধ্রুব্কুমার—

ভাষাকর। ধুন্ধুমার?—সেই আগাছাটা?—এত বেড়ে উঠেছে? ভয় নেই সুনিধ! তারে উঠতে দাও—যতদূর হয়।—মই তো আমার হাতে। এক মুহূর্ত্তে তারে ভূমিসাৎ কর্‌বো। আর কি সংবাদ?

সুনিধ। এই সকল বিষকুম্ভ পয়োমুখ সামন্তের সঙ্গে মহারাজ অতিমাত্র মেলামেশা কর্‌ছেন।

ভাষাকর। এঃ রোগে আমায় পঙ্গু করে' ফেলেছে, সুনিধ! একবার ভাল হয়ে' উঠতে পারি—একদিনের তরেও—একদিন—

সুনিধ। মহারাজের রচিত নাটকের অভিনয় করে' তারা সব মহারাজের প্রিয় পাত্র হয়েছে—

ভাষাকর। মেনে নিলাম—সব মেনে নিলাম। ... ... একদিন ... ... একদিন। ... ... আঃ! বয়সে রোগ হ'লে কি তার হাত হ'তে পরিত্রাণ নেই? কতদিন আর এই গৃহপ্রাচীরে বদ্ধ থাক্‌বো সুনিধ? আর কোনও নূতন সংবাদ আছে?

সুনিধ। আছে ... ... রাজ অন্তঃপুরের রহস্য।

ভাষাকর। (উত্তেজিতভাবে) রাজ-অন্তঃপুরের রহস্য!—সেকি?

সুনিধ। মহারাজ আপনার পালিতা কন্যা জয়শ্রীর প্রতি অতিমাত্র অনুরক্ত।

ভাষাকর। স্থির হও—আর আমার মাথা গরম করো না।... ... আমার কন্যা জয়শ্রী, তার প্রতি অনুরক্ত অজাতশত্রু? হোক্ সে মগধ রাজ্যের রাজা, বসুক্ সে সমস্ত প্রজার উপরে,—কিন্তু আমি ভাষাকর আচার্য্য—আমার কাছে যদি সে ভিক্ষাস্বরূপও চায়,—তবুও আমি তারে কন্যা দিতে পার্‌বো না। ... ... আমার জয়শ্রীকে? ... ... না, কথনই না। ... ... বটে? এখনি—এই দণ্ডে লোক পাঠাও, আমি এক মুহূর্ত্তও জয়শ্রীকে আর সেখানে রাখ্‌বো না। যাও শীঘ্র

লোক পাঠাও—(সুনিধের প্রস্থানোদ্যম) আচ্ছা দাঁড়াও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। (পত্র লিখিবার চেষ্টা) না, আমার সমস্ত শরীর কাঁপ্‌ছে—ওঃ।… …না, তুমিই লেখ, আমি স্বাক্ষর করে' দিচ্ছি। (সুনিধের লিখনোদ্যোগ) আচ্ছা, দাও দেখি, আমিই লিখ্‌ছি। (লেখনী ধারণ করিয়া লিখনের অভিনয় করিতে করিতে) সুনিধ! এই রাজা নিয়ে রাজ্য চালাতে হ'চ্ছে! এত বড় একটা রাজ্য—এমন শক্তিশালী একটা রাজ্য—হায়! হায়! তার উপরে একটা কাঠের পুতুল, একটা মর্য্যাদাজ্ঞানহীন কাঠের পুতুল, একটা প্রাণহীন কাঠের পুতুল—যে জানে না রাজার প্রেম কত উদার, রাজ্যই যার প্রণয়িনী। কে বজ্রবাহু?

(বজ্রবাহুর প্রবেশ)

কি সংবাদ?

বজ্রবাহু। (অভিবাদনপূর্ব্বক) শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী এসেছেন।

ভাষাকর। (লেখনী ত্যাগ করিয়া সোল্লাসে) অ্যাঁ—জয়শ্রী এসেছে? একা?—সুনিধ! তাহ'লে এই কাগজগুলো পড়ে' ঠিক করে' রাখগে, আমি স্বাক্ষর করে' দেবো।

(রাজ্যের হিসাব সংক্রান্ত কাগজ লইয়া সুনিধের কক্ষান্তরে গমন)

(বজ্রবাহুর প্রতি) কি বল্লে! জয়শ্রী একা এসেছে?

বজ্র। আজ্ঞে না, রাজমহিষী তাঁর নিজের শিবিকায় সহচরীসঙ্গে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভাষাকর। আঃ! বাঁচ্‌লাম। চিরায়ুষ্মতী হও মা ভাগ্যদেবী।

(বজ্রবাহুর প্রস্থান)

এই যে—(জয়শ্রীর প্রবেশ) জয়শ্রী! মা আমার!

জয়শ্রী। বাবা! বাবা! (ভাষাকরের শয্যার নিকট যাইয়া বাহু দ্বারা ভাষাকর আচার্য্যের গলদেশ বেষ্টন করিল)

ভাষাকর। বুড়ো বাপকে মনে পড়েছে ?

জয়শ্রী। আপনার অসুখ করেছে, বাবা! আর আমি কিছুই জানি না। (জয়শ্রীর কণ্ঠস্বরে অভিমানের অভিব্যক্তি)

ভাষাকর। (জয়শ্রীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) না রে আমার অসুখ হবে কেন ?

জয়শ্রী। না, আপনি লুকোচ্ছেন। আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি আপনার অসুখ বড় বাড়া-বাড়ি।

ভাষাকর। বাড়া-বাড়ি ?—হ্যাঁ—তা—বাতে এবার আমায় বড় পঙ্গু করে' ফেলেছে। তা এ তো আমার লেগেই আছে, বুড়ো বয়স তো। রাজসভায় আর যেতে পারি না, কিন্তু রাজকার্য্য কি এক দণ্ডের জন্য ছাড়্‌তে পারি মা? ঘরে বসেও সব কাজের সন্ধান নিতে হচ্ছে। ······তোমায় কে পাঠিয়ে দিলে জয়শ্রী ?

জয়শ্রী। মহারাণী ভাগ্যদেবী।

ভাষাকর। কি বলে' পাঠিয়ে দিলেন, 'আমার অসুখ হয়েছে' তাই বলে ?

জয়শ্রী। না, আপনার নিকট তিনি কি উপদেশ নিতে চা'ন্‌—বড় গোপনীয় পত্র, তাই তিনি আমার হাত দিয়েই পাঠিয়েছেন।

(পত্র প্রদান)

ভাষাকর। (পত্র পড়িতে পড়িতে) রাজমহিষীর নিকটে কেমন ছিলে, মা ?

জয়শ্রী। কেন বাবা, এ কথা বল্‌ছেন কেন ?

ভাষাকর। না—না, কথার কথা, তিনি তোমায় সর্ব্বদা আদর যত্ন কর্‌তেন—না ?

জয়শ্রী। বড় যত্ন কর্‌তেন।

ভাষাকর। মহারাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে দেখা হ'লে কৃতজ্ঞতা জানাতে ক্রটী হ'ত না।

জয়শ্রী। (বিস্মিতভাবে) এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন, বাবা!

ভাষাকর। (কৃত্রিমকোপে) এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো না? তিনি রাজা, প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁকে ভক্তি করতে হয়, ভালবাস্‌তে হয়, তা কি শিখিয়ে দিতে হবে?

জয়শ্রী। কেন শিখিয়ে দিতে হবে বাবা?—আমি যে আপনার মেয়ে। তবে হৃদয়ের ভক্তি আর চাটুকারের স্তুতি—স্বর্গ আর মর্ত্ত্য। সে ভক্তিকে কি মর্ত্ত্যে নামিয়ে আন্‌তে বলেন? তা হ'লে ঐ লম্বোদর ধুন্ধুমারের মত লোককে আপনি ঘৃণা করেন কেন?

ভাষাকর। (ভাষাকরের উদ্দেশ্য কন্যাকে পরীক্ষা করা—জয়শ্রী রাজাকে প্রজাজনোচিত ভক্তিতে কিংবা প্রেমবিহ্বল অনুরাগে পূজা করে কিনা। কৌটিল্য অবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন) তা বটে। রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর আসন স্বর্ণবর্ণ মেঘরাজ্যেরও অনেক উচ্চে। মর্ত্ত্যবাসিপ্রজাহৃদয়ের নিখিল আদর্শের সমষ্টিতেই রাজার সৃষ্টি। রাজা!—কি মহান্‌—কি গরীয়ান্‌—কি উচ্চ! না—না, সে মহান্‌ আদর্শের একমাত্র নির্ম্মাল্য হৃদয়ের ভক্তি, ভাষাহীন আড়ম্বরহীন হৃদয়ের ভক্তি,—কেবল ভক্তি, দেবতাকে যেমন পূজা করে ঠিক সেই রকম।... ... (মৃদুহাস্য) তুই আমার মেয়ে বটে, বাঃ! বাঃ! ... ... হ্যাঁ, শুধু কি রাজা, শাসনে পালনে রাজা! তায় কবি, কাব্যসম্পদে কি ধনবান্‌, কত শক্তিমান্‌!—সে জগতেও তিনি রাজা। তাঁর কাব্য পড়নি জয়শ্রী?

জয়শ্রী। ঐ বড় দুঃখ বাবা! তাঁর কাব্যের কথা বল্‌বেন না। লোকে তার প্রশংসা করে, কিন্তু সে প্রশংসা আর সে পূজা—কত

প্রভেদ। বাবা, বিশ্ব যাঁরে বিরাট্ ভাবেই পূজা করতে চায়, তিনি কি বিশ্বের সে পূজা নিয়েই তাঁর উচ্চ সিংহাসনে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না? তাঁকে কি গোটাকতক শব্দের গাঁথনি দেখাবার জন্য মাটীতে নেমে আসতে হবে?—তাঁর স্বর্গের উচ্চ আসন ছেড়ে ক্ষুদ্র স্ফটিকমণিতে প্রবেশ করতে হবে?—এই আমাদেরই মত ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র ভাব নিয়ে অতি ক্ষুদ্র বাসনার তৃপ্তির আশায় দিন গুণতে হবে? ছি! এ কাব্য না লেখাই ছিল ভাল। এ শুধু মহৎকে ক্ষুদ্র করা—বিরাট্‌কে ধরা দেওয়া।

(জয়শ্রীর কথায় ভাষাকর সন্তুষ্ট হইলেন)

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রবেশ)

শ্রুত। (অভিবাদনপূর্ব্বক) সত্যজিৎকে বন্দী করে' আনা হয়েছে।

(একান্তে অবস্থান)

জয়শ্রী। (সবিস্ময়ে) সত্যজিৎ! (সহসা আবেগ সংবরণ করিল)

ভাষাকর। (জয়শ্রীর প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হুঁ—ভুলতে পারনি বেটী। (শ্রুতঞ্জয়ের প্রতি) আচ্ছা, আমি যথাসময়ে সংবাদ দেব।

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রস্থান)

জয়শ্রী। কোন্ সত্যজিৎ বাবা?

ভাষাকর। ক'টা সত্যজিৎ তোমার জানা আছে, জয়শ্রী? আমি তো এক হতভাগ্যকেই জানি, আর তাকেই আজ বন্দী করে' এনেছি, বিচার কর্ব্বো বলে'।

জয়শ্রী। (অনুসন্ধিৎসার সহিত) যে আপনার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করতো?—

ভাষাকর। ছাই করতো। লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল মুগুর ভাঁজতো আর তরোয়াল ঘুরোতো। একটা খ্যাপা হাতী পুষেছিলাম,

যেমন গতর তেমনি বুদ্ধি। লুকিয়ে লুকিয়ে যত বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার মেলামেশা ; মত্‌লব - রাজা ওল্‌টাবো, রাজ্য ওল্‌টাবো। দিয়েছিলাম তেমনি শাস্তি—চিরজীবন নির্ব্বাসন। আজ শুনি কিনা সে লক্ষ্মীছাড়া পাটলিপুত্রে গোপনে প্রবেশ করেছে—আর তার নিস্তার নেই।

জয়শ্রী। আহা, সত্যই সে তার জন্মভূমিকে ভালবাসে, তারে ক্ষমা করুন বাবা।

ভাষাকর। দূর খ্যাপা মেয়ে, সে আমার প্রধান শত্রু, তারে ক্ষমা কর্‌বো কি বল্‌? তার শাস্তি বিধান করে' তবে অন্য কাজ।

জয়শ্রী। তারে ক্ষমা করুন বাবা,—ক্ষমা, কেবল ক্ষমা। সে আপনার অতি-বড় শত্রু হ'লেও আপনাকে এত ভালবাস্‌বে—

ভাষাকর। যে এই বুড়ো বয়সে অপঘাত মৃত্যুর সুখটুকু হাতে হাতে জানিয়ে দেবে। কি বলিস্‌? হা—হা—হা— (দৃঢ়স্বরে) তুই থাম।

জয়শ্রী। (অপ্রতিভ হইয়া) রাগ কর্‌বেন না। সত্যজিৎকে আপনি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। সে যা করেছিল, তা নিজের বুদ্ধিতে করেনি।

ভাষাকর। চুপ কর্‌—রাজদ্রোহীর কথা আর শুন্‌তে চাই না।

জয়শ্রী। সে নির্ম্মম নয়, তারে ক্ষমা করুন, দেখুন সে পরম রাজভক্ত।

ভাষাকর। সে উপদেশ কন্যার নিকট গ্রহণ কর্‌বার সময় হয়নি। তুই এখন অন্য ঘরে যা।

জয়শ্রী। যাচ্ছি বাবা। (প্রস্থানোদ্যম)

ভাষাকর। ও ঘরে নয়—ও ঘরে নয়। এই দিকে—এই দিকে। একি? কাঁদিস্‌ কেন?

জয়শ্রী। আপনি আমার উপর রাগ কর্‌ছেন কেন?

ভাষাকর। রাগ কর্‌বো কেন রে? আঃ কি বিপদ্‌!

জয়শ্রী। একে আপনার শরীর অসুস্থ, তার উপর রাগ কর্‌লে শরীর আরও খারাপ হবে।

ভাষাকর। না না—আমি রাগ করিনি রে রাগ করিনি, তুই যে আমার মেয়ে।

জয়শ্রী। সত্যজিৎকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছেন বাবা।

ভাষাকর। (স্মিতবদনে অথচ দৃঢ়স্বরে) তা কি হয়েছে? তুই এখন অন্য ঘরে যা।

(জয়শ্রীর কক্ষান্তরে গমন)

ভাষাকর। কে আছ?

(জনৈক পরিচারকের প্রবেশ)

শ্রুতঞ্জয়কে ডেকে দাও। (পরিচারকের প্রস্থান)

কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছি। ··· ··· হাঁ, তা বটে। কোলে পিঠে করে' মানুষ—বিষবৃক্ষে জলসেচন। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন) না, মহাভ্রম—ভাষাকরের ভ্রম! সংশোধন চাই—সংশোধন চাই। এই যে শ্রুতঞ্জয়!

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রবেশ)

সত্যজিৎ কোন গোলমাল করেনি ত? কোনরূপ আস্ফালন?—বলপ্রকাশ?

শ্রুত। না ঠাকুর।

ভাষাকর। বিরক্তির কোন নিদর্শন? আকারে—ইঙ্গিতে—অর্দ্ধস্ফুট ভাষায়?

শ্রুত। না।

ভাষাকর। নীরবে তোমাদের অনুসরণ করলে ?

শ্রুত। নীরবে—নিশীথ রাত্রির চেয়েও নীরবে।

ভাষাকর। নীরবে ?

শ্রুত। অতি নম্রভাবে—বোধহয় পদভূমিও অত নম্র নয়।

ভাষাকর। আশ্চর্য্য ! তবে কি সে সত্যজিৎ ?—সত্যজিৎ তো ?

শ্রুত। হাঁ, সত্যজিৎই বটে। কিন্তু সেই নীরব নম্র আত্মসমর্পণে তার আত্ম-মর্য্যাদার কোন ত্রুটী দেখিনি, ঠাকুর !

ভাষাকর। হুঁ (কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন) আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো। শোন, শোন। বলি, তার অঙ্গবস্ত্র ভাল করে' পরীক্ষা করেছ তো? কোনরূপ গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেই তো ?

শ্রুত। আজ্ঞে না।

ভাষাকর। হাঁ—দেখো,······নিতান্ত নিরুপায় যারা, তারা বড় বেশী গোঁয়ার, প্রাণের মমতা মোটেই রাখে না। তাদের কাছে, বুঝলে শ্রুতঞ্জয়, বিশ্বজিৎকেও অনেক সময় পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রস্থানোদ্যম)

আর দ্যাখো, আমি যখন তার বিচার করবো, তুমিও অলক্ষ্যে তার প্রতি দৃষ্টি রেখো—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—ঐ যবনিকার অন্তরাল থেকে, বুঝছো ? যদি কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব দ্যাখো, তা হ'লে—কই দেখি তোমার তরবারি (শ্রুতঞ্জয়ের অস্ত্র পরীক্ষা করিয়া)—না, এ বিশ্বাসী অস্ত্র বটে,—যদি কোনরূপ বলপ্রকাশ করতে দ্যাখো, তবে তৎক্ষণাৎ বলির পশুর মত—বুঝতে পেরেছ ? পারবে তো ?

শ্রুত। আমার অস্ত্র কখন লক্ষ্যহীন হয় না, ঠাকুর।

ভাষাকর। (মৃদুহাস্য, হাস্যে অন্তর্গূঢ় উপেক্ষা) ভাল, ভাল, তা হ'লেই ভাল।

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রস্থান)

অস্ত্র লক্ষ্যহীন হয় না! হা—হা—হা—। অস্ত্র লক্ষ্যহীন হ'লেও হয়, কিন্তু বুদ্ধি লক্ষ্যহীন হ'লে মোটেই নয়। শ্রুতঞ্জয়! তোদের এ অস্ত্রের অভিমান কবে যাবে রে। আহা সেইদিন—সেই দিনই তোরা মানুষ হ'বি।

(অগ্রে শ্রুতঞ্জয় পশ্চাৎ সত্যজিতের প্রবেশ। শ্রুতঞ্জয় সত্যজিৎকে ভাষাকরের সম্মুখে রাখিয়া যবনিকার অন্তরালে গমন করিল। সত্যজিৎ ভাষাকরকে অভিবাদন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

ভাষাকর। এই যে সত্যজিৎ! মনে পড়ে সাত বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহ—এই প্রাচীরের বেড়াটুকু তোমার পাদস্পর্শে কত পবিত্র হয়েছিল?

সত্য। (স্বগত) একি ব্যঙ্গ!

ভাষাকর। সেও ঠিক এইরূপ রাত্রির শেষ প্রহর—তবে তখন আমার মেরুদণ্ড এত ভেঙ্গে পড়েনি, মাংস এত লোল হয়নি, বাতে এত পঙ্গু হইনি। মনে পড়্ছে সৈনিক?

সত্য। প্রভু, সে আমার জী ব নে র—

ভাষাকর। বড় সুখের স্মৃতি, না? বাঃ!—বাঃ!—

সত্য। (স্বগত) একি পরিহাস!

ভাষাকর। সেদিন তুমি রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত—অপমানের দণ্ড শূলদণ্ডের যে অপরাধ—সেই অপরাধের অপরাধী; মনে পড়ে? আমিই সে দণ্ড লঘু করি। গোপনে—অতি গোপনে—রাজার অজ্ঞাতসারে তোমার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করি। অবশ্য সেটা দয়া দেখান হয়েছিল। এখন দেখ্ছি, সে দয়ার পাত্রবিচার ঠিক হয়নি। কই—তুমি তো এই অজ্ঞাতবাসের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিজের পাপ লঘু করতে পারনি। এই দীর্ঘ সাত বৎসর বেশ বেঁচে এসেছ, এখনও বেঁচে রয়েছ।

সত্য। সত্য, এখনও বেঁচে রয়েছি শুধু মৃত্যুকে সাম্না-সাম্নি

কোলাকুলি কর্‌বো বলে'। এতদিন তারই অনুসরণ করে এসেছি—সব মায়া ত্যাগ করে', কিন্তু সে একবারও পিছন ফিরে আলিঙ্গন দেয় নি। কি জানি, কেন। আজ মনে হয় সে যথার্থই ফিরে দাঁড়িয়েছে।

ভাষাকর। থাক্ থাক্ বাক্যবীর। কথায় অনেকেই সাহসের পরিচয় দেয়।

সত্যজিৎ। কাজেও সে সাহস অনেকেই প্রকাশ করে। জান্‌বেন—এ সৈনিক তাদেরই একজন।

ভাষাকর। কাজ—কাজ! হা—হা—হা—।······হা মানুষ! হা তোর অন্ধ অহঙ্কার! ... ... কি কাজ করেছ সৈনিক? একখানা তরবারি কটিবন্ধে ঝুলিয়ে বলদৃপ্ত সৈনিকের বৃত্তিতে তুমি এমন কি কাজ করেছ, যার জন্য এত গর্ব্ব অনুভব কর? কাজ! ... ... নগরের পর নগরের উচ্ছেদ, শস্যক্ষেত্রের গৌরব নাশ, গৃহস্থের পবিত্রতা হরণ, হত্যার রুদ্রতাণ্ডব, প্রতিষ্ঠার ধ্বং স য জ্ঞ—গৌরবময়! বাঃ চমৎকার! ... ... দ্বন্দ্ব-অত্যাচারের অগ্নিজ্বালায়, হিংসার শোণিতধারায় যে ইন্দ্রধনু-রচনা—তাকে কাজ বলে' মনে করো? আর সেই কাজের জন্য মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করো?

সত্য। ক্ষমা কর্‌বেন, নির্ব্বাসিত বলে' জীবন আমার ঘৃণিত হ'তে পারে, কিন্তু আমি মগধের মাটীতেই জন্মগ্রহণ করেছি। হত্যার প্রেত-ভূমির উপর দিয়ে আজ সাত বৎসর অতি অজ্ঞাতভাবে দিবারাত্র বিচরণ কর্‌ছি—সত্য, কিন্তু, যা করেছি তা মগধের শত্রুদমনেরই অনুকূলে—মহারাজ অজাতশত্রুর মহতী প্রতিষ্ঠারই অনুকূলে।

ভাষাকর। প্রতিষ্ঠারই অনুকূল? প্র তি ষ্ঠা? হত্যার প্রেতভূমির উপরে প্রতিষ্ঠা? কি সে প্রতিষ্ঠা যুবক? কার প্রতিষ্ঠা? দেবতা না পিশাচের? ... ... মূর্খ! ... ... হিংসা বা হত্যার মধ্যে রাজ্য

বা জাতির প্রতিষ্ঠা দূরে থাক্, সামান্য গৃহস্থের সামান্য কুটীরের প্রতিষ্ঠা দেখাতে পারো কি? প্রতিষ্ঠার ভিত্তি শান্তিতে—সংযমে—চরিত্রবান্ হৃদয়ে। যুদ্ধবিগ্রহই সে প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়—আর সে পন্থায় ধ্বংসই চরম লক্ষ্য নয়। জেনো, ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা সে প্রতিষ্ঠা নয়, সে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা মহাশ্মশান। তুমি সাত বৎসর এই মহাশ্মশান রচনার অনুকূল যে কাজ, কেবল সেই কাজই করে এসেছ। আর সেই কাজের গর্ব্বে এত গর্ব্বিত যে অনুতাপের অশ্রুধারায় পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চরিত্রকে উন্নত করা দূরে থাক্, অবনতির অতি নিম্নস্তরে এসে উপস্থিত হয়েছ—হীন পশুর চেয়েও হীন হয়েছ।

সত্য। (ঈষৎ কোপে) আপনি কি বল্‌ছেন?

ভাষাকর। কেন, অন্যায় কিছু বল্‌ছি কি? গর্ব্বে আঘাত লেগেছে—না? জেনো, গর্ব্ব কর্‌বার যা করেছ, তা অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য; কিন্তু নিন্দা কুড়োবার যা করেছ, তা অতি বৃহৎ—পর্ব্বতপ্রমাণ। মত্তমাতঙ্গও তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল নয়, সাগরবক্ষের ঝঞ্ঝাও তোমার মত অশান্ত নয়। কার সঙ্গে তোমার তুলনা দেব? কাজের কি ইতিহাস—না দ্যূতক্রীড়া, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, শান্তিভঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল আমোদ।

সত্য। সত্য বল্‌ছেন। কিন্তু আপনাকেও স্বীকার কর্‌তে হবে—আমার মত ভাগ্য নিয়ে আপনাকেও ঠিক এইরূপ জীবনই বহন কর্‌তে হ'তো। বলুন সত্য কি না? অভিশপ্ত জীবন, দায়িত্বহীন যৌবন, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি এই যার ভাগ্য, শান্তির কোন্ কেন্দ্র তার আলম্বন হ'তে পারে?

ভাষাকর। অভিশপ্ত জীবন? হুঁ—তা বটে। কিন্তু দৃষ্টি কই লক্ষ্যহীন? বেশ দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিশেষতঃ পরস্বকে আপনার ব'লে জ্ঞান কর্‌তে—সাধারণে যাকে চৌর্য্য—

সত্যজিৎ। (রুদ্রমূর্ত্তিতে ভাষাকরের দিকে অগ্রসর হইয়া) সাবধান! প্রত্যাহার করুন—এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তে—

(ইতোমধ্যে শ্রুতঞ্জয় বহিরাগমন করিয়া অসি উদ্যত করিল)

ভাষাকর। থাক্—থাক্ শ্রুতঞ্জয়! সে সময় এখনও আসেনি। (সত্যজিতের প্রবেশ) সংযত হও, সৈনিক! ... ... নিশীথে অন্ধকারে গৃহস্থের বাটীতে গোপনে প্রবেশ করে' সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই যে একমাত্র চৌর্য্য—তা নয়। আজ সাত বৎসর পূর্ব্বে মগধপরিত্যাগের সময়ে তোমাকে আমি যে অর্থ ঋণস্বরূপ দিয়েছিলাম,—মনে হ'চ্ছে ঋণস্বরূপ দিয়েছিলাম……

সত্যজিৎ। ঋণ স্বরূপ? বলেন কি, ঋণ স্বরূপ?

ভাষাকর। হ্যাঁ—ঋণ স্বরূপ। দানের নীতি আমার অজ্ঞাত নয় —তুমি সে পাত্র নও, বুঝ্‌লে? সেটা দান নয়, ঋণস্বরূপ সাহায্য। ... ... তার কয় বুটি প্রত্যর্পণ করেছ? সে অর্থের কি সদ্ব্যবহার করেছ? —কি বৈষয়িক উন্নতি করেছ? ঋণের পর ঋণ, আর সেই ঋণের অর্থে উচ্ছৃঙ্খল যুবকের সভায় আপনার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়েছ। পরের অর্থ আত্মসাৎ করে'—বুঝ্‌তে পেরেছ?

(সত্যজিৎ নীরবে ও নতবদনে দণ্ডায়মান রহিল)

ভাষাকর। কই, প্রত্যর্পণ কর দেখি দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—দুই সহস্র, বুঝেছ? এ শুধু আমার কাছে—এরূপ কত লোকের নিকট ঋণী তা বুঝ্‌তে পার্‌ছো? সে ঋণ কখনও পরিশোধ কর্‌বে কি?—কর্‌বার শক্তি আছে কি? সে শক্তি কর্‌ছো কি? ছি! ছি! ভদ্রসন্তান তুমি না? না, মুখ নীচু কর্‌লে চল্‌বে না, কাজের বীর তুমি। আমার অর্থ প্রত্যর্পণ কর্‌তেই হবে। (উত্তেজিতভাবে) ঋণ পরিশোধ চাই—হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, ঋণ পরিশোধ চাই, এর অন্যথা হবে না।

সত্য। বেশ, তাই হবে প্রভু, আমিও ঋণের পরিশোধ চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব। আপনি দেখিয়ে দিন, কার নিকট সে অর্থ কর্জ্জ কর্‌তে হবে। এত দিন আপনার নিকট মাথা নীচু করেছিলাম, ন'য় তাঁর নিকটে থাক্‌বো, তা'তে আর ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? আর তা যদি না পারেন তবে আমি এই বুক খু'লে দিচ্ছি, আপনি যে দণ্ড ইচ্ছা হয়, দিন্।

ভাষাকর। (উত্তেজিতভাবে) দণ্ড—অতি কঠিন দণ্ড।

সত্য। (ধীরসংযতভাবে) আমি প্রস্তুত।

ভাষাকর। (বিকৃতহাস্যে) হা—হা—হা—চমৎকার! আমি এই রকমই ত চাই। ... ... বুঝ্‌লে, আমি এই রকম একটি কাজের লোক খুঁজ্‌ছি—ঠিক এই রকম—যে বিপদের মুখে সাহসে বুক খুলে দাঁড়াতে পারে।

সত্যজিৎ। (চঞ্চলভাবে) আর আপনি পরিহাস কর্‌বেন না, দণ্ড দিন্—দণ্ড দিন্—যেমন ইচ্ছা—আমি প্রস্তুত।

ভাষাকর। এ পরিহাস নয়—সত্য। (শয্যা হইতে উঠিয়া দণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরস্বরে) সত্যজিৎ, সত্যনিষ্ঠ অকপট সত্যজিৎ! নির্ভীক সৎ-সাহসী সত্যজিৎ! লোকে আমায় নিষ্ঠুর বলে, তা নয়, আমি ন্যায়-পরায়ণ। এই যে আজ মগধরাজ্য দেখ্‌ছো—কি উচ্চ—কি দৃঢ়—কি বিশাল—এ প্রাসাদ আমিই গড়েছি, ছিন্নভিন্ন চূর্ণীকৃত লোষ্ট্ররাশির সমবায়ে। অজাতশত্রু—'অজাতশত্রু'—এ আমারই সাধনায়। লোকের বিশ্বাস, এ সব আমার বুদ্ধিবলে। অন্ধ! বুদ্ধি নয়, বিদ্যা নয়, প্রতিভা নয়—কিছুই নয়; একমাত্র ন্যায়পরায়ণতা। আজ সেই ন্যায়ের বিচারে তুমি মুক্ত, শুধু মুক্ত নও, আজ হ'তে তুমি আমার পরম মিত্র। আর সে মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ আজ তোমায় আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উপহার দিচ্ছি।

(সত্যজিৎ কৃতজ্ঞভাবে ভাষাকরের পদতলে পতিত হইল, ভাষাকর হাত ধরিয়া উঠাইলেন)

ভাষাকর। সুনিধ! কে আছ, সুনিধকে ডেকে দাও। জয়শ্রী! মা! (সত্যজিৎ চমকাইয়া উঠিল, শ্রুতঞ্জয় বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ভাষাকরের প্রতি চাহিয়া রহিল) ও কি শ্রুতঞ্জয়! মুখ যে তোমার পাংশু-বর্ণ, চোখের তারা দুটো যেন বেরিয়ে আস্‌ছে। অদ্ভূত বলে' মনে হ'চ্ছে? না—না—আশ্চর্য্যান্বিত হ'বার কিছু নেই—

(জয়শ্রী ও সুনিধের প্রবেশ)

আয় মা জয়শ্রী! সত্যজিৎ! এই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—প্রাণের প্রাণ—একমাত্র আলম্বন। জয়শ্রী! মা আমার! সত্যজিৎকে আমি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তুই ছাড়িস্‌নি। তোর সঙ্গে আজ এ'কে যে বন্ধনে বেঁধে দিলাম, সে বন্ধনের মূলরজ্জু—নির্ভীক হৃদয় সত্যের আশ্রয়, সে বন্ধন আজীবন দৃঢ় রাখিস্। সুনিধ! আজই তুমি এদের নিয়ে জরাসন্ধনগরে যাত্রা কর।

সুনিধ। জরাসন্ধনগরে?

ভাষাকর। হ্যাঁ—সেইখানে এদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন কর। এখানে নয়—এ পাটলিপুত্রে নয়—জরাসন্ধনগরে। ......আঃ, তোমাকেও এটা বোঝাতে হবে? কি বিপদ্! ... ... আর ওই সঙ্গে আমার বিষয় সম্পত্তির একটা দানপত্র কর্‌তে চাই, সে সব ঠিক করে' ফেল। ... ... আঃ, তুমি অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছ কেন?—যেন হতবুদ্ধি! বিস্মিত হ'বার কি আছে সুনিধ? আমি ঐশ্বর্য্যের কুবের চাই না, মানুষ চাই—রক্তমাংসের পিণ্ড নয়—কাজের মানুষ।

(বাহিরে গীতধ্বনি)

ও কি? বাহিরে এত গান—অ্যাঁ আমারই গৃহের নিকটে? বাঃ! বাঃ!

চমৎকার! কত রাত্রি সুনিধ? (পুনরায় গীতধ্বনি শুনিয়া) আঃ! এ যে চমৎকার গান হে—ডাক, ডাক, কে গায়,—তারে ডাক।

(শ্রুতঞ্জয়ের প্রস্থান)

(সুনিধ গবাক্ষ ঈষৎ উন্মোচন করিল ও উষার অরুণ রাগ প্রকাশ পাইল)

এত আলো বাহিরে? বাঃ! বাঃ! দাও—দাও—সব দ্বার খুলে দাও—সব দ্বার—

সুনিধ। আপনার শরীর কিন্তু বড় বেশী অসুস্থ, বাহিরে শীত—

ভাষাকর। না—না—শীত কোথা? দেখছো না, বাহিরে কত আলো, কি মধুর মিলনমন্ত্রে সে ফুটে উঠেছে? দাও—দাও—আজ সব দ্বার খুলে দাও—আরো খুলে দাও—আরো আলো—আরো আলো—

(অতি আনন্দে বিভোর হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন, সকলে শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

ধীর পটক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—অলিন্দ। কাল প্রভাত।

(অলিন্দে মুক্তবাতায়নের নিকট রাজা অজাতশত্রু নিকটবর্ত্তী পুষ্প-বৃক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে দু-একটী পুষ্প তুলিয়া ক্ষণকাল পুষ্পের ঘ্রাণ লইয়া বিরক্তির সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ধুন্ধুমার একটী বেদীর উপরে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিল। নর্ম্ম-সচিবগণ এক-খানি হরিদ্বর্ণ নিমন্ত্রণপত্র একে একে পড়িতেছিল ও পরস্পর ইঙ্গিতা-ভিনয়ের দ্বারা সত্যজিতের সহিত জয়শ্রী দেবীর বিবাহ যে নীতি-বিরুদ্ধ অসঙ্গত, তাহা প্রকাশ করিতেছিল)

অজাত। (দীর্ঘনিশ্বাসে) অপমানের আর বাকী কি ?

ধুন্ধু। বিশেষ যখন তিনি জানেন যে আপনি জয়শ্রীকে একটু স্নেহের চোখেই দেখেন।

অজাত। শুধু কি স্নেহ ?—হা ভগবান্ ···· ··· জয়শ্রী আমার আদর্শ—আমার সম্পদ্—আমার মানসীপ্রতিমা—

নর্ম্ম-সচিব কেহ কেহ } (বিষাদের অভিনয়ে) ওহো—হো—হো—একেবারে ভেঙ্গে চুরমার্।

১ম ন, সচিব। কি কঠোর এই ভাষাকর আচার্য্য—

২য় ন, সচিব। মমতার লেশ নেই।

৩য় ন, সচিব। শুনতে পাই আবার কাব্যি লেখেন। ছ্যা—ছ্যা—লম্বোদর ভায়া গেল কোথা, দুকথা শুনিয়ে দিত।

১ম ন, সচিব। একটা অজ্ঞাতকুলশীল—

২য় ন, সচিব। ন মাতা—ন পিতা—ন গোত্রং ন বান্ধবাঃ—

ধুন্ধুমার। শুধু তাই—রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত।

অজাতশত্রু। রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত? অঁ্যা— বল কি? কে সে?

ধুন্ধুমার। ঐ আমার নিমন্ত্রণপত্রখানা দেখুন না—নাম তার সত্যজিৎ। ছেলেবেলায় কবে তার সঙ্গে একদিন ঝালঝাপ্পা খেলেছি—সেই সুবাদে বন্ধুত্ব ফলিয়ে নিমন্ত্রণপত্র ঝেড়েছেন,—আস্পর্দ্ধাও কম নয়।

অজাত। নাম কি বল্লে—সত্যজিৎ? সে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত?—

ধুন্ধু। গত বিদ্রোহের কথা মনে আছে?······তাকে প্রধান নেতাদেরই একজন মনে করবেন।

অজাত। তার কি বিচার হয়নি?

ধুন্ধু। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ রাজসমক্ষে তার বিচার হয়নি।

অজাত। এতদিন সে ছিল কোথায়?

ধুন্ধু। কি করে' জানবো বলুন? বিচার হ'বার আগেই ভাষাকর আচার্য্য তাকে পাটালপুত্র হ'তে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

১ম ন, সচিব। হিতৈষী রাজমন্ত্রী—কর্ত্তব্যই করেছেন।

ধুন্ধু। সাত বৎসর পরে গোপনে যেমনি তার পাটলিপুত্রে আগমন—

২য় ন, সচিব। জয়শ্রীদেবীরও সঙ্গে সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুর হ'তে সুগুপ্ত নিষ্ক্রমণ—

৩য় ন, সচিব। ব্যস্, তারপর আর কি দুটী হাত এক করে' দিয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রী মহাশয়ের হাঁফ ছেড়ে বাঁচন।

ধুন্ধু। এই যে উনি রোগের অছিলায় একমাস ছুটী নিয়ে আছেন, ভাব্‌ছেন কি তাঁর দিনগুলি বৃথা ঐ পশ্চিম সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে?

১ম ন, সচিব। রামচন্দ্র! দিনগুলো তো তাঁর মাইনে-করা ডুবুরী। ডুব পাড়্‌ছে আর তাঁর জন্য মাণিক তুলে দিচ্ছে।

ধুন্ধু। আজ যে কাজ তিনি কর্‌বেন দুমাস আগে তার ভাবনা ভেবে রাখেন।

২য় ন, সচিব। পাকা খেলোয়াড়—গয়বী চাল ছাড়া চলেন না।

অজাতশত্রু। (নর্ম্ম-সচিবগণের কথোপকথনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া) বিবাহ বল্লে গোপন হয়েছে?

ধুন্ধু। সমারোহের বিবাহ তো নয়—সমারোহ হবে কি করে'? পাত্র অজ্ঞাতকুলশীল, পাত্রীও—জানেন তো—ভাষাকরের পালিতা কন্যা—পোষ্যপুত্রী—

অজাত। ছি! ছি! (নিকটস্থ বেদিকায় ক্ষিপ্রগতিতে উপবেশন করিয়া) এ তো আমাকে অপমান করা হয়েছে। যে বালিকাকে আমি এত-দিন সযত্নে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছিলাম—তাকে আমার আশ্রয় হ'তে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে এইভাবে পশুর মত বলি দিয়ে আমাকে—আমার রাজশক্তিকে জগতের সম্মুখে অত্যন্ত হীন পঙ্গু বলে' ঘোষণা করাই হয়েছে,—অপমানের আর বাকী কি? (দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন)

১ম নর্ম্মসচিব। শুধু তাই?—আপনার অমন 'বাসন্তী' নাটিকা খানি—সে ঐখানেই ইতি—একেবারে খোঁড়া হয়ে' রইল।

২য় ন, সচিব। রতির ভূমিকা ... ... হা অদৃষ্ট! জয়শ্রী দেবীই নেই—রসহীন রতিতে কিসে আর মত্তি বস্‌বে বলুন?

৩য় ন, সচিব। আপনার আশ্রয়ে থাকলে আপনি আপনার মনমত দেখে-শুনে বে'থা দিতেন—

১ম ন, সচিব। এই ধরুন ধুন্ধুমার, হংসবেগ, লম্বোদর বা এঁদেরই মত কোন কুলপতির সঙ্গে—

২য় ন, সচিব। "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"—সমারোহও হ'তো, 'বাসন্তী' নাটিকার অভিনয়ের জন্য সকলে নিশ্চিন্ত থাকতো।

৩য় ন, সচিব। ছি! ছি! বৃদ্ধ আচার্য্য সবদিকেই গোলমাল করে' দিলেন।

১ম ন, সচিব। একেবারে রসহীন—নীরস গদ্য—

অজাতশত্রু। আহা, সেই অনাথা! ... ... না জানি তার কত কষ্টই হবে, ধুন্ধু!

ন, সচিবগণ। আহা—হা—হা—

অজাতশত্রু। সেই অজ্ঞাতকুলশীল রাজদ্রোহী যুবককে কি জয়শ্রীর মত কলাবতী ভাবময়ী সুন্দরী কখনও ভালবাসবে, ভালবাসতে পারবে?—ভালবেসে সুখী হ'তে পারবে? ... ... না, এ যে আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না, ধুন্ধু!

ধুন্ধুমার। যখনি শুনবে যে এক রাজদ্রোহী দস্যু তস্করের সঙ্গে জোর-জবরদস্তিতে বিবাহ হয়েছে তখনই কলাবতীর চৌষট্টী কলা শুকিয়ে অমাবস্যার জমাট্ অন্ধকার হ'য়ে দাঁড়াবে।

১ম ন, সচিব। যেমনি শোনা আর অমনি বিষ খেয়ে মরা—

২য় ন, সচিব। কি অভিমানী জানেন তো—

অজাত। অ্যাঁ—যেমনি শোনা আর অমনি ... ... ওহো—হো—ভাবতেই যে কান্না আসছে।

ধুন্ধুমার। শুনতে কি আর বাকী থাকবে?—তা'তে আবার সে ভয়ানক জুয়াড়ী—

১ম ন, সচিব। বিশ্রী মাতাল—

২য় ন, সচিব। কাঠ্-গোঁয়ার—

৩য় ন, সচিব। অ্যাঁ—তবে তো গো-বেড়োন্ ঠেঙ্গাবে—হায়! হায়!

অজাত। আর বলো না, আর বলো না। দেখ, দেখ, শীগ্গীর কোন উপায় দেখ। ওহো—হো-হো—কি অদৃষ্ট!

ধুন্ধুমার। উপায় আর দেখ্‌বো কি বলুন? দেখেও তো কোন ফল নেই।

অজাত। কেন—কেন ধুন্ধু, এ কথা বল্‌ছো কেন?

ধুন্ধুমার। আপনি যে ভুলে গেছেন আপনি 'রাজা'।

অজাত। কে বলে?—এ কথা বল্‌তে কে সাহস করে?

ধুন্ধুমার। বল্‌বে আর কে? আপনি নিজেই বুঝে দেখুন না।

অজাত। না—না—না। ... ... কি করতে হবে, বলো।—আমি প্রস্তুত। (ধুন্ধুমারের ইঙ্গিত, ঐ সঙ্গে রাজা নর্ম্মসচিবগণকে বলিলেন) ওহে, তোমরা ততক্ষণ যন্ত্রীদের নিয়ে একটু দেখা শোনা কর গে, আজ বাকী মহলাটুকু সেরে নিতে হবে।

১ম ন, সচিব। আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ যন্ত্রী, যন্ত্র বিগ্‌ড়োনো কিছু নয়।

২য় ন, সচিব। তা হলেই সব গোলমাল। দেখ্‌তে হবে বৈ কি।

৩য় ন, সচিব। নিশ্চয়। যন্ত্র বিগ্‌ড়োলেই যন্ত্রণা ... ...

(নর্ম্মসচিবগণের ইঙ্গিতাভিনয় করিতে করিতে নিষ্ক্রমণ)

অজাত। (নিম্নস্বরে) আমি প্রস্তুত। বল, কি করতে হবে।... ...তবে, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে—না, সেইটী বাদ। তবে কৌশলে

—তোমার তো কৌশল টৌশল আসে, দেখ।—"শঠে শাঠ্যং" ... ... আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই। ... ... এই সত্যজিৎ না কি বল্‌লে ... ... সে কি ভয়ানক গোঁয়ার? ... ... ইঃ! তবেই তো গোলমাল। ... ... পার্‌বে না, ধুন্ধু, তাকে কোন রকমে প্যাঁচে ফেল্‌তে ... ... কোন রকমে? ... ... (রাজা এক একটী কথা বলিতেছেন আর ধুন্ধুমারের প্রতি করুণ আবেদনের ভঙ্গিমায় চাহিতেছেন)

ধুন্ধু। চিন্তিত হ'চ্ছেন কেন? কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলে দিচ্ছি। সত্যজিৎ আর ভাষাকর—দু'জন দু'জনের উচ্ছেদ করবে। দস্তুর মত সুন্দ উপসুন্দের লড়াই বাধিয়ে তবে—

অজাত। তবে প্রকাশ্যভাবে নয়। কৌশলে—বুঝ্‌তে পেরেছ, খুব গয়বী চালে।

ধুন্ধু। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন এই কাগজ দু'খানায় স্বাক্ষর করে' দিন্ দেখি। দু'খানা পত্রই আগে পড়ুন।

অজাত। (পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল ভাবে) বাঃ! বাঃ! তুমি যদি আমার মন্ত্রী হ'তে—বাঃ! বাঃ! বেশ কৌশল।

(স্বাক্ষর করিলেন)

ধুন্ধু। আপনি সুখে নিদ্রা যান্—কোন চিন্তা নেই।

অজাত। মোট কথা, কৌশলে কাজ সাফাই—খুব গয়বী চালে—

(রাজ-স্বাক্ষরিত পত্র দুইখানি লইয়া ধুন্ধুমারের বিজয়োল্লাসে নিষ্ক্রমণ)

অজাত। ওঃ—কি পাষণ্ড এই ভাষাকর আচার্য্য!

(চিন্তামগ্নভাবে বেদিকায় উপবেশন)

(একটী ভিক্ষুকবালার সহিত পুষ্পসাজিহস্তে ভাগ্যদেবীর প্রবেশ)

অজাতশত্রু। (ভাগ্যবতীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বেদিকা হইতে

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) এ কি, এখনো পূজার বেশ ? না, দিবারাত্র মন্দিরের ধূপধূনোর মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে দেখ্ ছি।

ভাগ্য। স্বামী আমার যদি নাট্যকাব্যের রঙ্গমন্দিরে দিনকে রাত্রি আর রাত্রিকে দিন করেন, তবে ধর্ম্মপত্নী আমি,—আমার আর কোন্ মন্দিরে ঠাঁই থাকে বলুন ?

অজাত। (অপ্রতিভ হইলেও কৃত্রিম বিস্ময়ে) সে কি ?

ভাগ্য। যাক্, এখন আপনার নাট্যকাব্যের কথা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি, নটরাজ ! .. ... এদিকে এস তো বালিকা। তোমার সেই নূতন গানখানি মহারাজকে শোনাও দেখি।

অজাত। এ কি ব্যাপার ?

ভাগ্য। মহারাজ ! আপনি কবি, বিচার করে' বলুন—এ গানে নূতন কথা কি। আমি বালিকার নিকট প্রতিশ্রুত যে যদি এ বালিকা নূতন কোন অপরূপ গান শোনাতে পারে তা হ'লে আমি একে আমার এই স্বর্ণহার পুরস্কার দেবো।

অজাত। (স্মিতবদনে ও ঈষৎ বিস্মিতভাবে) আজ এ কি খেয়াল ?......ভাল, ভাল, তুমি যদি এই রকম একটু আধটু নাট্য-কাব্যের আলোচনা কর, তা হ'লে আমি কতকগুলো অর্ব্বাচীন শ্রোতার অত্যাচার হ'তে রেহাই পাই। গাও বালিকা, কি তোমার নূতন গান।

বালিকার গীত।

যদি ভালবেসে থাক হে
তবে চলে' যাও ঢেকে দুনয়ন।
তুমি চেওনা চেওনা চেওনা তারে
যে তোমার ধ্যানে-গড়া ধন।

যাওয়া-আসা আর দেখা-শোনা,
তায় বাড়ে হৃদে মিছে বাসনা,
কথায় কথায় দিন বহে যায়
হয় না সাধন সমাপন।
ওগো ভালবাস যারে দূরে থেকে তারে
দেখে হও সুখী অনুখণ।
নিভৃত হৃদয়ে প্রেম-সাধনা
সে প্রেমের বুঝি তুলনা মেলে না,
ভাসে আকাশ সে প্রেম-কিরণে
বিকাশে মাধুরী এ ভুবন ;—
ভবে জাগুক্ হৃদয়ে প্রেমপ্রতিমা
(তোমার) টুটুক্ অন্ধ-মোহ-স্বপন ॥

(যতক্ষণ গান হইতেছিল, প্রহেলিকাজালবদ্ধবৎ ঢুর্ম্মনায়মানভাবে রাজার পরিক্রমণ, রাণী ভাগ্যদেবীর সৌন্দর্য্যমুগ্ধবিস্ময়ে অবস্থান)

অজাত। (গীতসমাপনে) এ গান তো অনেক পুরাণো রাণি,—এর কোন কথাই তো নূতন নয়।

ভাগ্য। অ্যাঁ বলেন কি ?

অজাত। সত্য বল্‌তে কি—এ'র কথা আমারই গাঁথা—এ আমারই রচনা।

ভাগ্য। আশ্চর্য্য !

অজাত। (রাণীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন) কে তোমায় বলেছে, বালিকা, এ গান নূতন ?

বালিকা। আর্য্য শ্রীশার্ঙ্গধর মিশ্র।

অজাত। সে তো আমারই বেতনভোগী যন্ত্রী। আশ্চর্য্য ! অপরের রচনাকে নিজের বলে' প্রচার করা—না, এ চৌর্য্য—তস্করবৃত্তি

—এর ক্ষমা নেই, আমি তার সমুচিত শাস্তিবিধান কর্‌বো। ··· ···
(রুষ্টভাবে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—

ভাগ্য। কি আশ্চর্য্য মহারাজ!

অজাত। অপরের জিনিষ নিজের নামে প্রচার—

ভাগ্য। একি আপনার রচনা?

অজাত। (বিরক্তির সহিত) আমার নয়তো আর কার?

ভাগ্য। (মৃদুহাস্যে ধীরে) এ তবে আপনারই রচনা?

অজাত। আঃ কি বিপদ্! তবে কি বল্‌তে চাও—তোমাদের ভাষাকর আচার্য্যের? এ রচনা কর্‌বার ক্ষমতা তাঁর হবে?—শত জন্মেও নয়, এটা বড় গলা করে' বল্‌তে পারি, তা জানো? ······অবশ্য রাজ্য-চালনার ক্ষমতা—হাঁ, তা যত ইচ্ছা দেখাতে পারেন, কিন্তু কাব্য-রাজ্যে সামান্য দরিদ্র প্রজার স্বত্ব বজায় রাখা—একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার, বুঝ্‌লে?

ভাগ্য। বুঝেছি। বালিকা, এই তোমার পুরস্কার।

(স্বর্ণহার প্রদান, বালিকার রাজ-দম্পতিকে অভিবাদন এবং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক মুগ্ধনেত্রে ও আশাতিরিক্তপুরস্কারলাভজনিত হর্ষোৎ-ফুল্লবদনে নিষ্ক্রমণ)

অজাত। কি রকম?—অবাক কর্লে যে! 'নূতন' হ'লে তবে তো পুরস্কার? এ যে অত্যন্ত পুরাতন—আমার প্রথম যৌবনের রচনা! তবে পারিশ্রমিকস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিতে পার্‌তে—সেটা নেহাৎ মন্দ হ'তো না।

ভাগ্য। না মহারাজ, বালিকা আমাকে নূতন গানই শুনিয়েছে। রচনা পুরাতন হ'লেও আজ সে এক নূতন সত্যের প্রচার কর্‌ছে।

অজাত। কি রকম?

ভাগ্য। নূতন সত্য এই—মিথ্যার জাল বুনে লোকের কাছে হাততালি নেবার—বাহবা নেবার অহঙ্কারের নাম কবির কবিত্ব।

অজাত। অর্থাৎ—? হেঁয়ালী ছাড়ো—

ভাগ্য। অর্থাৎ,—'মিথ্যাকে সত্য বলে' ঘোষণা—জগৎকে প্রবঞ্চনা—নিজের আত্মাকে প্ররোচনা—সখ্ করে' এই দৈন্যকে বরণ করা—এরি নাম কবিতা!

অজাত। (উত্তেজিতভাবে) অ—র্থা—ৎ?

ভাগ্য। আপনি জয়শ্রীকে ভালবাসেন না।

অজাত। (বিস্মিতভাবে ও অপ্রতিভ হইয়া) কেন, সে কথা এখানে কেন?—একি অবান্তর কথা!

ভাগ্য। আর আত্মদ্রোহী হবেন না মহারাজ! আপনি জয়শ্রীকে ভালবাসেন না, ভালবাস্‌তে পারেন না, কখনো ভালবাস্‌তে পার্‌বেন না—এ কথা আপনিই জানাচ্ছেন—এ নূতন সত্যের সন্ধান আপনিই দিতে চলেছেন। কবির কাব্যকথায় ভেসে উঠ্‌ছে শূন্যগর্ভ জলবিম্বে সূর্য্যের স্বর্ণচ্ছায়া—কবির কার্য্যধারায় ছুটে চল্‌ছে পঙ্কিল অন্তস্তলের আবিল জলধারা। কবির জীবনই বুঝি এমনি!—হায়, এরি নাম কবিত্ব!

(দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

অজাত। (নিকটস্থ বেদিকাতে সন্দেহবিরক্তিসঙ্কুচিতনেত্রে উপবেশন) আশ্চর্য্য!

পটক্ষেপ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জরাসন্ধনগর। ভাষাকরের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান।

কাল—অপরাহ্ণ।

উদ্যানের স্থানে স্থানে কুঞ্জবাটিকা। পুরাঙ্গনাগণ পুষ্পচয়নে নিযুক্তা।

পুরাঙ্গনাগণের গীত

প্রেমের ধরা প্রেমে ভরা প্রেম ভালবাসি,
হেথা শুধু হাসি শুধু গান শুধু রূপের রাশি।
আঁধারের কালো ছবি পড়ে না নয়নে
বিরহের কি যে জ্বালা জানি না জীবনে,
বিষের বিষে জ্বলে' মরে জানি না কোন্ সে ঘরে,
বুঝি না সাধ করে' মন কেন পরে দুখের ফাঁসি,
ভালবাসাই নয় কি ভাল, তবে কেন এত হাসি,—
হেথা এত রূপের রাশি?

(পুরাঙ্গনাগণের নিষ্ক্রমণ)

(নববরবধূসুলভ বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া
জয়শ্রী ও সত্যজিতের প্রবেশ)

জয়শ্রী। কেন প্রিয়তম, তুমি আলাদা যাবে কেন? যাই তো, আমরা দু'জনে একসঙ্গেই যাবো।

সত্যজিৎ। না—না, তুমি আগে যাও। দেখ্‌ছো তো আমার বন্ধুবান্ধব সব—যাঁরা বিবাহরাত্রে আস্‌তে পারেন নি, তাঁরা আজ নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এসেছেন। আমি এখন তাঁদের দেখি, না—তোমার সঙ্গে রাজবাটী গিয়ে রাজারাণীর চরণ বন্দনা করি।

জয়শ্রী। তোমাকে ছেড়েই বা আমি একা সেখানে কেমন করে' যাই? না, আমার মন সর্‌ছে না। তার চেয়ে—রাজবাটীর লোকদের

আজ রথ নিয়ে ফিরে যেতে বলি, আর মহারাণীকে লিখে পাঠাই যে "আজ আমার স্বামী তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধু'দর 'নয়ে ব্যস্ত, কাল সকালেই আমরা দুজনে রাজবাটীতে যাবো—আর লোক পাঠা'তে হবে না।"

সত্য। না—না, রাজারাজড়ার কাণ্ড বোঝ না শ্রী, ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে। তুমি বরং আগে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বোলো।

জয়শ্রী। না, তার চেয়ে আজ রথ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলি। মহারাণী দয়াবতী, বুঝিয়ে লিখ্‌লে কিছুই মনে করবেন না।

সত্য। না—না, বুঝ্‌তে পাচ্ছো না ব্যাপার কত গুরুতর।

জয়শ্রী। এমন কি গুরুতর প্রিয়তম?

সত্য। গুরুতর নয়? —দেখ, আমাদের বিবাহ অত্যন্ত গোপনে হয়েছে, এমন কি মহারাজ মহারাণী—যাঁদের কাছে তুমি কত উপকৃত—তাঁদের একবার জানানো হয়নি।

জয়শ্রী। কেন যে এমন লুকোচুরি—

সত্যজিৎ। তা আচার্য্য ঠাকুর আর সুনিধ ঠাকুরই জানেন। এখন দেখ, যে রকমেই হোক্, এ বিবাহের কথা তাঁরা জান্‌তে পেরেছেন। শুধু জান্‌তে পারা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আদর করে' আমাদের সস্ত্রীক আহ্বান করেছেন। এ আহ্বান অবহেলা করা ঘোর অপরাধ।

জয়শ্রী। তা বটে······

সত্যজিৎ। শ্রী, লক্ষ্মী আমার, তুমি এখনি যাও, আর গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে' আমার অবস্থা বোলো। আরো বোলো'—যদি আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার বন্ধুবান্ধবদের বিদায় দিতে পারি, তবে মহারাজ ও মহারাণীর চরণ বন্দনা করাই আমার আজ্‌কের জীবনের শেষ প্রধান কর্ত্তব্য হবে।

জয়শ্রী। কিন্তু, কি জানি, তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত অন্যত্র

থাক্‌তে আমার মন নিচ্ছে না। হাস্‌ছো?—না, সত্যই আমার বুকের মধ্যে কি রকম কর্‌ছে, আমি বল্‌তে পারছি না।

সত্যজিৎ। সে কি?

জয়শ্রী। না, না, প্রিয়তম, আজ আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও থাক্‌বো না।

সত্য। এ কি খেয়াল শ্রী! ছি, ছি, বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, এখন কর্ত্তব্য তোমার কত গুরুতর? না, ও ছেলেমানুষী ছাড়ো—আমি রথ সাজাতে রাজপুরুষদের বলে' পাঠাই। (প্রস্থানোদ্যম)

জয়শ্রী। দাঁড়াও—একবারটী দাঁড়াও। সত্যজিৎ, প্রিয়তম! বলো, তুমি আমায় ভালবাসো? বলো, তুমি শুধু আমাকেই ভালবাসো? আমার বিষয় নয়, সম্পত্তি নয়, রূপ নয়, যৌবন নয়,—আমার "আমি" বল্‌বার যা তাকেই শুধু তুমি ভালবাসো? বলো, প্রিয়তম, বলো।

সত্য। কতবার বল্‌বো শ্রী—কথায় আর কতবার বল্‌বো—

জয়শ্রী। কেন?—বল্‌তে কোন বাধা আছে কি? লক্ষবারে যদি লক্ষ কথা বলে' থাকো, আর একবারে আর এক কথা হোক্‌। বলো—(হস্তধারণ ও অনুরাগ সহকারে আবেদন)

সত্য। কি ছেলেমানুষী আরম্ভ কর্‌লে, শ্রী! দেখ, তারা তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—

জয়শ্রী। থাক্‌ দাঁড়িয়ে, তবু বলো, অন্ততঃ আর একবার—

সত্যজিৎ। তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—। হয়েছে?

জয়শ্রী। বলো—বলো—আর একবার—

সত্যজিৎ। এইত বল্‌লাম, আঃ—

জয়শ্রী। কেন, বিরক্ত হ'চ্ছো কেন? ভালবাসার কথায় এত বিরক্তি কেন?

সত্যজিৎ। বিরক্তি কোথায়? শোন—ভাল করে' শোন—তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি।

জয়শ্রী। সত্যি?—সত্যি বল্‌ছো—?

সত্য। কথার গাঁথনিতে যদি 'ভালবাসা' ভালবাসো, তবে কথাটাকেই মিথ্যা বলে' সন্দেহ কেন?

জয়শ্রী। প্রিয়তম, তুমি আমার—তুমি আমার—

(জয়শ্রী সত্যজিতের গলদেশ বেষ্টন করিতে যাইলে সত্যজিৎ বাধা দিয়া কহিল—)

সত্য। না, তোমার পাগলামি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে দেখ্‌ছি—

জয়শ্রী। তোমায় দেখ্‌লে আমাতে আর আমি থাকি না যে প্রিয়তম!

সত্যজিৎ। এখন চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

জয়শ্রী। বিরক্ত হ'ও না—পায়ে ধর্‌ছি—বিরক্ত হ'ও না।

সত্যজিৎ। আঃ! আবার? চলো—চলো,—দেখ আমার কত কাজ রয়েছে। (জয়শ্রীকে লইয়া সত্যজিতের নিষ্ক্রমণ)

(কুঞ্জবাটিকা হইতে ধুন্ধুমারের প্রবেশ)

ধুন্ধুমার। উঃ—কত আর সহ্য হয়? এই গজমতি হার এই বানরের গলায়? না, এ দেখে কেমন করে' বেঁচে থাকি? (মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ,) ······না, প্রাণ থাক্‌তে নয়—যেমন করে' হোক্ ··· ···। (দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ রথে উঠ্‌লো না?—হ্যাঁ, তাই বটে। ······যাক্, এক খেলা মিট্‌ল, এখন আর এক খেলা বাকী। ··· ··· এই প্রাসাদ. এত দাসদাসী, এত ঐশ্বর্য্য, তার উপর সৌন্দর্য্যের খনি জয়শ্রী—এ যে সত্যই অমরাবতী—ভিক্ষাপুত্রের ভাগ্যে বৈকুণ্ঠের প্রভুত্ব। এ ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখ্‌তে দিতেও ঈর্ষ্যা হয় যে! (সত্যজিৎকে

আসিতে দেখিয়া) একি ! তোমায় অত্যন্ত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন, সত্যজিৎ ?

সত্য। (অন্যমনস্কভাবে) বিমর্ষ ? হ্যাঁ—না—তা—হবে বা।

ধুন্ধু। একি ব্যাপার ? হ'ল কি ?

সত্য। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) ভাই ক্ষমা কর, আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, তোমার আদর আপ্যায়নের নিশ্চয় ত্রুটী হ'য়ে থাক্‌বে।

ধুন্ধু। কিছু না—আমি কি তোমার কুটুম্ব এসেছি যে ফি-হাত ত্রুটী খুঁজে বেড়াবো ?—কিন্তু, ·····তুমি এত বিমর্ষ কেন ? একি ! মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ বোধ হয় ? ··· ··· অ্যাঁ—এরি মধ্যে ? জানি, তুমি চিরকেলে ঝগ্‌ড়াটে। কই, তিনি গেলেন কোথায় ? না হয়, হাতে পায়ে ধরে' মিটিয়ে দিই।

সত্য। ঠাট্টা কর্‌ছো ধুন্ধু ! কিন্তু সত্যিই আজ আমার মন ঠিক নেই।

ধুন্ধু। গৃহিণীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' মন কবে কার ঠিক থাকে বল ? এত শীগ্‌গীর কিন্তু আর কোন বর ঝগ্‌ড়া বাধায় নি—তুমিই দেখ্‌ছি প্রথম।

সত্য। কি—বল্‌ছো—যে—। না, তোমার সঙ্গে কথায় কে পার্‌বে বল ?

ধুন্ধু। অন্যায় বল্‌ছি কি ? ······এখন কোথায় তোমার তিনি ?

সত্য। আঃ—'ঝগ্‌ড়া ঝগ্‌ড়া' কর্‌ছো, দেখ্‌লে না রাজবাটী থেকে রথ এসেছিল, তাকে নিয়ে গেল। মহারাণী ডেকে পাঠিয়েছেন।

ধুন্ধু। ও—তাই ?······ তা, এর জন্য একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়া—এই রকমভাবে ? এই একদণ্ডের বিরহে এত ? ভাল, ভাল, নতুন নতুন ও রকম হয়, তবে বাড়াবাড়িটা কিছু নয়।

সত্য। তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—

ধুন্ধু। খুব পার্‌ছি! তুমি রথের সারথী হ'য়ে গেলেই আরো বেশী পার্‌তাম।

সত্য। হ্যাঁ—তোমাদের ছেড়ে আমি সেখানে চল্‌লাম কিনা?

ধুন্ধু। সেকি, তোমারও ডাক পড়েছিল নাকি? এঃ, তবে তো আমাদের বড় অন্যায় কাজ হয়ে গেছে।

সত্য। কি অন্যায়?

ধুন্ধু। অন্যায় নয়? তুমি আজ কোথায় সস্ত্রীক যাবে রাজবাটীতে জামাই-আদর কাড়্‌তে, আমরা কিনা এসে পড়্‌লাম তাতেই বাধা পাড়্‌তে! দোহাই ভাই, আমাদের কোন দোষ নেই। তোমার নিমন্ত্রণপত্র পেয়েই এসেছি, কিন্তু বাদ সাধ্‌বো যে এমন ভাবে তাতো মোটেই ভাবিনি।

সত্য। (অপ্রতিভ হইয়া) না, না, তাতে কি, তাতে কি? তবে কি জানো, মহারাণী হয় তো কিছু মনে কর্‌তে পারেন। জান তো, জয়শ্রীকে তিনি একরকম মানুষ করেছেন। আমার কি উচিত নয়, আমিও জয়শ্রীর সঙ্গে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করি?

ধুন্ধু। আমিও তো তাই বল্‌ছি সত্যজিৎ! না, সত্যি—এ ঠাট্টা নয়। আমোদ প্রমোদ নয় আমাদের আর একদিন হবে। তুমি এখনি প্রস্তুত হও। দেখ, সেখানে স্বার্থের সম্বন্ধ—গুরুতর স্বার্থ। বন্ধু নিয়ে আমোদ নয় আর একদিন হবে।

সত্য। না—না, তা কি হয়? তুমি আমার আজ দেবতা, তোমার পূজা না কর্‌লে আমার নরক হবে যে। ভয় নেই, জয়শ্রী আমার হয়ে ক্ষমা চাইবে, মহারাণী অতি দয়াবতী, ক্ষমা নিশ্চয়ই কর্‌বেন।

(আটজন রক্ষিসমভিব্যাহারে একখানি পত্রহস্তে লম্বোদরের প্রবেশ)

ধুন্ধু। একি, এত সিপাহী শাস্ত্রী কেন?—এ যে রাজবয়স্য লম্বোদর। ইনিও কি নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে?

লম্বোদর। আপনার নামই তো সত্যজিৎ? মহারাজ অজাতশত্রুর আদেশে আপনি আমাদের নজরবন্দী থাক্‌বেন। এই তাঁর আদেশপত্র।

সত্য। (ধুন্ধুমারের প্রতি) দেখ বরাত্‌ আমার কি চমৎকার।

ধুন্ধু। কি অপরাধ?

লম্বোদর। আদেশপত্র পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

ধুন্ধু। (আদেশপত্রপাঠ) এতদ্দ্বারা শ্রীসত্যজিৎ শর্ম্মা নামক শস্ত্রব্যবসায়ী যুবককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত সত্যজিৎ গত বিদ্রোহের নেতৃগণের অন্যতম প্রমাণিত হইলেও বিচারকালে তাহাকে পাটলিপুত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, এতাবৎ—সাত বৎসরকাল—সেই রাজদ্রোহী রাজপুরুষগণের দৃষ্টিসীমার বাহিরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল। সম্প্রতি সে ব্যক্তি পাটলিপুত্রে গোপনে প্রবেশ করিয়া জয়শ্রী নাম্নী এক অতি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা রাজানুগ্রহপালিতা পিতৃমাতৃহীনা কুমারীকে প্রতারণাপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া এই শাঠ্য অপরাধে পূর্ব্বকৃত রাজদ্রোহ অপরাধের গুরুত্ব বর্দ্ধন করিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে আদেশ করা যাইতেছে যে রাজদ্বারে বিচারে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও এই রাজাদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি এই আদেশপত্রপ্রাপ্তি-মাত্র উক্ত জয়শ্রী দেবীর সহিত কায়িক ও বাচনিক সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, উক্ত প্রবঞ্চনাময়বিবাহলব্ধ বিষয়-সম্পত্তি রাজপুরুষগণকে যথাযথ বুঝাইয়া দিবে এবং বিচারকাল পর্য্যন্ত রাজপুরুষগণের নজরবন্দী থাকিবে। অবাধ্য হইলে দেহের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে

সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় সাধারণ কারাগৃহে বন্দীভাবে রাখা হইবে।

ইতি— রাজনামাঙ্কিত মোহর ও সহি—

লোকধর্ম্ম-পরিপালক রাজাধিরাজ মগধরাজ শ্রীঅজাতশত্রু।

লম্বোদর। আমাদের কি অপরাধ বলুন? আমরা ত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। নইলে এমন আনন্দের দিনে কে আর কঠোর হয় বলুন?...... (সত্যজিতের প্রতি) তা হলে' আপনি রাজাদেশ মত কাজ করতে প্রস্তুত? ......বাঃ! বেশ! এই রকম ভালমানুষীর ব্যাপার হ'লে আমাদেরও খাটুনি অনেক কমে' যায়।

সত্যজিৎ। (লম্বোদরের প্রতি) আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?—

লম্বোদর। (অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ—তা, বক্তব্য যা তা শেষ হয়েছে—কিন্তু কর্ত্তব্য যে বাকী। আপনার জয়শ্রী দেবী—

সত্যজিৎ। তাঁকে রাজবাটীতেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

লম্বোদর। বাঃ! বাঃ! কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন—ভদ্রলোক কিনা! তবে আপনার আসবাব পত্র—বিষয় সম্পত্তি—স্থাবর অস্থাবর—

সত্যজিৎ। তা'তে আপনি কড়া পাহারা দিতে থাকুন, তবে আমার কাছ থেকে আজ একটু দূরে থাকবেন—অন্ততঃ আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব যতক্ষণ না বিদায় গ্রহণ করেন। দেখবেন, সে মর্য্যাদা নষ্ট করতে প্রয়াস করবেন না।

লম্বোদর। সে কি? আপনি ভদ্রলোক, আপনার অমর্য্যাদা—রামচন্দ্র! (স্বগত) ইঃ লোকটা ত বেয়াড়া কাঠ্ গোঁয়ার—কাজ কি বাবা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

(রক্ষিগণসহ লম্বোদরের প্রস্থান, যাইবার সময় ধুন্ধুমারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত, সত্যজিতের অলক্ষ্যে উভয়ের ইঙ্গিতাভিনয়।)

ধুন্ধু। (দীর্ঘনিশ্বাসে নিকটস্থ বেদিকাতে উপবেশন) আশ্চর্য্য! তোমার অপরাধের কথা মহারাজ মোটেই জান্‌তেন না?

সত্য। না, শুধু মহারাজ কেন—ভাষাকর আচার্য্য ছাড়া রাজ-পুরুষদের মধ্যে আর কেউ জান্‌তো না।

ধুন্ধু। তবে?

সত্য। সাতবৎসর পরে সেই রাত্রে আমি শুধু বাহিরের লোকের মধ্যে তোমাকেই প্রথম জানাই;—বুঝ্‌তে পেরেছো?—সেই রাত্রে—যে রাত্রে বসন্তসেনার বাটীতে মুখের অন্ন ফেলে আমায় ভাষাকর আচার্য্যের আদেশ মাথায় করে' ছুট্‌তে হয়েছিল—

ধুন্ধু। বুঝেছি—বুঝেছি—।... ... হুঁ ... (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোমার মত হতভাগ্য আর দ্বিতীয় দেখ্‌লাম না।······না, এ ভীষণ চক্রান্ত।

সত্য। চক্রান্ত?—কি বল্‌ছো?—কা'র চক্রান্ত? (বেদিকা হইতে উঠিয়া পরিক্রমণ)

ধুন্ধু। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যার মৃত্যুর চেয়েও প্রবল।

সত্য। সে কি?

ধুন্ধু। হা দুরদৃষ্ট! এত লোক থাক্‌তে তুমি হতভাগ্যই এই ফাঁদে মাথা বাড়ালে?

সত্যজিৎ। হেঁয়ালী ছাড়ো—সোজাসুজি এসো। চক্রান্ত কি?

ধুন্ধু। (আপনে মনে) ...... চক্রান্তই বটে।

সত্য। (উত্তেজিতভাবে) আঃ! ক্ষেপিও না বল্‌ছি। আমার মাথা ঠিক নেই।

ধুন্ধু। (আপনমনে) চক্রান্ত তো বটেই—তবুও একবার ... ... হাঁ তাই বটে—(সত্যজিৎকে) একবার ভাষাকর আচার্য্যকে জানানো—

সত্যজিৎ। (বাধা দিয়া) কি জানাবো?—আমি তো এখন এদের

নজরবন্দী। তবে যদি অপর কাউকে পাঠাতে বলো—

ধুন্ধু। (ভাবিয়া) না—বিশেষ কোন ফল হবে না। বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে এ তারই চক্রান্ত।

সত্যজিৎ। কার চক্রান্ত?—ভাষাকর আচার্য্যের? অঁ্যা বল কি? ......হা ঈশ্বর!—না—না—এ তুমি কি বল্‌ছো?

ধুন্ধু। অবশ্য এটা আমার অনুমান। তবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে বিচার করে' দেখ্‌লে, এ অনুমান তুমিও কর্‌বে; শুধু তুমি আমি কেন,—সকলেই কর্‌বে।

সত্যজিৎ। তবে তো এ অনুমান সত্য।......কি ভয়ানক! আমি যে এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। না, আমার চোখের সাম্‌নে যেন ভয়ানক কুয়াশা—দৃষ্টি যেন জড়ীভূত।......ভাষাকর আচার্য্য!—কি বল্‌ছো?

ধুন্ধু। বোধ হয় ঠিকই বল্‌ছি। (সত্যজিৎকে লইয়া বেদিকাতে উপবেশন) ভাল করে' ভেবে দেখ—দেশে কৃতবিদ্য ধনাঢ্য সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পাত্রের অভাব আছে কি? অথচ তুমি বন্ধু, ক্ষুব্ধ হয়ো না, কুলে শীলে বিদ্যাবৈভবে নিশ্চয়ই তেমন বড় নও, বরং সর্ব্ববিষয়ে দরিদ্র বলেই প্রতিপন্ন হবে—অথচ তোমাকেই বেছে বেছে জয়শ্রী দেবীর পাত্র মনোনীত করা হয়েছে, তারপর—বিবাহব্যাপার যতদূর সম্ভব গোপনেই শেষ করা হয়েছে,—বুঝ্‌তে পাচ্ছো?

সত্যজিৎ। হয় তো ঠিক পাচ্ছি না—আরো সরল ভাবে বল।

ধুন্ধু। এ কি?—তোমার হাত এত গরম কেন?—এ কি এত কাঁপ্‌ছো কেন?

সত্যজিৎ। না—কিছু নয়, (ভগ্নস্বরে) কি বল্‌ছিলে বল—তবে একটু সরল ভাবে।

ধুন্ধু। আর কত সরল ভাবে বল্‌বো সত্যজিৎ? ভাষাকর

আচার্য্যকে বেশ করে' বুঝে দেখ। অবশ্য রাজনীতি আর রাজকার্য্যের কথাতেই তাঁর জীবনের সকল অধ্যায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সে অধ্যায়গুলির মর্ম্মবাণীতে পাচ্ছো কি? কেবল তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষা আর প্রতিহিংসার অভিব্যক্তি নয় কি? ......এই যে 'জয়শ্রী ব্যাপার'—এটী কত রহস্য-ময় ভেবে দেখ দেখি। ভাষাকর আচার্য্য আজ যে অবাধ প্রভুত্ব কর্‌ছেন তার মূলে ঐ জয়শ্রী, তা জানো কি?

সত্যজিৎ। সে কি?—তুমি এ কি বল্‌ছো?

ধুন্ধু। ঠিক বল্‌ছি। তোমরা বল্‌বে—ভাষাকর অকৃতদার, সংসারধর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ. তায় রাজকার্য্যে বড় বেশী ব্যস্ত—সে জন্য, কন্যার মত ভালবাস্‌লেও, বয়স্থা কুমারীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক বিবেচনা করে' জয়শ্রীকে রাজ-অন্তঃপুরে রাজমহিষীর তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়েছিলেন। কেমন—সকলে এই বল্‌বে কি না?

সত্য। অন্ততঃ আমার জীবনের একটী ঘটনা থেকে আমি তো তাই মনে করি।

ধুন্ধু। শুধু তুমি কেন, প্রায় ষোল আনা লোকেই তাই মনে করে। কিন্তু ভাষাকর আচার্য্যকে যে ভালরকম চিনেছে, সে কি বল্‌বে জান?—রাজ্যের হিত চিন্তাই যে মগধের অবাধ প্রভুত্ব লাভ কর্‌বার একমাত্র মূল্য হ'তে পারে না, ভাষাকর আচার্য্য তা মহারাজের নাট্যকাব্যজীবনের গতি হ'তে বিশেষ লক্ষ্য করেছিলেন—আর সেই লক্ষ্য করেই জয়শ্রীকে রাজ-অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সত্য। (বেদিকা হইতে উঠিয়া) তবে কি শ্রী আমার—না, আর 'আমার' বলি কেন? উঃ—এই মূর্ত্তিমতী প্রবঞ্চনার সঙ্গে ভাগ্য আমার এক সূত্রে গেঁথেছি। হা ভগবান্! জয়শ্রী তবে রাজাকে ভালবাসে?—উঃ—কি প্রবঞ্চনা!

ধুন্ধু। (বেদিকা হইতে উঠিয়া) চঞ্চল হয়ো না। জয়শ্রী তোমার রাজাকে ভালবাসে কি না জানি না, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্র বড়ই দুর্জ্ঞেয়, তবে রাজা যে তাঁকে অতিমাত্র ভালবাসেন 'বাসন্তী' নাটিকার নায়িকা চরিত্রই কি তার জ্বলন্ত প্রমাণ নয়?

সত্যজিৎ। হা ঈশ্বর!—জয়শ্রীকে যে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গেল, এও তবে চক্রান্ত!

ধুন্ধু। চক্রান্ত!

সত্য। হায়, আমি কেন সেই পাপীয়সীর সঙ্গে গেলাম না? সেই পাপীয়সী গণিকার সঙ্গে সেই পাপিষ্ঠ লম্পট রাজাকে এক বর্ষায় গেঁথে ফেলে দেখ্‌তাম সে আর আমাকে "প্রিয়তম তুমি আমার" বলে' প্রবঞ্চনা কর্‌তে সাহস করে কি না? ধুন্ধু! ধুন্ধু! বড় ঠকিয়েছে, বড় ঠকিয়েছে! ওঃ—

ধুন্ধু। একা তার উপর রেগে অগ্নিশর্ম্মা হচ্ছো কেন? সে কি তোমায় আপনি ঠকাতে এসেছিল? মেনে নিলাম, সে রাজাকে মনে মনে ভালবাসে—

সত্য। উঃ, বড় ঠকিয়েছে—বড় ঠকিয়েছে—

ধুন্ধু। একে সুপুরুষ, তাতে রাজা—ভালবাসা কিছু বিচিত্র নয়, যদিও এটা অনুমান মাত্র। কিন্তু আসল চক্রান্তের কথা যদি ধর, তবে ভাষাকর আচার্য্যকেই আমি বিশেষ অপরাধী মনে করি। ......হাঁ— একটা কথা। এই বিবাহ ব্যাপারের উদ্দেশ্য তুমি বোধ হয় এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পারনি।

সত্য। বোধ হয় পারিনি।

ধুন্ধু। তবে থাক্।

সত্য। থাক্‌বে কেন? আমি এখন সব শুন্‌তে প্রস্তুত।

ধুন্ধু। বয়স্থা কুমারীকে অনূঢ়া অবস্থায় রাজ-অন্তঃপুরে রাখ্‌তে রাজমহিষীর দারুণ আপত্তি। কাজেই বিবাহ চাই—অন্ততঃ নামমাত্র বিবাহ। নামমাত্র বিবাহ—বুঝেছ ?—যেরূপে হোক্‌' 'কুমারী'-নাম ঘোচান'।

সত্যজিৎ। উঃ—এত কি শত্রুতা আমার সঙ্গে ছিল, যে ঐ ভণ্ড তপস্বী একটা গণিকার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলে ? আমি ত লোকের চক্ষে একরকম মৃত হয়েছিলাম, সেই ভাবেই আমার বাকী দিনকটা কাটিয়ে দিতাম। সমাজের কোন সংশ্রবেই আস্‌তাম না। (কাঁদিয়া ফেলিল ও দীনভাবে বেদিকাতে বসিয়া হস্তদ্বারা মুখ ঢাকিল)

ধুন্ধু। সমাজের সংশ্রবে নেই বলেই তো বেছে-বেছে তোমাকেই এ পূজোর বলি ঠিক করা হয়েছে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহ অপরাধের অভিযোগও এসেছে, জয়শ্রীকেও নিমন্ত্রণের অছিলায় রাজপুরীতে পুরে ফেলা হয়েছে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছো এ কার চক্রান্ত ?—নইলে, যে রাজা ভাষাকরের খেলার পুতুল, সেই রাজা ভাষাকরের কন্যা জয়শ্রীর স্বামীকে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করে—রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজমন্ত্রীর পূর্ব্বকৃত বিচারের অসম্মান করে—রাজ্যের এক প্রবল শক্তির সঙ্গে বিরোধ কর্‌তে সাহস করে—এ কি স্বপ্নেও বিশ্বাস কর্‌তে পারি ? উঃ—কি ভয়ানক প্রতারণা—নারকীয়—পৈশাচিক।

(বেদিকার উপরে মুষ্ট্যাঘাত)

সত্যজিৎ। (সহসা বেদিকা হইতে উঠিয়া) স্থির হও—আমি বুঝেছি, সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার চোখ্‌ এখন বেশ চল্‌ছে। বাঃ! বাঃ! এই ত—এই ত—ঠিক! বড় সুন্দর অভিনয়! প্রবঞ্চক —শঠ! (করুণার্দ্র স্বরে ভাষাকরের স্বরের অনুকরণে) "সত্যজিৎ—অকপট সত্যনিষ্ঠ সত্যজিৎ, আমি মানুষ চাই।" (ব্যঙ্গস্বরে) বাঃ!

চমৎকার! গণিকানটীর পালকপিতা—ধরমবাপ! যোগ্য অভিনয় বটে! (ভাষাকরের অনুকরণে) "সুনিধ! আজ এখনি বিবাহ শেষ করে দাও।" (ব্যঙ্গস্বরে) দয়ার কি উদার গতি!—বুকে বজ্র ঢাকা কি না? ভণ্ড তপস্বী! (ভাষাকরের অনুকরণে) "আমার বিষয় সম্পত্তির একটা দান পত্র করে ফেল—এখ'ন—দেরী নয়।" (ব্যঙ্গস্বরে) ·কি দয়াদান! —সাংঘাতিক শিলাবৃষ্টি! সব ভেঙ্গে চুরমার্! বকধার্ম্মিক! আর হেসো না।—তোমার হাসিতে সাপের জিহ্বা বেরিয়ে পড়্ছে! উঃ—

(মুষ্টিবদ্ধভাবে রুদ্রমূর্ত্তিতে পরিক্রমণ)

ধুন্ধু। তবে গরল ঢাল্বার আগেই ঐ রূপোলী হাসিকে ধ্বংসের অমানিশিতে ঢেকে ফেলাই কাজের কাজ।

সত্যজিৎ। উঃ—একবার! ······(হস্তদ্বয় সংবদ্ধ করিয়া) ধুন্ধু! ইচ্ছা হচ্ছে, এই মুহূর্ত্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে—

ধুন্ধু। ক্ষেপেছ।—অত চঞ্চল হ'লে চল্‌বে না। মনে থাকে যেন, তোমার যে শত্রু সে সামান্য মানুষ নয়—সমস্ত প্রজাশক্তি তার মন্ত্রশিষ্য, রাজা অজাতশত্রু তার যন্ত্রপুত্তলি, ধূর্ত্ততায় সে সু.মরু শিখর—পবনের প্রত্যেক হিল্লোলে তার কর্ণ—আলোকের প্রত্যেক পথে তার দৃষ্টি।—পরম শক্তিমান্।

সত্যজিৎ। (ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে) থাক্ তোমাদের সে শক্তিমান্। প্রতিহিংসা—যার শক্তি আকাশভেদী সুমেরুশিখরকেও ছাপিয়ে উঠে, অতলস্পর্শ সমুদ্রেরও তলভেদ করে, মৃত্যু-বৈতরণীর পরপারেও যার অবাধ উন্মাদ গতি, আত্মঘাতিনী ধ্বংসনীতিতেই যার পরম-প্রেমপ্রীতি—সেই প্রতিহিংসা আমার হৃদয়ের দেবতা। আমায় শুধু বলে' দাও, আমি ভাব্‌তে পার্‌ছি না—রক্তের উৎকট গন্ধে আমার সকল মন ভরপুর

—আমায় শুধু বলে দাও,—কি বিধানে, কোন্ হত্যাদণ্ডে আমার বৈর-নির্যাতন সম্পূর্ণ হবে, আমার দেবতা এই প্রতিহিংসার তুষ্টিসাধন হবে।

ধুন্ধু। ও কি ? কোথায় যাও?

সত্যজিৎ। আমায় একটু ভাব্‌তে দাও, নিরিবিলিতে ভাব্‌তে দাও। উঃ— ! দুঃশাসনের রক্তপান মনে কর্‌তে পারো ? না পারো, প্রত্যক্ষ দেখাবো।— হঁা—

ধুন্ধু। দাঁড়াও—স্থির হও, একি পাগ্‌লামি ? না—না,—তোমায় এ অবস্থায় একা থাক্‌তে দেওয়া······না, তা হ'তে পারে না।

সত্য। ভয় নেই মিছে চেঁচিয়ে লোক জড়ো কর্‌বো না,—

ধুন্ধু। বেশ, তবে আজ রাত্রে যে কোন উপায়ে রাজপুরুষগণের চোখে ধূলো দিয়ে—বুঝেছ—যেমন করে হোক্ বসন্তসেনার বাটীতে মিল্‌তে চাও।

সত্য। উদ্দেশ্য ?

ধুন্ধু। সেখানে আজ ভাষাকরের শত্রুদের গুপ্তসভা।

সত্য। আবার সেই শৃগলের যুক্তি— ? না, ওতে আমি নেই।

ধুন্ধু। ওহে শোন শোন।

সত্য। ও শৃগালের যুক্তি তোমরা করগে'।

ধুন্ধু। শৃগালের যুক্তি নয়—দেখ্‌বে আজ রাত্রেই ভাষাকরের কেমন করে' উচ্ছেদ হয়। বিশেষ রহস্য সেই সভাতেই জান্‌তে পার্‌বে। শুন্‌ছো ? তোমার এ স্বর্ণসুযোগ ! ইচ্ছা হয় তো—তোমাকেই তারা আজ রাত্রের কর্ম্মীদের নায়ক করতে পারে। ওকি চল্‌লে কোথায় ? শোন—শোন—

সত্য। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। একটু নিরিবিলিতে ভাব্‌তে দাও—দোহাই— (প্রস্থানোদ্যম)

(সহসা লম্বোদর ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

লম্বোদর। একি ?—রাজ-আজ্ঞা ভুল্‌বেন না।

সত্য। (উত্তেজিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে) না—না—না, আমি মনে জ্ঞানে জানি আমি শৃঙ্খলিত না হ'লেও আমি বন্দী। আমায় শুধু একটু ভাব্‌তে দিন—নিরিবিলিতে ভাব্‌তে দিন।—ধুম্র! একি অত্যাচার!

(লম্বোদরের প্রতি ধুম্রের ইঙ্গিত)

লম্বোদর। (সহাস্যে) আচ্ছা! আচ্ছা! নিরিবিলিতেই ভাবুন। ঐ ঘাটের ধারে বস্‌বেন কি ? (রক্ষিগণের প্রতি) ওহে তোমরা তবে একটু দূরে দূরে থেকো, নাগাল ছেড়ে বসো না। (সত্যজিতের প্রতি) শুন্‌ছেন মশায়!—

সত্য। আঃ! এ যে নরকযন্ত্রণা—

লম্বোদর। বেশী ভাবা সব সময় সকলের পক্ষে সুবিধে নয়। দেখ্‌বেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভুলে যেন নদীর জলে ডুব মেরে তলিয়ে যাবেন না।

সত্য। আমি জারজ নই—

(দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

(লম্বোদর রক্ষিগণকে ইঙ্গিত করিল, রক্ষিগণ সত্যজিতের অনুসরণ করিল। ধুম্রমার আপনমনে হাসিতে লাগিল, সে হাসিতে সত্যজিতের শোচনীয় পরিণাম ও স্বকীয় জয়-গৌরব প্রকাশ পাইতে লাগিল)

লম্বোদর। লোকটাকে তো আচ্ছা পাক্‌ড়েছো ভাই।

ধুম্র। হা—হা—হা—এই রকম লোকই তো চাই; নইলে শ্যাম আর কুল—আমাদের দুদিক বজায় রাখা চলে কই? যা শত্রু প'রে পরে!

লম্বোদর। ওঃ—রাগে যেন একটা আস্ত নেকড়ে, চোখ্‌ দিয়ে

আগুনের ফুল্‌কি ছুট্‌ছে। আমায় দিয়েছ এরই ম্যাও ধর্‌তে?—ব্যস্‌ রে!

ধুন্ধু। হা—হা—হা, ভয় নেই, লম্বোদর! ভয় নেই। এ সব লোক হাউই বাজীর মত আকাশের তারার দিকেই ছুট্‌বে—আশে পাশে তোমার আমার কোন অনিষ্টই কর্‌বে না।

লম্বোদর। বল্‌ছো বটে ভাই—কিন্তু যদি ধর—

ধুন্ধু। লম্বোদর, কেবল উদরের চর্চ্চাতেই জীবন কাটালে, মানুষ চিন্‌তে শিখ্‌লে না।

লম্বোদর। না ভাই, তুমি অন্য লোক দেখ। বাপ্‌! কথা কইছে যেন তরবারি ঝল্‌কে উঠ্‌ছে।

ধুন্ধু। ভয় নেই,—তোমরা শান্তসুস্থচিত্তে নিদ্রা যাও। ওর মাথায় যে আগুন জ্বল্‌ছে, তার পূর্ণ আহুতি না দিয়ে ও আর বাড়ী ফির্‌ছে না। আর, বাড়ীতে ফির্‌তেও পার্‌ছে না—কখনো না।

লম্বোদর। সে কি হে?

ধুন্ধু। হঁা—এ স্থির—নিশ্চিত—ধ্রুব! আমাদের উদ্দেশ্য যা তা হয়েছে—

(ধুন্ধু সত্যজিতের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভবনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, পরে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ করিল)

লম্বোদর। সফল কি বিফল—কে জানে? চলেছি তো তোমার পৌ ধরে'—

(দ্বিধাতর্কে আন্দোলিত-মনা লম্বোদরের উদাসমুখভঙ্গিমায় ভিন্ন দিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

——ঃ০ঃ——

পাটলিপুত্র—ভাষাকরের বাটী। ভাষাকরের প্রকোষ্ঠসংলগ্ন অলিন্দ।

কাল—অপরাহ্ন।

[অস্তগামী সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরশ্মি দূরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর শিরে স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিতেছে। অলিন্দের একপার্শ্বে বজ্রবাহু ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসমূহের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছে—মধ্যে মধ্যে অস্ত্রবিশেষে শাণ দিতেছে। বেদীর উপরে অর্দ্ধশয়ান ভাষাকর। ভাষাকর মসীধার ও লেখনী লইয়া লিখিতেছিলেন। নিকটে সুনিধ। বেদীর একপার্শ্বে প্রাচীনকালের সময়-নির্দ্দেশক ঘটিকাযন্ত্র (জলঘড়ি); ভাষাকর মধ্যে মধ্যে ঐ ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন]

সুনিধ। বিবাহব্যাপার নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে জান্‌বেন।

ভাষাকর। ভাল, সম্পন্ন হ'লেই ভাল।

সুনিধ। হ'ল কি—বলুন ?—হয়েছে।

ভাষাকর। সে তোমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য। কিন্তু তোমার আমার বিশ্বাসের সীমার বাহিরে জগতের অন্য রকম চলা-ফেরাও তো হয়ে থাকে সুনিধ। ... ...

সুনিধ। (কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতনেত্রে ভাষাকরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ভাষাকরকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন) তা বটে। (সঙ্কোচে) এই শ্রুতঞ্জয়ই তো এখনি—হাঁ এখনি বটে—

ভাষাকর। শ্রুতঞ্জয় এখনি—কি ?

সুনিধ। শ্রুতঞ্জয় আজ পান্থনিবাসে শুনে এসেছে—

ভাষাকর। (মৃদুহাস্যে) কি শুনে এসেছে ?—শৃগালবধের ফাঁদ তৈরী হচ্ছে—এই তো ?

সুনিধ। হঁা—"ফাঁদ তৈরীর আর বাকী নেই, সব ঠিক, কাল্‌কের মধ্যেই বৃদ্ধ শৃগালকে নিজের গর্ত্তেই তার সহস্র চাতুরীর দেহচর্ম্মকে রাখতে হবে।"

ভাষাকর। (ঔৎসুক্য ও শ্লেষের সহিত) বটে—বটে? হা—হা—হা—বৃদ্ধ শৃগালের ঠিকুজি-কোষ্ঠী যার কাছে এমন ঠিক-ঠাক্, সুনিধ, জেনো—সেও শৃগাল-গোত্র। শুধু তাই নয়,—সে অতি-বড় বৃদ্ধ শৃগাল। না, না,—সে আমার পূজনীয়—নমস্য। ··· ··· বাঃ! বড় আনন্দ দিলে। এ সুসংবাদ শুনে ইচ্ছে হ'চ্ছে—শ্রুতঞ্জয়ের কটিবন্ধে এখনি প্রধান সেনাপতির (সুনিধ চমকিত হইয়া ভাষাকরের মুখের দিকে চাহিলেন) গৌরব-অসি ঝুলিয়ে দিই।

সুনিধ। প্রধান সেনাপতির গৌরব-অসি?—বলেন কি?

ভাষাকর। না—না, ওটা কথার কথা। এখন বল—তোমার আর কি বল্‌বার আছে?

সুনিধ। আমি বলি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই এখন কাজের কাজ। সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বিপ্লববাদিগণের বিপুল আরম্ভকে বাধা দিবার মত আয়োজন আমাদের পক্ষে বিপুলতর হওয়াই উচিত।

ভাষাকর। (চিন্তা করিয়া) তাই কি? (শিরঃসঞ্চালনে অসম্মতি-জ্ঞাপন করিয়া) না—না, তা'তে আর গৌরব কি, সুনিধ?

সুনিধ। কেন আচার্য্য?

ভাষাকর। বলির গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌তে কি অতি-বলী দানবের সৃষ্টি হয়েছিল? উন্মাদগতি সাগর বাঁধ্‌তে কি দেবাসুরের আবাহন হয়েছিল? ঐ রাজ-প্রাসাদের গগনচুম্বী স্ফটিকশুভ্র-স্তম্ভমালার নির্ম্মাণকার্য্যে কি পরশুরামের কুঠার এসেছিল?—না, ক্ষুদ্র ভাস্করের ক্ষুদ্রখনিত্রই সার্থক কৃতিত্বের আদর পেয়েছিল?

সুনিধ। তা বটে।—কিন্তু সর্ব্বত্র কি এই নীতি…… ?

ভাষাকর। না হ'তে পারে। কিন্তু তাকে আমি গৌরব মনে করি না। আমার নীতিশাস্ত্র এখন—এ বয়সে—কি বলে জানো ? … … ঐরাবত বাঁধবে ক্ষীণ মৃণাল-বন্ধনে, উৎকট রোগ দমন করবে বিন্দুমাত্র সুধাসেবনে।

(বজ্রবাহু ও সুনিধ উভয়ে সবিস্ময়ে ভাষাকরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

সুনিধ। (স্বগত) আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন !

ভাষাকর। (সুনিধের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া) তবে দিন ছিল, যখন দ্রোণাচার্য্যকেই রণপাণ্ডিত্যের আদর্শদেবতাজ্ঞানে পূজা করতাম। সে তখন আমার প্রথম যৌবন, বুঝলে সুনিধ ! এই ব্রহ্মসূত্রের নীচে বক্ষের স্পন্দন তখন যুযুৎসুর উল্লাস-বার্ত্তাই জ্ঞাপন করতো—সে এক-রকম আনন্দ ছিল। (প্রাচীরগাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে তরবারি দেখছো,—বজ্রবাহু ! দাও দেখি ঐ তরবারি খানি—না, না, ওখানি নয়, ওখানি নয়,—আঃ ! ও'তো সেই বাক্যবীর বিরাটপুত্র উত্তরের লজ্জার লাঞ্ছনা। (বজ্রবাহু ঈপ্সিত তরবারি ভাষাকরের সম্মুখে ধরিল) হাঁ—হাঁ—এই সেই বটে। (উৎফুল্লভাবে) সুনিধ ! তখন এই অসি নিয়ে খেলা করেছি—বাস্তবিকই খেলা করেছি। (বজ্রবাহুর হস্ত হইতে তরবারি ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু শারীরিকদৌর্ব্বল্যবশতঃ তরবারি হস্তচ্যুত হইল) আর এখন—হায় !… দেখছো তো এখন কি অবস্থা ! সামান্য শিশুও এখন সেই দ্রোণাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্যকে অনায়াসে বধ করতে পারে।

বজ্রবাহু। সেকি ঠাকুর ! তবে আমাদের হাতে এ সব অস্ত্র কি কেবল শোভাবর্দ্ধন করতেই রয়েছে ?

ভাষাকর। (প্রসন্নদৃষ্টিতে বজ্রবাহুর প্রতি চাহিয়া লিখিতে বসিলেন) সত্য,—অসি না মসী? ... ... হ্যাঁ—তাই বটে। প্রকৃত শক্তিশালী মানুষের শাসনসীমায় মসীর রেখাই মহীয়সী—অসির লেখা সেখানে কিছুই নয়। দেখ্‌ছো সুনিধ! এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র লেখনী—লেখকের যাদুদণ্ড—অথচ নিজের কোন শক্তিই নেই। হা—হা—হা—সত্য কিনা?

সুনিধ। সত্য। ... ... এর নিজের কোন শক্তিই নেই।

ভাষাকর। অথচ শক্তিমান্ নিপুণ লেখকের হস্তে মন্ত্রপূত ব্রহ্মঅস্ত্রের মত দেবরাজের বজ্রকেও শক্তিহীন কর্‌তে পারে। বিশাল ধরণীর বিপুল জনসংঘের অসন্তোষের গগনভেদী কোলাহলকে নিমেষে স্তব্ধীভূত কর্‌তে পারে।

সুনিধ। সত্য বলেছেন—ইতিহাস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভাষাকর। তবে সরিয়ে ফেল, বজ্রবাহু, তোমাদের ঐ অসির অসার চাকচিক্য। সভ্যতার জগতে রাজা, প্রজা, শাসনতন্ত্র এ সমস্তই বিনা অসিতে রক্ষা পেতে পারে। রক্তপাত কোলাহলের কোন প্রয়োজন নেই।

(সহসা ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন) দেখ তো বজ্রবাহু! ঐ দেবদারুর শিরোদেশে সূর্য্যরশ্মির স্বর্ণমুকুট এখনও কি তেমনি উজ্জ্বল?

বজ্রবাহু। (অলিন্দের বাহিরে মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল) আজ্ঞে না, সূর্য্য অস্তগত।

ভাষাকর। এই তো সময় (সুনিধের সহিত ইঙ্গিতাভিনয়) বজ্রবাহু! একটু অ-স্ত-রা-লে—

(বজ্রবাহুর নিষ্ক্রমণ)

(নেপথ্যে 'ঠক্ ঠক্' শব্দ। যবনিকা অন্তরালে গুপ্তদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। ভিক্ষুকরমণীর বেশে বসন্তসেনার প্রবেশ)

সুনিধ। (বিস্মিতভাবে) এ কি বেশ বসন্তসেনা ?

ভাষাকর। চুপ্—সুনিধ! দেখ ভৃত্যেরা কেউ না হঠাৎ এসে পড়ে।

(সুনিধ প্রধানদ্বারদেশের নিকটে গমন করিলেন)

ভাষাকর। কিরে বেটী, খবর কি? তোর ছদ্মবেশের দিকে কোন সন্দেহের চোখ্ পড়েনি তো ?

বসন্তসেনা। না বাবা! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আপনার নিজের বিষয়ে আপনাকে এখন একটু বেশী রকম চিন্তা কর্‌তে হবে।

ভাষাকর। সে কি রে? অ্যাঁ——। হা-হা-হা—

বসন্তসেনা। অবহেলা কর্‌বেন না—অবহেলার বিষয় মোটেই নয়। বিপ্লববাদীরা আজ রাত্রে আমার বাটীতে আবার মিল্‌বে।

ভাষাকর। তাদের কর্ত্তা ?—ধ্রুকুমার ?

বসন্ত। হঁা—কাজে সেই বটে। তবে নামে কর্ত্তা রাজভ্রাতা প্রভাকর।

ভাষাকর। ভাল। আর কি খবর ?

বসন্ত। (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া) প্রভাকর আমাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখেন জানেন তো—

ভাষাকর। সে তোর ভুল। তোর নিজের স্নেহের চোখ দিয়ে তার দিকে ফিরে চাস্—তাই এমন মনে হয়। যাক্—কি বল্‌ছিলি বল্।

বসন্ত। কথায় কথায় প্রভাকর আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে—তাঁদের দলের লোক ছাড়া—কারণ তাঁদের সকলকেই নগররক্ষী চেনেন—

বাহিরের এমন কোন বিশ্বাসী লোক আমার জানা আছে কি না যাকে জীবন্ত পোড়ালেও দাঁতের কথা মোটেই বেরুবে না, অথচ আপনার প্রতি তার বিজাতীয় ঘৃণা।

ভাষাকর। তুই কি বললি?

বসন্ত। আমি বললাম "এর আর অভাব কি? ভাষাকর আচার্য্যকে কে না ঘৃণা করে? এই ধরুন না আমার ভাই, তাকে এ সহরের কেউ চেনে না, কারণ সে এখানে তো বড় একটা থাকে না, ব্যবসার খাতিরে বিদেশে বিদেশেই ঘোরে। ভাষাকর আচার্য্যের প্রতি তার ভয়ানক ঘৃণা—পণ্যদ্রব্যের শুল্কব্যাপার নিয়ে। আপনাদের যদি কোন কাজ থাকে, তাকে সে কাজে বিশ্বাস করতে পারেন—সে যেমন বিশ্বাসী তেমনি সাহসী।"

ভাষাকর। প্রভাকর নিশ্চয় বিশ্বাস করলে?

বসন্ত। নিশ্চয়! তবে আর বলছি কেন তিনি আমায় একটু অন্য রকম দেখেন।

ভাষাকর। প্রভাকর কি বললে?

বসন্ত। প্রভাকর বললেন—"বেশ, তাকে তৈরী থাকতে বোলো আজ রাত্রেই তাকে ভজ্জিয়ানরাজের কাছে পত্র নিয়ে যাবার জন্য যাত্রা করতে হবে।—অতি সাবধানে। সহস্র মুদ্রা পুরস্কার।"

ভাষাকর। কি—কি—কি বললি? ভজ্জিয়ানরাজ?

বসন্ত। হ্যাঁ—ভজ্জিয়ান রাজ।

ভাষাকর। শঙ্কুল?—নাম করেছিল?

বসন্ত। বোধ হয় যেন ঐ নামই করেছিলেন।

ভাষাকর। সে কি? (চিন্তামগ্ন ও অর্দ্ধস্বগত) শঙ্কুলও বিশ্বাস-ঘাতক? তাই তো! ঘরে বাহিরে আগুণ! এ সময় রাজা—ঐ

কাষ্ঠপুত্তলিকা—ছি! ছি! ছি!—সে তো আমার উপদেশ শুন্‌বেই না। নট, নটী, আর চাটুকার তার সমস্ত মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে। নাঃ—গেল—আর রক্ষা হয় না! রাজ্য আর রক্ষা হয় না! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) ওঃ! তোকে তো অনেকক্ষণ ধরে' রেখেছি! আর কোন খবর আছে?

বসন্ত। স্পষ্ট খবর যদিও নয়—তবে আকারে ইঙ্গিতে যা বুঝ্‌তে পেরেছি, তা যদি সত্যি হয়, তো সে বড় ভয়ানক। বাবা! আপনি এখনি এখান হ'তে সরে যান্।

ভাষাকর। কেন রে, এত ভয় কিসের? ঐ কতকগুলো ছেলে মিলে—

বসন্ত। তাচ্ছিল্য কর্‌বেন না। আজ রাত্রেই তারা আপনার প্রাসাদ আক্রমণ করে' হয় তো.........যদিও ঠিক জানি না, বাবা! আপনার পায়ে পড়ি। (পদধারণ)

ভাষাকর। আরে—আরে—পাগ্‌লি কোথাকার।

বসন্ত। না বাবা! আপনার পায়ে ধরে' মিনতি কর্‌ছি,—

ভাষাকর। আচ্ছা আচ্ছা! তাই হবে। এখন কাজের কথা বল্ দেখি। তুই কা'কে তোর ভাই বলে' প্রভাকরের কাছে ছদ্মবেশে হাজির কর্‌তে পারিস্?

বসন্ত। আপনি যাকে আপনার ছেলের মতই দেখেন্।

ভাষাকর। বাঃ! বেশ বলেছিস্। সাধে কি আর তোর নাম রেখেছি—সুধামুখী! এই স্থালীটি দেখ্‌ছিস্? এর মূল্য সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা। দেখিস্—আজ সন্ধ্যা হ'তেই তোর বাড়ীতে আগন্তুক অতিথির বিধিমত পরিচর্য্যা কর্‌তে ত্রুটী করিস্ নি।—বুঝ্‌লি? ......খবর ঠিক তো? আজ রাত্রেই তারা মিল্‌বে তো?

বসন্ত। আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

ভাষাকর। দ্বিপ্রহরে?—ভাল। হ্যাঁ—তোর সঙ্গে যাকে পাঠাবো তার হাত দিয়েই পত্র পাঠানো স্থির তো? পত্র তার হাতেই দেওয়াতে পার্‌বি তো? দেখিস্—মতলব ভেঙ্গে দিস্ নি। ঠিক তো?

বসন্ত। নিশ্চিন্ত।

ভাষাকর। (চিন্তা) কাঁকে দিই? শ্রুতঞ্জয়কে? না—তাকে অন্য কাজে দরকার হ'তে পারে। ....সত্যজিৎ? .. ... তেজস্বী সাহসী বটে! ঠিক! ......ওহো আজ যে তার ফুলশয্যা! না—(শিরঃ সঞ্চালন)। বজ্রবাহু?—হুঁ তাই বটে। বেশী মুখ-চেনা নয়—অথচ কাজের লোক, আকাঙ্ক্ষাও খুব উঁচু। হুঁ—তাই বটে। বজ্রবাহু! বজ্রবাহু!

(বজ্রবাহুর প্রবেশ)

ভাষাকর। এই রমণীর অনুসরণ কর। সেনা! এর যোগ্য পরিচ্ছদ যা, তা তুমিই দিও। হ্যঁ—বজ্রবাহু! বর্ম্ম পর্‌তে ভুলো না—আপাদ মস্তক বর্ম্মে ঢাকা, বুঝেছ?—তা বাহিরের বেশ যেরূপ হোক্ না কেন।

বজ্রবাহু। আমায় কি কর্‌তে হবে প্রভু?

ভাষাকর। এই রমণীর বাটীতে তোমাকে একখানি পত্র দেওয়া হবে।—পত্রদাতা যেই হোক, বা তোমার প্রতি যে কোন আদেশ হোক্, পত্রখানি যে মুহূর্ত্তে তোমার হস্তগত হ'লে—তাকে সেই মুহূর্ত্তে তোমার আত্মমর্য্যাদার মত প্রাণপণে—শোন, প্রাণ তুচ্ছ করে'—বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে' ঊর্দ্ধশ্বাসে মনোরথের মত ক্ষিপ্রগতিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। আর কোথাও নয়—কোথাও নয়,.........হাঁ। এ কি! তোমার চোখ দুটো তেমন হাস্‌ছে না কেন? উৎসাহ চাই, তবে তো সিদ্ধি পাবে যুবক!......এটা মনে রেখো বজ্রবাহু! যে মুহূর্ত্তে

আমার হাতে সেই পত্রখানি এসে পৌঁছোবে সেই মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার একাদশ বৃহস্পতি। এ আমার কথা—মনে থাকে যেন।

বজ্রবাহু। বিধির লিখন কে খণ্ডায় বলুন? যদি বিফল হই প্রভু?

ভাষাকর। বিফল!—বিফল হবে কি বলো? যৌবনের অভিধান—যার প্রত্যেক পত্রাঙ্কে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল বর্ণের রেখাপাতই একমাত্র বিধির বিধান—সেখানে 'বিফল' শব্দের ব্যবহার? কি বল্‌ছো যুবক? উদ্যমী—বিফল? কি বলো? ……সেনা! ভাল করে' শিখিয়ে নিও, আমার কথা শেষ হয়েছে। (বজ্রবাহুর প্রতি) তবে অনুসরণ কর। ……হ্যাঁ—একটু দূরে দূরে, পথে কোন কথাই নয়, বুঝেছ? আচ্ছা এসো—

(বজ্রবাহু ও বসন্তসেনার প্রণাম)

(বজ্রবাহুর প্রতি) হাঁ—এই তো! মুখে চোখে হাসি চাই। দেখো 'বিফল হবো' একথা আর বোলো না।

বজ্রবাহু। না প্রভু, জীবন থাক্‌তে কখনো না।

ভাষাকর। বাঃ! এই তো বীরের মত কথা।

(বজ্রবাহু ও বসন্তসেনার গুপ্তদ্বার দিয়া প্রস্থান)

ভাষাকর। এই পাটলিপুত্রে—এই সুরক্ষিত প্রাসাদে তারা আমায় আক্রমণ কর্‌বে। তাই তো—তাদের মন্ত্রণার মর্ম্মভেদ কর্‌তে তো ঠিক পার্‌ছি না। ……তবে আমার রক্ষিসংখ্যাও প্রবল। …… সংখ্যায় প্রবল ……ওই তো গোল। একজনের বিশ্বসঘাতকতায় অনেক সময় অযুতবাহিনীর শক্তি চূর্ণ হ'য়ে যায়। তাই তো—বিশ্বাস যে কর্ত্তে ঠিক …… …… সুনিধ!

(সুনিধের প্রবেশ)

প্রতক্ষ্মকে তোমার কেমন মনে হয়?

সুনিধ। এর অর্থ?

ভাষাকর। তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো কি? —...... মনে আছে, গত বিদ্রোহে তার পিতাকে আমরা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছি?

সুনিধ। কিন্তু তার পুত্রকে তো স্নেহের বক্ষে টেনে নিয়ে রাজ-প্রসাদের উচ্চচূড়ে সসম্মানে বসিয়ে দিয়েছেন। রক্ষিগণের নায়কত্ব—অল্প গৌরব নয়।

ভাষাকর। সে সম্মানের কি আর দাম থতায় সে? সে যে বড় পুরোণো হয়ে গেছে, তার আর কদর নেই সুনিধ! এখনকার যদি কোন কথা থাকে—তাই বলো।

সুনিধ। এখনকার···আর কি···এমন—

ভাষাকর। আঃ—তোমার সঙ্গে তো তার অনেক কথাই হয়—প্রাণের কথা, সুখদুঃখের কথা। হয় কি না?······

সুনিধ। তা···হয়।

ভাষাকর। বলি, কখনো কি সে তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে? তার আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ—এটা তোমার সম্পূর্ণ জানা আছে নিশ্চয়।

সুনিধ। হাঁ—তা সে অনেক সময় প্রকাশ করে।—প্রধান সেনা-পতির পদ—রাজসভায় যার প্রচুর সম্মান।

ভাষাকর। শ্রুতঞ্জয় প্রধান সেনাপতি? বল্‌ছো কি? হা-হা-হা—এযে অতি-বড় উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা। শ্রুতঞ্জয় প্রধান সেনাপতি।

(এই সময় শ্রুতঞ্জয় ভাষাকর ও সুনিধের অলক্ষ্যে অলিন্দে প্রবেশ করিল)

শ্রুতঞ্জয়। একি! আমারই কথা! শুনতে হচ্ছে তো!

(অন্তরালে অবস্থান)

ভাষাকর। যেমনম্র সঙ্কোচশীল শ্রুতঞ্জয়! রাজসভায় আসন

চাও? মর্য্যাদা তো তোমার নিতান্ত অল্প নয়—প্রধানরক্ষীর মর্য্যাদা দিয়েছি। আরো চাও—ভাল! (কৌটিল্যের হাসি) সুনিধ! এক কাজ করো। তারে আশা দাও—নাচাও, যদি কাজ চাও।

সুনিধ। সে কি?

ভাষাকর। আঃ! বুঝ্ছো না? কাঙ্ক্ষিত সম্পদের আশা আকাশ-খানে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার প্রকৃত অধিকার জড়মৃত্তিকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই অচল অলস করে' রাখে। কোন্‌টা মধুর—কোন্‌টা কাজের সুনিধ? আশা—না অধিকার? তাকে আশা দাও—কাজে লাগাও—

(শ্রুতঞ্জয় ধীরে ধীরে কোষমুক্ত অসি উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতাভিনয় করিল, তাহার অর্থ—"ভাষাকরের উচ্ছেদসাধনই তাহার একমাত্র মন্ত্র।" পরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ করিল)

ওকি?—কথাটা কি ঠিক লাগ্‌ছে না? না—লাগ্‌ছে না। চোখ্ দুটোতে যে তুমি ধরা দিচ্ছ, সুনিধ! তুমি বল্‌ছিলে না—বিপ্লববাদীদের আয়োজন এবার অতি বিপুল।

সুনিধ। শুধু বিপুল নয়—ভয়ঙ্কর।

ভাষাকর। তাই যদি—তবে বহুরূপীর পোষাকের কি দরকার হচ্ছে না সুনিধ? ঘরে বাহিরে কা'কেও এখন বিশ্বাস নয়—

সুনিধ। সে কি?

ভাষাকর। না—তিলমাত্রও বিশ্বাস নয়, যদি তাদের এই বিপুল আয়োজন বিফল কর্‌তে চাও।

(সুনিধ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিলেন)

তবে সার কথা, নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ো না। সাহসে ভর দাও,—সাহস—অতিমাত্র সাহস,—তা'তেই জেনো তোমার ঐ বিপুল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিকে

কীটের মত পদদলিত কর্‌বো। তখন দেখো—এই আপাত অনুর্ব্বর ভূমি সার পেয়ে এত শক্তিশালিনী হয়ে উঠ্‌বে—মহত্ত্বের শস্যসম্ভারের উপর শারদপূর্ণিমার এমন হাসি ফুটে উঠ্‌বে যে আমার সমস্ত জীবননিদাঘের সকল সাফল্যই নিষ্ফল উঞ্ছবৃত্তি বলে' মনে কর্‌বে। হঁ্যা—এ নিশ্চয়—নিশ্চয়,—তুমি ঐ প্রাচীর গাত্রে লিখে রাখ্‌তে পারো।—আমি ভাষাকর আচার্য্য। কে শ্রুতঞ্জয়?

(শ্রুতঞ্জয়ের অন্তদিক দিয়া প্রবেশ)

শ্রুতঞ্জয়। (প্রণামান্তে) প্রভুপাদদেশে উপস্থিত হ'তে আদেশ ছিল—ঠিক এই মুহূর্ত্তে (ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

ভাষাকর। তোমার প্রতি আদেশ!—এই মুহূর্ত্তে? (ঘটিকাযন্ত্র দেখিয়া) ওহো—হো—হঁ্যা মনে পড়েছে। এই যে স্মারকলিপিতে তোমার নামই তো বটে। (স্মারকলিপি দেখিলেন)। বেশ—বেশ—। ......সুনিধের মুখে সব শুনেছি, তোমার কাজে আমি বড়ই সন্তুষ্ট, শ্রুতঞ্জয়! আচ্ছা—তোমাদের রক্ষিসংখ্যা কত?

শ্রুতঞ্জয়। বিশ জন।

ভাষাকর। বিশ জন?—সকলেই বিশ্বাসী নিশ্চয়?

শ্রুতঞ্জয়। মোটামুটি কাজে সকলকেই একরকম বিশ্বাসী বল্‌তে পারি। তবে কঠিন ব্যাপারে পরখ্‌ করে' নিতে গেলে প্রায় বার আনা বাদ দিতে হয়।

ভাষাকর। কঠিন ব্যাপারটা কি? আর তাতে পরখ্‌টাই বা কি?

শ্রুতঞ্জয়। মোটা টাকা ঘুষ্‌। সে প্রলোভন বারআনা লোক ছাড়্‌তে পার্‌বে না। এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি?

ভাষাকর। বটে? সুনিধ, টাকার প্রলোভনের অনেক উপরে যারা

চলে, এমন লোকদের শ্রুতঞ্জয় তা হ'লে চেনে—চিন্‌তে পারে,—প্রয়োজন হ'লে তাদের সংগ্রহ কর্‌তেও পারে—

সুনিধ। পারো তো হে ?

শ্রুতঞ্জয়। আজ্ঞে চেষ্টা করলে পারি বৈকি ঠাকুর !

ভাষাকর। শুভচিহ্ন বল্‌তে হবে। আজ রাত্রে সেই রকম রক্ষীরই বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে না কি শ্রুতঞ্জয় ?

সুনিধ। শত্রুপক্ষের কথা মত কাজ হ'লে আমাদের রক্ষিবল বিশ্বাসী হওয়া চাই শ্রুতঞ্জয়।

শ্রুতঞ্জয়। আজ্ঞে—তা নিশ্চয়।

ভাষাকর। তবে প্রকৃতির এই প্রিয় সন্তানগুলি যে প্রকৃত অর্থ-লোভহীন সে বিষয়ে তুমি স্থির-নিশ্চিত।

শ্রুতঞ্জয়। আজ্ঞে হাঁ প্রভু। আভিজাত্যগৌরবেও তারা কেউ কম নয়, জান্‌বেন।

ভাষাকর। বটে ?

শ্রুতঞ্জয়। অর্থের অভাবও তাদের কা'কেও বড় বোধ কর্‌তে হয় না।

ভাষাকর। তাই নাকি ?

সুনিধ। এমন লোক দাসত্ব কর্‌বে কেন ?

শ্রুতঞ্জয়। (ভাষাকরের প্রতি) কু-সঙ্গে পড়ে' যৌবনের উন্মাদনায় ভ্রমক্রমে তারা রাজবিধি লঙ্ঘন করেছে। আপনার হাতেই তাদের ভাগ্যলিপি। তাদের ক্ষমা করুন—তারা আজীবন আপনার দ্বারে সরল বিশ্বাসে বাঁধা থাক্‌বে, আপনার জন্য তারা প্রাণ দেবে।

ভাষাকর। বটে ? হা—হা—হা—তর্কশাস্ত্রেও তোমার পাণ্ডিত্য তো কম নয়—শ্রুতঞ্জয়। (শ্রুতঞ্জয় এ প্রশংসায় একটু অপ্রতিভ হইল)

বেশ! বেশ! তবে চরিত্রবান্ পুরুষ-সিংহগুলিকে সুসজ্জিত করে' রাখা হোক্—তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা কর্‌লাম, এই মুহূর্ত্তেই—বুঝেছ?……এ সব সংগ্রহ করতে বেশী বিলম্ব না হয়।

শ্রুতঞ্জয়। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাদের সংগ্রহ করে' আন্‌বো, প্রভু!

ভাষাকর। বেশ! বেশ! আজ রাত্রে তোমরা সকলে মিলে এই প্রাসাদ এমনভাবে রক্ষা কর্‌বে যেন বহির্দ্দিশ হ'তে জনপ্রাণীও অলক্ষ্যে নিঃশব্দে এই প্রাসাদের বেষ্টনী পদমাত্রও অতিক্রম না করে। জেনো, গুপ্তহত্যার সুগুপ্ত পদক্ষেপ নিঃশব্দতায় নিশার শিশিরপাতকেও পরাভূত করে।

শ্রুতঞ্জয়। প্রভু দম্ভ নয়, সত্য বল্‌ছি—আপনার আশীর্ব্বাদে এইরূপ বিংশতি বীরের সহায়তায় দুর্গের মত দৃঢ় এই প্রাসাদপ্রবেশে মাত্র 'একরাত্রি নয়—মাসাবধি অযুত শত্রুর গতিরোধ করতে সমর্থ জান্‌বেন।

ভাষাকর। সুখী হ'লাম, তোমাকেও সুখী কর্‌বো—এ নিশ্চয়! যদি বেঁচে থাকি শ্রুতঞ্জয়—তোমার বীরত্বে যদি এ বৃদ্ধের শুষ্ক-পঞ্জর রক্ষা পায়—আমি বল্‌ছি, শোন সাহসী চরিত্রবান্ ভক্তিমান্ বীর-পুরুষ! তোমায় প্রধান সেনাপতির আসনে বসিয়ে সাধারণকে দেখিয়ে দেবো—কর্ম্মেও মানুষ সমাজে আভিজাত্যের গৌরব লাভ করে।

শ্রুতঞ্জয়। (নতজানু) আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে প্রভু! ক্ষমা করুন, মূর্খ আমি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সে ভাষা নেই—সে শক্তি নেই—আমি আপনার দাসানুদাস।

ভাষাকর। তবে সংগ্রহকার্য্যে তৎপর হও। মনে থাকে যেন—রাত্রি দ্বিপ্রহর—ভীষণ সন্ধিক্ষণ।

শ্রুতঞ্জয়। (যাইতে যাইতে স্বগত) বসন্তসেনার বাটীতে তারা

সুসজ্জিত হয়েই আছে। ভণ্ড—বক-ধার্ম্মিক!

(প্রস্থান)

ভাষাকর। (শ্রুতঞ্জয়ের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া) সুনিধ, তুমি কি বলো? এই প্রাসাদের রক্ষীদের উপর তোমার বিশ্বাস কতদূর?

সুনিধ। শ্রুতঞ্জয় এদের এনেছে, সেই যখন এদের উপর বিশ্বাস রাখ্‌ছে না, তখন আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস তুল্যমূল্য মনে হয়।

ভাষাকর। তা বটে। তবে ······না, ও শ্রুতঞ্জয়ের বিশ্বাসেই বিশ্বাসস্থাপনই এখন কর্ত্তব্য—অন্ততঃ তাই মেনে নিতে হচ্ছে। ঊর্ণনাভের জাল বাতাসের অত্যাচারে কাঁপ্‌ছে, বুঝি বা ছেঁড়ে—কিন্তু ঊর্ণনাভ তারই বোনা জাল ছাড়্‌তে পারে কি? সে জালের মধ্যে বদ্ধ থেকেই সব অত্যাচার সহ্য করে। আমার দশাও তাই সুনিধ!

সুনিধ। (ভাষাকরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন) ম'শায় আপনাকে উপদেশ দিই সে স্পর্দ্ধা রাখি না। তবু মনে হয়, মাত্র এই বিংশতি রক্ষীর শক্তির উপর নির্ভর না করে' সৈন্যশ্রেণী দ্বারা এই প্রাসাদ সুরক্ষিত করা কিংবা সংবাদ যদি সত্য হয়—সৈন্যবল নিয়ে আজ নিশীথে বসন্তসেনার বাটী অবরোধ করে' বিপ্লববাদিগণকে বন্দী করাই প্রশস্ত উপায়।

ভাষাকর। সরল সুনিধ! দৃষ্টি তোমার সরল পথেই—রাজাকে তুমি চেন নি। ঐ দর্পী দাম্ভিক আমার প্রতি একে অসন্তুষ্ট, এখন জয়শ্রী হস্তচ্যূত হওয়ায় একেবারে প্রজ্বলিত হুতাশন, আমার মৃত্যু কামনায় তার সকল মন ভরপুর—

সুনিধ। তা ঠিক।

ভাষাকর। তবে?—এখন যদি সৈন্যবল নিয়ে আড়ম্বর করে' এই

বিপ্লববাদিগণকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করি, রাজা পূর্ব্বাপর বিচার না করেই বল্‌বে যে আমি স্বেচ্ছায় এই অকারণ বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুলে রাজ্যে অহেতুকী অশান্তির অভিনয় কর্‌ছি।

সুনিধ। এ ধারণা রাজার পক্ষে বিচিত্র নয়। ভাই বিদ্রোহী হলেও—শতবার শত অপরাধে অপরাধী হলেও রাজা তাঁকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসেন ; তাঁর স্থির বিশ্বাস আপনিই তাঁদের ভ্রাতৃবিরোধের মূল।

ভাষাকর। তবে ? ……অন্যদিকে দেখ, সৈন্যবল নিয়ে আমার প্রাসাদ রক্ষার চেষ্টা দেখে বিপক্ষদল এরূপ সতর্ক হ'য়ে পড়্‌বে যে আর তাদের নাগাল ধর্‌তে পার্‌বো না।

সুনিধ। তবে কর্ত্তব্য ?……

ভাষাকর। আমার একমাত্র সহায়—ঐ বিপ্লববাদিগণের পত্র, যে পত্র আজ তারা ভজ্জিয়ানরাজ শঙ্কুলের কাছে পাঠাবে—আজ নিশীথে—বসন্তসেনার বাটী হ'তে।

সুনিধ। সে পত্রের মর্ম্মভেদ কর্‌তে পেরেছেন কি ?

ভাষাকর। নিশ্চয় ! মর্ম্ম অতি ভীষণ—রাজবিপ্লবের ঘোর ষড়্‌যন্ত্র। বুঝেছ—কি সাংঘাতিক অস্ত্র সেই ক্ষুদ্র পত্র। তাকে পাওয়া—অর্থ, সব রক্ষা পাওয়া ; তাকে হারানো—অর্থ, সমূলে ধ্বংস পাওয়া।

সুনিধ। ভীষণ সন্ধিস্থল !—বিষম সমস্যা !

ভাষাকর। এ সমস্যার পূরণ সহজেই হয় সুনিধ ! কিন্তু তা হবে কি ? আহা, ঐ বজ্রবাহু যদি বজ্রের মত সাহসী হ'তো, আর ঐ শ্রুতঞ্জয় যদি বিশ্বাসী প্রভুভক্ত হ'তো।

সুনিধ। শ্রুতঞ্জয়কে একেবারে অবিশ্বাস করবেন না।

ভাষাকর। তবে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাসও কর্‌তে পারি না সুনিধ ! জানি না, কেন। মনে হয়, ওটা ভণ্ডশিরোমণি—বকধার্ম্মিক।

সুনিধ। বলেন কি ?

ভাষাকর। দেখেছ কি তার ভঙ্গী—যখন সে আমায় অভিবাদন করে ?—অতিমাত্র ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম ! অতিমাত্র ভূমিষ্ঠ। না, না, তার ভিতর বাহির বোধ হয় সমান বলে না।

সুনিধ। আচার্য্য, ক্ষমা কর্‌বেন, এটা আপনার ব্যাধি-বিশেষ, —বিশ্বাসের অভাব। শুধু আপনার কথা বলি কেন ? আপনার মত উচ্চপদবীর লোকমাত্রেরই এই ব্যাধি। পর্ব্বতের শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে মানুষ তার নিজের ভাইকেই কত ছোট দেখে।

ভাষাকর। (অপ্রতিভভাবে) বটে—বটে, অত অবিশ্বাস ভাল নয়, সুনিধ ! বিশ্বাস না কর্‌লে চলা-ফেরা চলে না। পাচক তো ইচ্ছা কর্‌লেই বিষ দিতে পারে—ভৃত্য তো নিদ্রিত অবস্থায় গলা টিপে মার্‌তে পারে।

সুনিধ। বিশ্বাসই জীবনধারণ আর অবিশ্বাসই আত্ম-হনন, এটা স্মরণ কর্‌বেন।

ভাষাকর। (অপ্রতিভভাবে সসঙ্কোচে) না, না, আমার অপরাধ হয়েছে সুনিধ, আমায় ক্ষমা কর। আমার মতি স্থির নয়। আমি কি বলি, তা অনেক সময়ে আমিই বুঝ্‌তে পারি না।

সুনিধ। (স্বগত) হা অমানুষী প্রতিভা—হা তোমার এ দৈন্য !

ভাষাকর। দেখ রাজা, যাকে আমি হাতে করে' মানুষ করেছি, যার জন্য সমস্ত ত্যাগ করেছি—সংসার বল্‌তে যা তা ইহজীবনে বিদায় দিয়েছি—সেই রাজা—সেই অজাতশত্রু অহর্নিশ আমার মৃত্যুকামনা কর্‌ছে।

সুনিধ। তা বটে—রাজা প্রমত্ত, অভিমানে অন্ধ !

ভাষাকর। বল—বল—আমার অপরাধ কি ? আমার বিশ্বাসের

স্নায়ু সব ছিন্ন করে দিয়েছে, আমি এ সংসারে কেবল অবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। মিথ্যা ঐশ্বর্য্য আর বৃথা ক্ষমতার শিখরে বসে' অহর্নিশ অবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমার একমাত্র সহায়—আমার দুর্জ্জয় দর্পী হৃদয়। সত্য বলছি, সুনিধ! এই বৃদ্ধ, স্থবির, পুত্রকলত্রহীন, সংসারবন্ধনহীন, বন্ধুস্বজনবিহীন ভগ্নহৃদয় দগ্ধজীবন কেবল ঐহিক ঐশ্বর্য্য আর পার্থিব ক্ষমতার হীন প্রলেপ-আবরণের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করছে। আমার কি আছে—কে আছে?

সুনিধ। কেন—অনেকেই আছে। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনেই কি সকলে আপনার সেবা করে? এ আপনি কি বলেন? স্নেহময়ী জয়শ্রী —আপনার কন্যাস্বরূপা—?

ভাষাকর। জয়শ্রী! মা আমার! মা আমার! (অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) হাঁ—হাঁ—ভুল হয়ে যাচ্ছে সুনিধ। আমি বুঝ্‌তে পারছি না, আমি কি বল্‌ছি। হাঁ—হাঁ জয়শ্রী, আহা! বাছা আমার মূর্ত্তিমতী করুণা।

সুনিধ। সত্যজিতের কথা ভুল্‌বেন না। সেও অত্যন্ত আপনার। সে আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করবে না।

ভাষাকর। সত্যজিৎ? — হাঁ — সে বড় খাঁটী — বড় উঁচু, আকাশের উঁচু মেঘের উপরেও তার গতি। তার মনের জোর দেখে আমি বিস্মিত—মুগ্ধ। ...... প্রলোভন? না—না, কুবেরও তাকে পরাজয় কর্ত্তে পার্ব্বে না সুনিধ! সে আছে বটে! হাঁ—হাঁ—

সুনিধ। এ অধীন? আপনার সেবক? আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন?

ভাষাকর। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুনিধের প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া) তোমায় বিশ্বাস?—বন্ধু! তোমাকে ভয় করি কি ভক্তি করি

আমি ঠিক বল্‌তে পারি না। এই রাজনীতির কুটিল কঙ্কর পথে তোমার স্থান নয়, হে মহর্ষিপ্রতিম উদার পুরুষ! বশিষ্ঠের তপোবনই তোমার যোগ্য লীলাভূমি। তোমার চরিত্রগৌরব, তোমার অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য—তোমার নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম আমার জ্ঞানের গর্ব্ব—ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব—ক্ষমতার গর্ব্ব—গর্ব্বের গর্ব্ব—সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করে' সকল অন্ধকার নষ্ট করে' আমাকে যা দেখিয়ে দিতে চায়, তা'তে আমি ভীত চমকিত হই।—আমি দেখি আমি অতি—অতি ক্ষুদ্র। বন্ধু! দেবতা! নারায়ণ! তুমি অতি—অতি মহৎ। অতি ক্ষুদ্র ঐহিকের জগৎ তাই বুঝি তোমায় ভালবাসার মত ভালবাস্‌তে পারে না। দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য!

(কাঁপিতে কাঁপিতে নতমস্তকে শয্যাগ্রহণ করিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। সুনিধ নিকটে আসিয়া, আচার্য্যের বক্ষঃদেশ চাপিয়া ধরিলেন।)

ধীর পটক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রঙ্গভূমির একাংশ। কাল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়।

সূত্রধার ও নটীগণ।

নটীগণের গীত।

নিশি শেষে উঠ্‌লো রবি চোখে তার আল্‌তা-ঢালা.
দরদী নয়তো সে গো বুঝ্‌বে কি প্রাণের জ্বালা।
আশ্‌মানী মানের ভরে
জ্বলে প্রাণ হুহু করে
কত আর সইতে পারে বিরহিণী কোমল বালা?
শঠের পায়ে প্রাণ স'পে' তার জীবনশূন্য ঝালাপালা।

(খণ্ডিতার অভিনয়)

(ব্যস্তভাবে হংসবেগ নামক রঙ্গমঞ্চ-রক্ষকের প্রবেশ)

হংসবেগ। সর্ব্বনাশ! রাজার আদেশ—আজ অভিনয় বন্ধ, রঙ্গমঞ্চ বন্ধ।

সূত্রধার। অর্থ?

হংসবেগ। অতি সরল—যে যার ঘরে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সরে' পড়।

সূত্রধার। কারণ?

হংসবেগ। (অনুকৃতি-কৌতুকের সহিত) কারণ! আশ্চর্য্য! রাজার খেয়াল!

১ম নটী। বুঝেছি—কোন্ শত্তুরে আমাদের খুঁত কেড়েছে।

২য় নটী। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালখাতাও পাল্‌টে গেছে।

হংসবেগ। অত শত জানিনা—তোমরা এখন শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সরে' পড়—রাজার আদেশ।

সূত্রধার। ওহে, আজকাল মহারাজ যেন রঙ্গ-অভিনয়ের প্রতি বিশেষরূপ উদাসীন হ'য়ে পড়্‌ছেন। কারণ তো কিছুই বুঝি না। আমাদের চেষ্টার তো কোন ত্রুটী হচ্ছে না ভাই? বল্‌তে পার, কেন এমনটী দাঁড়াচ্ছে?

হংসবেগ। কি করে' বল্‌বো বলুন? রাজা রাজ্‌ড়ার কাণ্ড—

১ম নটী। বল্‌বেন কি? বল্‌বার আছেই বা কি? খেয়াল নিয়েই তাঁর চলা-ফেরা—এই আর কি। (সূত্রধারের প্রতি) নাও, চলগো ঠাকুর, আমাদের পৌঁছে দেবে চলো।

২য় নটী। মুস্কিল—আমার লোক গেছে আজ নদীপার। একলা ঘরে রাত্‌-বিরাতে থাকি কেমন করে' বল্‌ দেখিন্‌? সত্যি বল্‌তে কি আমার বড় ভূতের ভয়—

১ম নটী। তা'তে আবার স্বপন দেখিস্‌ যে বিচ্ছিরি—

২য় নটী। যা বলেছিস্‌—বুক যেন চেপে ধরে।

৩য় নটী। তখনি তো বলেছিলাম মেন্‌কী, তোর অত ভাবন সইবে না আজ আর।

২য় নটী। (ঈষৎকোপে ও সশ্লেষে) যা বল্‌লি লো, তুইও যে ঐ কাজ্‌লা ঘাগীর খর' নজর পেয়েছিস্‌ তা তো জানিনা।······মরণ!

৩য় নটী। আমার তো মরণ লো, কিন্তু তোরই কি বাঁচন? আজ যে শনিবার—তাও বুঝি জানিস্‌ না?

১ম নটী। ঠিক বলেছিস্‌ লো—সাধের ভাবন একলা ঘরে, মরণ-বিষে পরাণ জরে (অন্য নটীগণ ২য় নটীর প্রতি বিদ্রূপের চাহনি চাহিল)

সূত্র। আঃ! তোমরা কাজ না থাক্‌লে কি এমনি ঝগড়া কাটাকাটি কর্‌বেই? জ্বালাতন! নাও—এসো—(স্বগত) অদৃষ্টে কি আছে কে জানে—রাজার ঔদাস্য তো নয় আমাদেরই দগ্ধাস্য।

(সূত্রধার, নটীগণ ও হংসবেগের নিষ্ক্রমণ)

(কিয়ৎক্ষণ পরে অপর দিক দিয়া অজাতশত্রু ও ধুন্ধুমারের প্রবেশ)

অজাতশত্রু। (হর্ষোৎফুল্লভাবে) বাঃ! বাঃ! বুদ্ধির তারিপ দিই ধুন্ধু!

ধুন্ধু। দেখে যান্—কেবল দেখে যান্। আমার বেশী কিছু বল্‌বার নেই মহারাজ।

অজাত। নাঃ—তুমিই আমার মন্ত্রী হবার যোগ্য।······কাল কি স্থির করেছিলাম, জানো? বাসন্তী নাটিকা—আমার মানসীপ্রতিমা—তারে নির্ম্মম হ'য়ে জলে ভাসান দিয়ে দেবো, শ্রীমতী জয়শ্রীই যখন বিমুখ তখন কি সুখ আর এ জগতে?

ধুন্ধু। ভুলে যান্—ভুলে যান্। বিমুখ কে এখনি সম্মুখ সুমুখ করে' লাট্টুর মত ঐ শ্রীচরণতলে ঘুরিয়ে না দিই তো আমি—

অজাত। না ধুন্ধু—অতটা নয়। জয়শ্রী আমার জগতের গর্ব্ব নিয়ে হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে' থাকুক, কেবল সে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটু মিষ্টি মুচ্‌কে হাসুক—

ধুন্ধু। শুধু একটু হাসি?—এ আর বেশী কি মহারাজ? তবে আর হোলো কি?

অজাত। না ধুন্ধু, তাতেই আমার সব হবে। আমার বাসন্তী—প্রাণের বাসন্তী সেই হাসিতে প্রাণ পেয়ে নেচে উঠ্‌বে। আমার সকল রাজগর্ব্ব চুর্‌মার্ হ'য়ে যাক্, তবুও আমি আনন্দে স্বর্গরাজ ইন্দ্রকেও হার মানাবো।

ধুন্ধু। এখন আপনি মনকে দৃঢ় করুন। আপনি তৈরী হলেই একেবারে মিলন-বৃন্দাবনের বসন্ত জাগিয়ে তুলি।

অজাত। আমি তৈরী—তৈরী, কিন্তু তুমি পেছনে থেকো। অন্ততঃ একটু অন্তরালে। বুঝ্‌লে—অত বড় বিদুষী কলাবতী মহিলা, বুঝ্‌ছো তো—প্রথমটা ছন্দের একটু গোলমাল হতেই পারে।

ধুন্ধু। আপনি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যান্, ছন্দের জন্য আট্‌কাবে না।

অজাত। হাঁ—হাঁ—সে সব ঠিক সাম্‌লে নেব। ····· কি বল্‌লে?—মহারাণীর আহ্বান শুনেই একবারে সরাসর রথে চড়ে' বস্‌লো?

ধুন্ধু। বস্‌বে না? 'নাম-মাহাত্ম্য' তবে কি একটা কথার কথা?

অজাত। ঐ তো গোল—গোড়ায় অতটা ভাবিনি, মহারাণীর নামটা আনা ভাল হয়েছে কি?

ধুন্ধু। শুধু মহারাণী কেন? 'মহারাজ ও মহারাণী দুজনেই সাদরে নূতন বরবধূকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠিয়েছেন'—এতে অন্যায়টা কি?

অজাত। কিন্তু মহারাণী যে এর বিন্দুবাষ্পও—

ধুন্ধু। তা না জান্‌লেনই বা। আপনি দেশের রাজা—দেবতা, আপনি একাই কি কোন স্ত্রী-পুরুষকে রাজপ্রসাদদান-কল্পে সাদরে আহ্বান কর্‌তে পারেন না?

অজাত। সাধারণক্ষেত্রে সকলকেই পারি। কিন্তু এ যে অসাধারণ। এতে বিশেষত্ব একটু বেশীরকমই যে ধুন্ধু!

ধুন্ধু। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? রাত্রি প্রভাতেই দেখ্‌বেন ভাষাকরের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।

অজাত। বল কি?

ধুন্ধু। আপনাকে তো সব খুলে বল্লাম—ভাষাকরের মতে যারা বিপ্লবী তারা বিপ্লবী—এ সত্য। তবে তারা রাজাকেও চায়, রাজতন্ত্রও চায়, চায় না শুধু অত্যাচারী স্বার্থপর কুটিল ক্রূর মন্ত্রী।

অজাত। বুঝেছি।

ধুন্ধু। তারা তো রেকাবে পা দিয়েই আছে, কেবল আপনার ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

অজাত। বটে? তা—আমার ইঙ্গিত তো—

ধুন্ধু। কিন্তু সে ইঙ্গিতের প্রয়োজন কি? একা সত্যজিৎই সে কাজের শেষ করে' ফেল্‌বে। তার মাথায় যে আগুন জ্বেলেছি—সে উল্কাবেগে ছুটেছে, ভাষাকরও পুড়্‌বে সেও ছারখার হবে।

অজাত। সত্য?

ধুন্ধু। নিশ্চয়। রাত্রি প্রভাতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর আমি এমন ব্যবস্থা করে দেবো, যে জয়শ্রী স্বেচ্ছায় আপনার সেবা কর্‌বার জন্য এই রাজবাটীতেই থাক্‌বে। দেখে নেবেন একবার ব্যবস্থাটা।

অজাত। কিন্তু খুব গরবী চালে, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়ে। জান তো জয়শ্রী কি অভিমানিনী।

ধুন্ধু। সে আর বল্‌তে?

অজাত। কিন্তু দেখো—মহারাণী যেন—

ধুন্ধু। আবার মহারাণী? জয়শ্রীই যখন হবে আপনার পুরোপুরি ষোল-আনা—তখন আমাদের এ ছলনা-রহস্য তো চিরকাল থাক্‌বে গুপ্ত-রহস্যের জাল্‌টানা।

অজাত। তুমিই আমার মন্ত্রী হবার যোগ্য।

ধুন্ধু। আমার ভাগ্য—আপনি বুঝেছেন যে এতদিনে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—রাত্রি,—প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। স্থান—ভাষাকরের গৃহ। চন্দ্রালোক গৃহ-গবাক্ষ আলোকিত করিতেছে। ভাষাকর একখানি পুঁথি পড়িতেছিলেন।

ভাষাকর। (গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে) সত্য গ্রন্থকার! রাত্রির এই স্তব্ধ গম্ভীরক্ষণে ঐশ্বর্য্য-ক্ষমতার জাল-বন্ধন ছিন্ন করে' প্রাণ সত্যই যেন কোথায় যেতে চায়—বোধ হয় ঊর্দ্ধে ঐ তারার দিকেই ছুট্‌তে চায়। হায়, কে যায়—কেই বা নিয়ে যায়। ··· ··· (মোহ ভাব)

না—না, মগধ! সোণার মগধ! জন্মে জন্মে যেন তোমার মাটী-তেই ফিরে আসি—জন্মে জন্মে যেন শক্রামিত্ররূপে এই সব সঙ্গীই লাভ করি—জন্মে জন্মে যেন তোমার ক্রমোন্নতি দেখেই স্বর্গবাসীর আনন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। ··· ···

মহত্ত্ব নিয়েই যদি দেবতা, আর দেবতা নিয়েই যদি স্বর্গ, তবে কর্ম্মীর কর্ম্মভূমিই তো সে স্বর্গ—স্বর্গ আর কোথায়?······

কার্য্য যদি চেষ্টা, তবে চেষ্টা তো একটা সংগ্রাম—অবিরাম সংগ্রাম; তাতে সব চাই—মিত্রও চাই শত্রুও চাই, তবে জেতা চাই। জেতার নামই সিদ্ধি—সেই তো খেলার আনন্দ, সেই তো আসল বেঁচে থাকা—সেই তো প্রকৃত মহত্ত্ব—সেই তো প্রকৃত স্বর্গ।

(শেষোক্ত কথা গুলি বলিতে বলিতে গৃহভিত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া একখানি মানচিত্র গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে বজ্রবাহু ছদ্মবেশে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল। মানচিত্র দেখিতে দেখিতে বক্রদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমাত্র বজ্রবাহুর দিকে চাহিয়া) এই যে—বাঃ! দাও। কই সে পত্র? ··· ··· পত্র! যা'তে আমার সকল শক্তি—

আমার আসন্ন সমরায়োজনের প্রধান সেনাপতি—যুবক ! সে পত্র ?

বজ্র। (বৈফল্যজনিত ক্ষোভে) হত্যা করুন,—আমায় হত্যা করুন। (অবনত বদন)

ভাষাকর। (আবেগ সংবরণ করিয়া অতি শান্তভাবে) বুঝেছি—তারা সন্দেহ করেছে, পত্র তোমায় দেয় নি।

বজ্র। দেয় নি ? না—না—দিয়েছিল, সেই ধুন্ধুমার কপটী রাজ-বয়স্য নিজে হাতে করে' সে পত্র দিয়েছিল।

ভাষাকর। ধুন্ধুমার ?—বলো কি যুবক ? তবে হত্যার কথা কি ? ······এ তো পরম আনন্দের কথা।

বজ্র। আগে সব শুনুন, তারপর আমাকে ঘাতকের হস্তে অর্পণ করুন।

ভাষাকর। ঘাতক—হত্যা! হা—হা—হা—বল্‌তে বেশ! আচ্ছা, বলো তোমার কি বক্তব্য।

বজ্র। ধুন্ধুমার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে' আমাকে অনেক রকমে পরীক্ষা কর্‌লো, বুঝি—সন্দেহ তার কিছুতেই দূর করতে পার্‌লাম না। শেষে যুবরাজ প্রভাকর যখন আমাকে প্রকৃতই বিদেশী ও বিশ্বাসপাত্র বলে' জ্ঞাপন কর্‌লেন, তখন ধুন্ধুমার সেই পত্র আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে—"জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে এই পত্র গ্রহণ কর্‌লে, দেখো সাবধান !" পারিশ্রমিকস্বরূপ এই স্বর্ণমুদ্রার স্থালী হাতে দিলে।

ভাষাকর। (মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাচ্ছিল্যভাবে) মুদ্রার স্থালীই পত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়, যুবক !

বজ্র। আমার কথা শেষ হ'তে দিন্‌।·········দ্রুতপদে বাহিরে এসে অশ্বে আরোহণ কর্‌ছি—এমন সময় বসন্তসেনা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে চুপি চুপি বল্‌লে—"মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব নয়—একেবারে

আচার্য্যের নিকটে। তাঁকে বোলো—আজ রাত্রেই হত্যার ষড়্যন্ত্র হচ্চে।" এই বলে' বসন্তসেনা বাটীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে না কর্‌তেই—(ভাষাকর ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন)—প্রভু, বিশ্বাস করুন, সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কে আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধর্‌লো—চিন্‌তে পার্‌লাম না 'কে সে', কিন্তু সে কি বলীয়ান্—কি দুর্দ্ধর্ষ। অসি-নিষ্কাশনের অবকাশ দূরে থাক্—সে ব্যক্তি বিদ্যুৎ-বেগে পত্র ছিনিয়ে নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বল্‌লে "বিশ্বাসঘাতক! প্রাণ নিয়ে মানে মানে ফিরে যা, এ অসির প্রথম লক্ষ্য তোর প্রভুর মস্তক।" এই বলে' সে যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল। আমি বিফল,-বিফল!······সত্য বল্‌ছি, আমি পত্র পেয়েছিলাম—কিন্তু আমি বিফল। দয়া করে' কেবল আমার কথা বিশ্বাস করুন—পরে হত্যা করুন, ক্ষোভ নেই,—সে সৈনিকের মত প্রাণ ভিক্ষা দেবেন না, আমি তা চাই না।

ভাষাকর। (বিকৃতমুখভঙ্গীতে ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত) হ-ত্যা ক-রু-ন! হ-ত্যা করুন! ······শত শত প্রাণ দিয়েও যে মানের তৌল হয় না, দুর্ব্বল! সেই মান—সেই ঐশ্বর্য্য পথে লুটিয়ে এসে এখন তোমার তুচ্ছ মাটীর ঢেলা দিয়ে তার হিসাব নিকাশ চাও? ······যাও, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব নয়; বসন্তসেনা কিংবা সেই প্রভাকর বা ধুন্ধুমার যার কাছে হোক্ এখনি ফিরে যাও—ঠিক এই ছদ্মবেশে—খবর নাও—গন্ধে গন্ধে তোমার দস্যুকে ধাওয়া করো, যা খুইয়েছ তাকে ফিরিয়ে আনো—যাক্ প্রাণ, থাক্ মান। ··· ··· আর তা যদি না পারো, তবে ঐ অসার প্রাণ নিয়ে—আমারই মত পঙ্গু স্থবির অসহায় অবস্থায় চার যুগ বেঁচে থেকো—কেবল এই জ্ঞান—এই যমযন্ত্রণার জ্ঞান জাগিয়ে রেখো যে "তুমি অভাগা তাকেই হেলায় হারিয়েছ, যে তোমার জন্মভূমি—তোমার মা'কে শত্রুর কবল হ'তে উদ্ধার করে' মহত্ত্বের সিংহাসনে বসাতে

পার্তো।” ······আমার কাছে আবার ফিরে আস্তে চাও তো আস্বার অধিকার নিয়েই ফিরে এসো—নচেৎ নয়।

(বজ্রবাহু নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল)

ও কি—ভেঙ্গে পড়ো না—নিরাশ হয়ো না। মাতৃসেবক! শক্তি তো তার দৃঢ় ব্রত যার। তুমি এখনো সম্পূর্ণ বিফল হও নি যুবক! উদ্যমী বিফল?—এ কথাই নয়। হা—হা—হা— (মৃদু হাস্য)

বজ্র। আপনার মুখে হাসি দেখেছি,—আমি ধন্য। এই হাসিই আমার হৃদয়ের দীপালী—কর্ত্তব্যের পথে ধ্রুবতারা! জয় মা জগদম্বা।

(পদধূলিগ্রহণ ও উর্দ্ধশ্বাসে নিষ্ক্রমণ)

(বজ্রবাহুর উৎসাহ ও উন্মাদনায় ভাষাকর হর্ষোৎফুল্ল হইলেন)

ভাষাকর। অদ্ভূত যুবক! অপর যে কেউ প্রাণভিক্ষাই তো চাইতো! আশ্চর্য্য! না—না, এর দুর্ভাগ্যেও আমার পরম আনন্দ। এর উদ্যম দেখে আশা জেগে উঠ্ছে, পুলকে প্রাণ ভরে উঠ্ছে, এর মুখে যেন আমারই যৌবনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠ্ছে! শুভ চিহ্ন! সুলক্ষণ! ······জয় নিশ্চয়! নিশ্চয়! ······সুনিধ, শ্রুতঞ্জয়, বজ্রবাহু সবাই মেতেছে আমারি কাজে। আমার যা, তারা তাদের বলে'ই নিয়েছে, সেই লক্ষ্যেই ছুটেছে. বাঃ! বাঃ! তবে আর ভাষাকরের উচ্ছেদ করে কে? দেখে যা মাংসলোভী কসাই শত্রু তোরা, আজ ভাষাকর শত শত প্রাণ নিয়ে নবযৌবনে জেগে উঠেছে, বিশ্বময় তারি দৃষ্টি ফুটেছে—পারিস্ তো সেই অযুত ভাষাকরকে হত্যা কর্! হা—হা—হা—

·········আশ্চর্য্য! এ আনন্দের হাসিতে প্রাণ যেন কেঁপে উঠ্ছে,—মনে হ'চ্ছে যেন শীতের কোন্ হিম বাতাস বক্ষের পঞ্জর আকুল করে' তুল্ছে—জানি না, কেন। ··· ··· সুনিধ! সুনিধ! না, এ কি ভুল! তাকে আমিই এইমাত্র পাঠালাম রাজবাটীতে—

মহারাজের মনোভাব লক্ষ্য কর্‌তে! আশ্চর্য্য! এ কি ভুল! ······ ও কি—ও কি—বাহিরে ও কিসের শব্দ?—রথের ঘর্ঘর, না অশ্বের পদধ্বনি। (গবাক্ষের নিকট গমন) এ কি সিংহদ্বার উন্মুক্ত!—একেবারে উন্মুক্ত! তাই তো—তবে শ্রুতঞ্জয় ··· ··· ··· বিশ্বাস ভঙ্গ কর্‌লে? এ কি অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা? আরো কাছে—আরো কাছে—ওঃ—বিশ্বাসঘাতক!

(কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তযষ্টি ভূমিতে পড়িয়া গেল)

(রক্ষিগণ-সমভিব্যাহারে জয়শ্রীকে লইয়া ভাগ্যদেবী প্রবেশ করিলেন। রক্ষিগণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল)

ভাগ্যদেবী। প্রণাম আচার্য্য! এই আপনার জয়শ্রী, আবার একে আপনার হাতে নিজে এসে সঁপে দিচ্ছি। রাজ্যশ্রী জয়শ্রী— দুই-এর ভাবনায় আপনি আকুল, বড় দুঃখ, কোন ভাবনাতেই আপনার ইষ্ট লাভ হচ্ছে না।

ভাষাকর। (বিস্মিত ও অপ্রতিভভাবে) মা, এ সব কি? এই রাত্রে আপনি আমার কুটীরে জয়শ্রীকে নিয়ে! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না আমি জাগ্রত কি সুপ্ত।

ভাগ্যদেবী। আচার্য্য আপনি প্রতিভার বরপুত্র—কিন্তু কর্ম্মফলে আপনি আজ সত্যই সুপ্ত—স্বপ্ন নিয়েই খেলা কর্‌ছেন। এখন জয়শ্রীকে গ্রহণ করুন—আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না, আমার দেবসেবার সময় উপস্থিত। (জয়শ্রীর প্রতি) ভগিনি! ভেঙ্গে পড়ো না, জগতে দেবতাও আছে—দানবও আছে, সকল অবস্থায় আত্মধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব। তবে আসি আচার্য্য! ·········হাঁ,···পদ্মপত্রের জল বায়ুর অত্যাচারে টল্‌ মল্‌ করে, কিন্তু নির্ম্মলতা তার নষ্ট হবার নয়। ··· ···

আপনার কন্যাকে দিয়ে আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি।

(রক্ষিগণ-সমভিব্যাহারে ভাগ্যদেবীর দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

ভাষাকর। আমি কি জেগে—না সত্যি ঘুমিয়ে ?—এ সব কি মা? তুই এই নিশীথ রাত্রে ?—এ কি চোখে জল ? কি হয়েছে মা, খুলে বল্।

জয়শ্রী। বাবা! আমি অভাগিনী! (চক্ষে বস্ত্র দিয়া রোদন)

ভাষাকর। এ কি ? আশ্চর্য্য! কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না। বল্ কি হয়েছে ? আমি সব শুন্তে প্রস্তুত।

জয়শ্রী। (ভগ্নস্বরে) বাবা, পতি দানব হ'লেও নারীর পতিনিন্দা —মহা পাপ। কিন্তু আমার স্বামী বুঝি দানবেরও দানব।

ভাষাকর। সে কি ?

জয়শ্রী। হায়, এ বিবাহ না হওয়াই ছিল ভাল। নিজের প্রাণের ভাবনাই যার ষোল আনা, সে নিজের জন্য অপর যা কিছু সবই বলি দিতে পারে। (রোদন)

ভাষাকর। এ তুই কি বল্ছিস্ ?—তুই কি আমার সাম্নে পতি-নিন্দা কর্তে এলি ?—অ্যাঁ—

জয়শ্রী। হ্যাঁ—যে নিজের প্রাণ রক্ষা কর্বার জন্য সহধর্ম্মিণীকে অত্যাচারী লম্পটের কামের অনলে অতি আগ্রহে আহুতি দিতে পারে, তার নিন্দা কর্তে মূক পাষাণও জেগে ওঠে। শুনুন—কি অত্যাচার।

ভাষাকর। অত্যাচার ?

জয়শ্রী। হ্যাঁ—অত্যাচার।

ভাষাকর। আশ্চর্য্য!

জয়শ্রী। আজ মধ্যাহ্নে রাজদূত জরাসন্ধনগরের বাটীতে এসে উপস্থিত—হাতে তার নিমন্ত্রণ পত্র।

ভাষাকর। নিমন্ত্রণ পত্র!

জয়শ্রী। 'স্বামী স্ত্রী আমাদের দুজনকেই রাজদম্পতি আহ্বান করেছেন।"

ভাষাকর। বুঝেছি।

জয়শ্রী। স্বামী তখন বন্ধু অভ্যাগত নিয়ে ব্যস্ত, আমি একা রাজপুরীতে যেতে শত অনিচ্ছা দেখালাম, স্বামী আমায় সহস্র আগ্রহে সে শত্রুপুরীতে পাঠিয়ে দিলে। হায় তখন কি জানি—সে আমার স্বামি-রূপী পরম শত্রু?

ভাষাকর। প র ম শ ত্রু! (বিস্ফারিতনেত্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ)

জয়শ্রী। কোথায় রাজ অন্তঃপুর—কোথায় মহারাণী! আমায় তারা প্রমোদ ভবনে নিয়ে গেল।

ভাষাকর। রাজার নিকটে নিশ্চয়? ······তারপর?

জয়শ্রী। রাজা প্রথমে আমার মন্দভাগ্যে দুঃখ ও সমবেদনা জানিয়ে বল্লেন—'পাত্র স্বরূপ অবস্থা গোপন করে' প্রতারণাপূর্ব্বক বিবাহ করেছে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ।'

ভাষাকর। বিবাহ অসিদ্ধ? সাক্ষাৎ বৈবস্বত মনু!

জয়শ্রী। 'আমার স্বামী রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত, তার সম্যক্ বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে বন্দীভাবে থাকৃতে হবে—এই রাজবিধি।'

ভাষাকর। বটে?

জয়শ্রী। তারপর আমি যে স্বামীর মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, আমার কর্ত্তব্য—'বাসন্তী নাটিকার অভিনয়ে যোগদান করে' রাজার তুষ্টিসাধন, আমার প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগেই যে বাসন্তীর জন্ম'—এই সব ছাই-ভস্ম বোঝাতে লাগ্লেন। কত অনুনয় প্রলোভন—কথায় কি বল্বো? বাবা, আপনি ত মানুষ চেনেন, বুঝে নিন্। ওঃ—কি অপমান! (লজ্জায় অবনতবদন)

ভাষাকর। (রুদ্রস্বরে) বুঝেছি অভাগী! সে শক্তিমান্ রাজা আর তুই একটা হীনা দুর্ব্বলা নারী (ঘৃণায় ভূমিতে দণ্ড তাড়ন)—হীন পরাভব! ওঃ—

জয়শ্রী। (আহতভুজঙ্গীর ন্যায়) হীন পরাভব?—হাঁ—হীন পরাভব! তবে আমার নয়। যে ক্ষমতার শিখরে দাঁড়িয়ে অবলা রমণীর প্রতি অত্যাচার কর্‌তে সাহস করে, তারই হীন পরাভব। আপনার শক্তিমান্ অজাতশত্রুই মেষশাবকের মত পালিয়ে গেল,—পরাভব! ভদ্রমহিলা না? পরাভব!

ভাষাকর। বুকে আয়—আমার বুকে আয়। আহা—হা—হা—জেগে ওঠ্—কেবল তোরা মা সকল একবার এই রকম জেগে ওঠ্।—জগতের ঐ হীন লোভী স্বার্থপর চাটুকার পুরুষপশুগুলোকে বুঝিয়ে দে—কেমন করে' শক্তির অহঙ্কার অত্যাচারকে দমন কর্‌তে হয়, আর সে অত্যাচার দমন কর্‌তে কতটুকু মনের বলের প্রয়োজন হয়।

জয়শ্রী। তারপর, শুনুন—

ভাষাকর। আ বা র?—সে কি? আচ্ছা বল্—বল্—আরো কি অত্যাচার!

জয়শ্রী। তারপর কঠিন হ'তেও কঠিনতর পরীক্ষা। রাজা গেল, ধুন্ধুমার এল।

ভাষাকর। বিচিত্র নয়।

জয়শ্রী। সে এল রাজার জন্য ক্ষমা চাইতে—আমার দুঃখে দুঃখ জানাতে—তোষামোদ কর্‌তে—আমায় লজ্জা দিতে—আমায় শুধু জানাতে যে "রাজা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, স্বামীই আমার একমাত্র অপরাধী। নইলে স্বামী কোন্ সাহসে অতখানি আগ্রহে আমায় একা পরপুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেয়? স্বামী চায় নিজের প্রাণ—মান তার

কিছুই নয়।"--ধুন্ধুমারের কথায় ভেঙ্গে পড়্‌লাম, চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লাম —মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লাম। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখি আমি মহারাণীর কোলে। ওঃ—আমি সুধাভ্রমে বিষ পান করেছি। এখন বুঝ্‌ছি—আমাকে একা পাঠাতে স্বামীর কেন অত আগ্রহ। স্বামী নয় —সাক্ষাৎ নরক! (রোদন)

ভাষাকর। অল্পবুদ্ধি—দৃষ্টি তোর জড়ীভূত, স্বামীর প্রতি তোর এ মিথ্যা সন্দেহ।

জয়শ্রী। মিথ্যা সন্দেহ? মহারাণীর মতো আপনিও বল্‌ছেন মিথ্যা সন্দেহ?—বাবা! বাবা! (আবেগে রোদন)

ভাষাকর। (জয়শ্রীকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া) মা, এ সব কুচক্রীর চক্রান্ত—কপটীর প্রতারণা। অপমানিতা সৈরিন্ধ্রী আমার, নির্ম্মলচেতা পাণ্ডুপুত্রে বিশ্বাস হারিও না—পাপকীচক শীঘ্রই নিপাত যাবে—ভয় নেই। মনে রাখিস্, সত্যজিৎ সব পারে—কেবল মনুষ্যত্ব নষ্ট কর্‌তে পারে না।

জয়শ্রী। বাবা! বাবা!

(আবেগাকুলা অশ্রুমুখী জয়শ্রী অবনতজানু হইল, ভাষাকর সযত্নে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন)

(ধীর পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভাষাকরের প্রাসাদ। ভাষাকরের প্রাসাদের পূর্ব্বাংশ—অলিন্দ। অলিন্দের দৃশ্যসমূহ অন্ধচ্ছায়াবৃত।

(আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত শ্রুতঞ্জয় ও সত্যজিতের প্রবেশ)

শ্রুত। এদিকে নয়—এটা পূর্ব্বদিকের অলিন্দ।

সত্যজিৎ। ও—এটা পূর্ব্বদিকই বটে।

শ্রুত। আপনাকে পশ্চিমদিকের অলিন্দে যেতে হবে।

সত্য। আচ্ছা—আমি সে দিকের ঘর খুঁজে নিচ্ছি।

শ্রুত। পার্ব্বেন তো ?

সত্য। কোন চিন্তা নেই। আপনি বরং চাকর বাকর যে দিকে ঘুমিয়ে সে দিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দিন।—প্রতি দরজায়—প্রতি জানালায়।

শ্রুত। সে সব আগে হ'তেই ঠিক করা আছে।

সত্য। দেখ্‌বেন—প্রতিহিংসার ছুরি আর শত্রুর হৃৎপিণ্ড এ দু-এর মধ্যে দুষমন্ দৈব ছায়াপথের জায়গাটুকুও না পায়,—এ কথা মনে রাখ্‌বেন।

শ্রুত। আপনি কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজে এগোবেন।

সত্য। আবার সেই কথা! এই তোলাপাড়াতেই মনটা আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কেন এমন ইতস্ততঃ ভাব ? ঐ চাঁদ দেখ্‌ছেন, এক টুক্‌রো মেঘের ছায়ায় কি রকম পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে, আপনারও দেখ্‌ছি ঐ দশা—ক্ষীণ ভীরু বিবেকের পাণ্ডুর ছায়ায় আপনার কাজের মনটা ঢেকে ফেলেছে। এ মেঘ কাটিয়ে ফেলুন—ভয় কি আপনার ?

আকাশের ঐ মেঘটুকু সর্‌তে না সর্‌তেই দেখ্‌বেন, শক্তির হিমালয়কে ধূলির অধম করে' দেবো।

শ্রুত। একাই সব কর্‌বেন? পার্‌বেন তো? লোক চাই তো বলুন, লোকের অভাব নেই।

সত্য। হা—হা—হা একটা দুর্ব্বল রুগ্ন জরদ্গবকে নিঃকেশ করতে আবার দোসর চাই?—গলায় দড়ি! আর দোসরের দরকার হ'লেও তা চাই না। আমার প্রতি যা অত্যাচার অন্যায়—তার তুলনায় অপরের প্রতি যা, তা কিছুই কিছু নয়। অপরের পক্ষে হবে নরহত্যা করে' পাপ—আমার হবে শত্রুনিধন—বৈরনির্য্যাতন করে' পুণ্য অর্জ্জন।

শ্রুত। বেশ তবে আমি ওদিক আগ্‌লে রইলাম—আপনি এই পথ ধরে যান্—ঠিক মাঝের ঘর—

(উভয়ের ভিন্ন ২ দিকে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

ভাষাকরের বাটীর পশ্চিমাংশ—অলিন্দ। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অলিন্দের দৃশ্য অতি অস্পষ্ট।

(ভাষাকর চিন্তামগ্নভাবে অলিন্দসংলগ্ন শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন)

ভাষাকর। (অর্দ্ধস্বগত) বাহিরে যেন শীত শীত বোধ হচ্ছে। একি! চাঁদ আকাশের প্রহরায় এত শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়্‌লো নাকি? ও —মেঘে ঘিরেছে। কি জানি আমার অতি-সতর্ক প্রহরীদের দশা ঐ চাঁদের মত হবে না! ··· ··· সত্য!—এই না-আলো না-আঁধার, এ বড় ভয়ানক। এই সময়েই তো, শুনি, প্রেতমূর্ত্তি সব দুর্ব্বলকে জড়িয়ে ধরে, বিশ্বাসঘাতক সব গুপ্তছুরি উঁচিয়ে তোলে—

সত্যজিৎ। (অস্বাভাবিক পরুষকণ্ঠে) আর অত্যাচারীকে যমসদনে পাঠিয়ে জগতে পাপের ভার লঘু করে।

ভাষাকর। (চমকিত হইয়া) একি! তবে তো আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। (দৃঢ়স্বরে) কে তুই ছদ্মবেশী নরাধম?

সত্য। তোমার য-ম—

ভাষাকর। (উচ্চৈঃস্বরে) শ্রুতঞ্জয়—চতুর্ভুজ—শিবশঙ্কর—

সত্য। হা—হা—হা—ভাষাকর আচার্য্য তা হ'লে সত্যই ভয় পায়। বড় দুঃখ, তোমার যারা বিশ্বস্ত তারা আজ আমারই অনুগত।

(ভাষাকর পার্শ্বদ্বার দিয়া প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিলেন)

সত্যজিৎ। যাবে কোথায়? নড়েছ কি একেবারে যমালয়।

ভাষাকর। রসনা সংযত করে' কথা ক' নরাধম! জানিস্ আমি কে—আমি কি? এই বুড়ো হাড় ক'খানা দেখ্ছিস্—দুর্ব্বল দীর্ণ জীর্ণ অপটু! এরই মধ্যে সমস্ত রাজ্যের সমস্ত মগধের দুর্জ্জয় বিপুল শক্তি। ডাক্ তোর কসাই ভাইদের, দেখি, পৃথিবীতে এমন কোন্ মাতৃদ্রোহী নরপশু আছে যে এই বুড়ো হাড় ক'খানার লোভে তার জন্মভূমি—তার মা'র বুকে ছুরি বসাতে সাহস করে?

সত্যজিৎ। কেউ না থাকে আমি আছি বৃদ্ধ! জান কি, আমার মাথায় কি কলঙ্কের ছাপ দিয়েছ? আমার একলব্যের সাধনা—তীর আমার ভ্রষ্ট হয় না।

ভাষাকর। আঃ বাঁচ্লাম! অর্থলোভী নরঘাতকের ইতর ছুরির ইতর আঘাত হ'তে বেঁচেছি, ভাগ্য বল্তে হবে। কে তুমি বাপু? তোমার প্রতি কি এমন অন্যায় করেছি?

সত্যজিৎ। কি অন্যায়? —তার অভিধান আছে কি, বক-ধার্ম্মিক?

ভাষাকর। সংযত হয়ে কথা কও বাপু! জেনো নিজের বিশ্বাস সব সময়ে বিশ্বাসী নয়, সে মিথ্যা পথেও নিয়ে যায়।

সত্যজিৎ। আর সেই বিশ্বাসে সে সত্যপথই দেখ্তে পায়।

ভাষাকর। সে সত্য তার অহঙ্কারের চোখে। জেনো অপরের ধারণায় আমি যা, আমি তা নই, আমার চলা-ফেরা সাধারণ ধারণার অনেক দূরে—অনেক উঁচুতে।

সত্যজিৎ। থাক্ তোমার ও ভণ্ডামি! তোমার কাজ তোমাকে অনেক নীচুতে ধরিয়ে দেছে, বৃদ্ধ! গত বিদ্রোহের কথা মনে করে' দেখ। অপরাধী যুবকগণের মধ্যে একজনের প্রতি কি বিচার করেছিলে মনে পড়ে?

ভাষাকর। ও—তাই বটে! হ্যাঁ—তাইতো—(সত্যজিতকে এতক্ষণে চিনিতে পারিলেন)

সত্যজিৎ। দয়াপরবশ রাজমন্ত্রী তুমি ধর্ম্মাধিকরণের সম্মান না রেখে রাজার অজ্ঞাতসারেই তাকে মগধ হ'তে সরিয়ে দিয়েছিলে—কিন্তু সে দয়া কি সে যুবক তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল? ·········দয়া! দয়ার নাম নিয়ে আদিম অসভ্য মনুষ্যেরও অধম নিষ্ঠুরতা—চিরজীবন নির্ব্বাসন! অসীম দয়া!

ভাষাকর। ও—বুঝেছি, ধর্ম্মাধিকরণে বিচার হ'লে অপর বিদ্রোহিগণের মত মুক্তির আদেশ সম্ভব ছিল বোধ হয় (শ্লেষের সহিত)—যদিও সহযোগিগণের অপরাধের সমষ্টি অপেক্ষা তোমার ব্যক্তিগত অপরাধ অনেক অধিক প্রমাণ হতে পার্‌তো! বেশ—তারপর—

সত্যজিৎ। তারপর? তারপর সাতবৎসর পরে তাকে বন্দী করে' এনে—হঠাৎ কল্পতরু রূপে তার মাথায় আশীর্ব্বাদী ফুলের বাদল বর্ষে' দিলে—বিবাহের সাহানায় এক মুহূর্ত্তে তার চোখে পৃথিবীতে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়ে তুল্‌লে—

ভাষাকর। বটে—বটে—বধ করাই তো তখন উচিত ছিল।

সত্যজিৎ। খুব ভাল ছিল।

ভাষাকর। বড়ই অন্যায় করেছি তো বাপু! দয়ায় যে এত অনর্থ—আর তোমার অভিধানে সে দয়ার যে এত কদর্থ, তাতো জানা ছিল না বাপু!

সত্যজিৎ। এর নাম দয়া? রাজপ্রসাদলোভী স্বার্থপর নীচাশয়! দয়ার পবিত্র নাম নিতে লজ্জা করে না? বিচারে রাজদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড—সে তো ছিল ভাল! সেই গৌরব-মৃত্যুর কবল হ'তে জোর করে' টেনে

এনে কপালে আজীবন ঘৃণার মুক্তি-পত্র বেঁধে দিয়েছ, সে দয়া দেখাতে না নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে? পবিত্র বিবাহের ভাণ দেখিয়ে তোমারই মত কুক্কুর-বৃত্তি এক রাক্ষসী কুহকিনীর সঙ্গে এক অজ্ঞাত-কুলশীল দরিদ্র যুবকের অঞ্চল বেঁধে দিয়েছ, সে দয়া দেখাতে?—না লোক সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে' কৌশলে রাজার গণিকা সংগ্রহ করতে?—রাজার তুষ্টি সাধন করে' নিজের মন্ত্রিত্ব, প্রভুত্ব আমরণ অটুট রাখতে? চমৎকার তোমার দয়া! কন্যার ব্যভিচারের উপায় উদ্ভাবনেই যার সৃষ্টি! চমৎকার তোমার কন্যা! সতীধর্ম্মের মুখোস্ পরে' ব্যভিচারেই যার একমাত্র দৃষ্টি! চমৎকার আমি নরাধম! স্বামী নাম ধরে' পত্নীর উপপতি-সেবায় হীন প্রাণধারণই যার একমাত্র ইষ্টি!

(মুখাবরণ খুলিয়া ফেলিল)

ভাষাকর। এ যদি তোমার সত্য বলে'ই ধারণা, তবে এখনি তার প্রতিশোধ নাও বৎস! এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি! কিন্তু একটা কথা—ঐ চাঁদ দেখ, ঐ চাঁদের মত তোমার দৃষ্টিও কুহেলিকায় বদ্ধ। তোমার প্রতি ঘৃণা কি বৎস, তোমার সৎসাহসের প্রশংসা করতে আমার চতুর্ম্মুখ লাভেও পূর্ণ তুষ্টি হয় না, প্রাণাধিক! জানো কি কোন্ রাজরূপী অত্যাচারী লম্পট রাবণের পাপ-আলিঙ্গন হ'তে আমার মা জানকীকে রক্ষা করতে আমি বালকবীরের সৎসাহসের উপর কতদূর নির্ভর করেছি? আমি স্বার্থপর সত্য, তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু জানতে পেরেছ কি বালক! যে দুষ্ট মায়ামৃগের ছলনায় পাপ রাবণের করাল কবলে তোমার জানকীকে আজ পরিত্যাগ করেছ—সে দুষ্ট—সে কপটী আজ তোমায় কি হীন স্বার্থপর বলে' ঘৃণার জগতে পরিচিত করছে?

সত্যজিৎ। অ্যাঁ—তবে কি এ সব একটা চক্রান্ত?

ভাষাকর। আমি সব জান্‌তে পেরেছি বৎস! কুহেলিকায় তোমার দৃষ্টি বদ্ধ—তাই মর্য্যাদাজ্ঞান একেবারে হারিয়ে ফেলেছ। আত্মমর্য্যাদা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি মর্য্যাদা, সর্ব্বোপরি নারীর প্রতি মর্য্যাদা সব নষ্ট করতে চলেছ। কিন্তু সতীর মর্য্যাদা সতীই চিরকাল রেখে আস্‌ছেন, আজও তাই রেখেছেন। নইলে অশোকবনে অসহায়া সীতা অত্যাচারের ছায়াস্পর্শেও তিলমাত্র কলঙ্কিনী ন'ন কেন? প্রকৃষ্ট প্রমাণ চাও? (উচ্চৈঃস্বরে) জয়শ্রী, জয়শ্রী, মা জয়শ্রী!—একবার উঠে এসো তো মা!

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

সত্যজিৎ। এ কি স্বপ্ন—না মায়া—না মতিভ্রম? জয়শ্রী—সহ-ধর্ম্মিণী – প্রিয়তমা—

জয়শ্রী। হ্যাঁ আমি জয়শ্রী, তবে যে ধর্ম্ম-আচরণে পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, আমি তা নই। সহধর্ম্মিণীও নই—প্রিয়তমাও নই। স্বামীর প্রিয়—স্বামীর প্রিয়েরও প্রিয়—স্বামীর নিজের প্রাণ। আমি এখন পৃথিবীর চোখে একটা পূতিগন্ধভরা ঘৃণার প্রেতিনী—অভিশাপগ্রস্তা লোকলজ্জার স্বৈরিণী কালভুজঙ্গিনী! ওঃ—বজ্র তুমি কোথায়?

(ভাষাকরের বক্ষে মুখ লুকাইল)

ভাষাকর। শুন্‌ছো? স্বামীর নীচতায় নারীর স্থান কোথায় বুঝ্‌তে পাচ্ছো?

সত্য। খুব পাচ্ছি। (ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত উত্তেজিতভাবে) এ অনর্থ—এ গরলের সন্ধান দিয়েছেন আপনি। স্ত্রীর নিকটে স্বামিনিন্দায় পটুত্ব না দেখালেও পৌরুষ নষ্ট হয় না।

ভাষাকর। (মৃদুহাস্যে) আমার পৌরুষ কি বৎস! আমি আমার ক্ষুদ্র শৃগালত্ব নিয়েই জগতের মধ্যে খুসী, আর সেই অপৌরুষের পদবীতেই

তোমার সহধর্ম্মিণী-প্রমুখাৎ তোমার নীচতার কাহিনীতেও তিলমাত্র আস্থাবান্ হইনি প্রাণাধিক! পৌরুষ তো তোমাদের—বন্ধুত্বও তোমাদের যুগের।

জয়শ্রী। তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ধুন্ধুমারের মুখেই তোমার চরিত্র—

সত্য। আমার চরিত্র ?

জয়শ্রী। তোমার নীচতা—

সত্য। নীচতা ?

ভাষাকর। হ্যাঁ—সে কথা তো ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম বৎস! রাজদ্রোহী তুমি রাজপ্রসাদ ভিক্ষা করে' স্বেচ্ছায় তোমার সহধর্ম্মিণীকে লম্পট রাজার তুষ্টিসাধনে—

সত্য। (ভাষাকরের কথায় বাধা দিয়া) অ্যাঁ—কি বল্‌ছেন? এ যে ঘোর চক্রান্ত, ভীষণ প্রতারণা! ধুন্ধুমার? —বিষকুম্ভ পয়োমুখ!—

ভাষাকর। শুধু তাই নয়, দৃষ্টি তার তোমার পবিত্র মন্দিরের উচ্চ আসনে। তোমার শবদেহের পাদপীঠ ব'য়েই যে তাকে সেখানে উঠ্‌তে হবে, এটাও এই সঙ্গে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর—কারণ এটা অকৃত্রিম বন্ধুতার যুগ।

সত্য। বজ্র তুমি কোথায়? জয়শ্রী, প্রিয়তমে! আমি অতি হতভাগ্য। আমায় ভাল না বাসো, আমার দুর্ভাগ্যে অন্ততঃ তিলমাত্র দয়া কর। গুরুদেব! আমি অন্ধ, আমায় ক্ষমা করুন।

(পদতলে পতন)

ভাষাকর। শুধু ক্ষমা কেন বৎস, তোমায় রক্ষা কর্‌বো।

সত্য। (চমকিত হইয়া) রক্ষা! রক্ষা আমাকে? কি বল্‌ছেন?

আপনি এখন আপনাকে রক্ষা করুন—জয়শ্রীকে রক্ষা করুন। হত্যা আজ আপনার সকল দ্বারে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। শীঘ্র উপায় দেখুন —শীঘ্র—বিলম্বে বিপদ—ভয়ানক বিপদ। ··· ··· তাই তো কথায় কথায় অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বুঝি তারা এসে পড়্‌লো—

জয়শ্রী। কে?—কে?—কারা?

ভাষাকর। চুপ্!

জয়শ্রী। হত্যা কি? কি বল্‌ছেন বাবা!

ভাষকের। চুপ্ নিশ্বাসের শব্দটী পর্য্যন্ত নয়। ঐ দরজায় কাণ খাড়া করে' শোনো দেখি, সত্যজিৎ!—ওদিকের পথ কি নিরাপদ্?

(পূর্ব্বদিকের দ্বার দেখাইলেন)

সত্য। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিয়া) কোন পথই আর নেই। কিন্তু তা'তে কি? আসুক তা'রা। আমায় হত্যা না করে' আপনার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বে?—সাধ্য কি তাদের?

ভাষাকর। বীরত্ব দেখান' হবে বটে—কিন্তু তাতে ফল কি? সে যেন হবে—শত্রুকবলিত দুর্গের মধ্যে দুর্গরক্ষীর অনর্থক অসির আস্ফালন। ··· ··· তাই তো (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তাই তো······হাঁ তাই বটে। (সত্যজিতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) তোমাকে এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারি বোধ হয়?··· ···তা পারি। (সহসা সামান্য উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ—আমার সকল প্রহরীই আজ তোমার অনুগত?

সত্যজিৎ। সকলেই।

ভাষাকর। আমার অতি-বিশ্বাসী দেহরক্ষী শ্রুতঞ্জয়?

সত্য। সে তো এক রকম সর্দ্দার।

ভাষাকর। চমৎকার! নীচকুলে শ্লাঘ্যপদবী!—ঠিকই হয়েছে।

……নীচ সে নীচ, পদবী তার যতই উঁচু হোক্ না কেন! তবে আর সিংহের আস্ফালন নয়—শৃগালের ধূর্ত্ততাই একমাত্র অবলম্বন।

জয়শ্রী। ও কি—ও কিসের শব্দ, বাবা! এ কি, অস্ত্রের ঝন্ঝনা!

ভাষাকর। ভয় নেই, আমার সঙ্গে চল। বাহিরে যখন মুক্ত বাতাসের সব আশ্রয় বন্ধ হয়ে' আসে, নিজের ঘরের বদ্ধ কোণটীই তখন একমাত্র আশ্রয়রূপে মুক্তদ্বার হয়ে দাঁড়ায়।

(নেপথ্যে অস্ত্রের ঝন্ঝনা)

জয়শ্রী। ঐ তারা আস্ছে—বুঝি তাদেরই অস্ত্রের শব্দ!

ভাষাকর। চুপ্! আয় তোরা প্রেতভূমির কুক্কুর সব। রক্তের তৃষ্ণায় রক্তবর্ণ চক্ষু তোদের নিজেদের দংশনেই অন্ধ হ'য়ে পড়্বে—ভাষাকর তার শক্তিসাধনায় নিজের আসনে অটল হয়ে'ই থাক্বে। হা—হা—হা—

(জয়শ্রী ও সত্যজিৎকে লইয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা টানিয়া দিলেন)

বাহিরে শ্রুতঞ্জয়। এই পথে—এই পথে—ওদিকে নয়—ওদিকে নয়—

কেহ কেহ। অন্ধকারে নজর ঠিক চল্ছে না।

কেহ কেহ। আঃ ঘাড়ে পড়ো না, সাম্লে চল!

কেহ কেহ। হা—হা—হা—কি মজা! শৃগালের আজ শেষ দিন।

কেহ কেহ। লোকটা একা পার্বে তো, মশায়?

(কতিপয় ষড়্যন্ত্রকারির সহিত শ্রুতঞ্জয়ের প্রবেশ। সকলের আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত।)

শ্রুত। নিশ্চয়, সত্যজিৎ প্রকৃত বীর, সন্ধান তার ক্ষিপ্র—অমোঘ।

১ম ষড়্যন্ত্রকারী। কিন্তু যদি দৈবাৎ—ধরুন—

শ্রুত। এতে আর দৈবাৎ নেই, সে সাক্ষাৎ পুরুষকার। শৃগাল সহস্রচাতুরীর বিবরে আশ্রয় নিলেও মরণব্যাধের হস্তে আজ তার নিস্তার নেই।

(প্রশস্ত গৃহদ্বারের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা অপসারণ করিয়া উন্মুক্ত অসি-হস্তে সত্যজিৎ দ্রুত প্রবেশ করিল। দৃশ্য—ক্ষীণদীপালোকিত গৃহমধ্যে ভাষাকর নিদ্রিতের ন্যায় শয়ান।)

সত্যজিৎ। (উৎফুল্লভাবে) জয়! যুবরাজের জয়! ভাষাকরের নিপাত হয়েছে।

সকলে। কোথায়—কোথায়—কোন্ ঘরে?

সত্য। ঐযে—ঐযে—ঐ শয্যায়—

(শ্রুতঞ্জয় গৃহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, উন্মুক্ত অসি হস্তে সত্যজিৎ তাহার অনুসরণ করিল)

শ্রুত। (দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে) চোখ্ দুটো কি খোলা রয়েছে?

সত্য। শুধু কি খোলা? ঠিক সেই রকম কুটিল—

শ্রুত। মৃত্যুর ভারেও ক্লান্ত নয়? অদ্ভুত জীব বটে?

সত্য। দেখ্‌লে বল্‌বেন, যেন চেয়ে রয়েছে। চলুন এগিয়ে চলুন, ভয় কি?

শ্রুত। না, চোখোচোখি দাঁড়াতে পার্ব্বো না।

সত্য। সে কি?—অদ্ভুত তো! মরে গেছে, ভয় কি?

শ্রুত। মাফ কর্ব্বেন, জীবন্তে কখনো সে চোখের দিকে তাকাতে পারি নি, আজ মৃত্যুর কালিতে সে বুঝি আরো ভয়ানক।

১ম ষড়্‌যন্ত্র। আপনার বিলম্ব দেখে আমরা একটু ভয় পেয়েছিলাম।

শ্রুত। (ফিরিয়া) সত্য—ভয় হবারই কথা।

সত্যজিৎ। (সহসা উত্তেজিতভাবে) বিলম্ব?—হাঁ বিলম্ব হয়েছে বটে। কিন্তু (শ্রুতঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া) সব দিক রক্ষা করেছি—আপনার কথা মতো। বৃদ্ধের ঘুম না আসা পর্য্যন্ত আমায় অপেক্ষা কর্‌তে হয়েছে। যেমনি ঘুমিয়ে পড়া, অমনি গলা টিপে ধরে' একেবারে নিপাত। এক ফোঁটা রক্তের দাগ পাড়ি নি, ভয় নেই, সন্দেহের পথ একেবারে বন্ধ।

সকলে। বাহাদুরি বটে! বাহাদুরি বটে!

সত্য। (ব্যস্ততার সহিত) এখন যুবরাজকে এ শুভ সংবাদ দিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না হয়। মনে রাখ্‌বেন তিনি এ সংবাদ নিতে জেগে বসে আছেন—সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে।

শ্রুত। আপনি যাবেন না? এ মুদ্রা তো আপনার প্রাপ্য?

সত্য। (পৈশাচিক হাস্যে অতিমাত্র উত্তেজিতভাবে) আমার প্রাপ্য? কে দেবে? কে দিতে পারে? আমার যা, তা আমাকেই সংগ্রহ করতে হবে। তবে অর্দ্ধেক প্রাপ্য পেয়েছি—আমার ইহলোকের বৈরনির্য্যাতন সাধন করেছি,—অর্দ্ধেক এখনো বাকী—পরলোকে—প্রেতলোকে আবার ঐ দুরাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করে' আদায় কর্‌বো—হাঁ—এ নিশ্চয়—পরলোকেও তার নিস্তার নেই। হা-হা-হা—

(রুদ্রপৈশাচিকমূর্ত্তিতে গৃহকবাটবক্ষে তরবারিফলক বিদ্ধ করিয়া তৃষ্ণাতুরের ন্যায় অঞ্জলি দ্বারা পানীয় গ্রহণের অভিনয় করিতে লাগিল ও শ্রুতঞ্জয় প্রভৃতি সত্যজিৎকে উন্মত্ত মনে করিয়া দূরে সরিয়া গেল)

কেহ কেহ। খুন চেপেছে—খুন চেপেছে।

কেহ কেহ। এই তো বেশ কথা কইছিল হে—হঠাৎ এমন মাথা গরম?

কেহ কেহ। লোকটা ওই ধাতের—আমার ও জানা আছে।

কেহ কেহ। সব দিক আর রক্ষা কর্‌ছে কই? গোলমাল তো নিজেই কর্‌ছে।

কেহ কেহ। মর্‌বে—মর্‌বে। (শ্রুতঞ্জয়ের প্রতি) নিন্, চলে আসুন, মরুক্‌গে যাক্।

সত্যজিৎ। (আপন মনে) ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে, হা—হা—হা—এ আমার মড়া—এ আমার মড়া!

শ্রুতঞ্জয়। (সত্যজিতের প্রতি) মশায় কর্‌ছেন কি? চলে আসুন!

সত্যজিৎ। বটে? প্রেতলোক থেকে এসেছ সব? নিয়ে যাবে আমার খাবার? বটে? দাও—যুদ্ধ দাও— (অসিগ্রহণ)

কেহ কেহ। ওর কাছে থাকাই এখন বিপদ, দেখ্‌ছেন না খুন চেপেছে।

কেহ কেহ। মর্‌বে—খুন করে' আবার বাহাদুরি!

শ্রুতঞ্জয়। ওই জন্যেই তো ওকে এগিয়ে দেওয়া। মর্‌তে ওই মর্‌বে, আমাদের কি?

(সকলের প্রস্থান)

সত্যজিৎ। (পৈশাচিক হাস্যে) হা—হা—হা—হা—

(দ্রুত পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি তৃতীয় প্রহর। স্থান—ধুন্ধুমারের বাটী।

দৃশ্য—বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ।

(প্রভাকর ও লম্বোদর কথোপকথন করিতে ২ প্রবেশ করিল)

প্রভাকর। বুঝ্‌তে ঠিক পাচ্ছো না লম্বোদর ?

লম্বোদর। বোধ হয় ঠিক পাচ্ছি না। আমার মতে এই সত্যজিৎটাকে আপনাদের এ গুহ্য ব্যাপারে টেনে না আনাই ছিল ভাল।

প্রভাকর। কেন ?—সত্যজিৎ লোকটার উপর তুমি অত চটা কেন বল তো ?

লম্বোদর। ম'শায়, লোকটা একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডা, তা'তে ভয়ানক রগ্‌চটা, ক্ষেপা হাতী বল্লেই হয়। এ সব হ'ল সূক্ষ্ম ব্যাপার—"ধরি মাছ না ছুঁই পানি"—

প্রভাকর। তবে ? ··· ··· ও "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" হ'তে গেলে এই রকম একটা সত্যজিৎ চাই না কি ? গুণ্ডামি, দাঙ্গা হাঙ্গামার কাজ যা—তা'তে কি তুমি এগুবে ?

লম্বোদর। খুনোখুনি ব্যাপারে ?—বাপ্‌!—

প্রভাকর। তবে ? ··· ··· ভিতরের ব্যাপার যা,—এই ধর না ভজ্জিয়ানের সঙ্গে পত্রে যে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে, তার একটা কথাও সে জানে না, জান্‌বেও না।

লম্বোদর। (স্বগত) ঈশ্বর রক্ষা করুন—সে পত্রের একটা অক্ষরেও আমার কলমের কালি পড়ে নি। বাবা! সে তো খুনে চিঠি—ধরা পড়্‌লেই শূলে।

প্রভাকর। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছো?—না, ঠিক ধর্‌তে পার নি?

লম্বোদর। কতক কতক পার্‌ছি বটে, কিন্তু লোকটা আসলে ভণ্ডুর্কে, ভয়ানক চেঁচিয়ে কথা কয়।

প্রভাকর। তা জানি, সেই জন্য আজ বসন্তসেনার মজ্‌লিসে তাকে বাহিরে বাহিরে রেখেছিলাম। এমন কি পানভোজনের সময়েও ডাকি নি।

লম্বোদর। আহা, বেচারীকে কিন্তু এই রাত্রে দু-এক পাত্র দিলে মন্দ হোতো না। লোকটা আবার একটু পেটে পড়্‌লেই একেবারে নিথর পাথর—আর চেঁচামেচি নেই।

প্রভাকর। তুমি একটী আস্ত নিরেট। তাকে নিথর পাথর করে' ছেড়ে দিয়ে আমাদের লাভ?—সে যা চায় তাই পেয়েছে, তা জানো?—ভাষাকরের উচ্ছেদে সে হয়েছে গুণ্ডাদের সর্দ্দার।

লম্বোদর। কিন্তু ঐ শ্রুতঞ্জয় লোকটাকে আপনার কেমন বোধ হয়?—শেষ পর্য্যন্ত টেঁক্‌বে? (বিজৃম্ভন)

প্রভাকর। তোমার মাথা দেখ্‌ছি দস্তুর মতো গোলমাল হয়েছে। কবিরাজ দেখাও। তুমি কিসে বুঝ্‌লে শেষ পর্য্যন্ত টেঁক্‌বে না।

লম্বোদর। কি জানি, মন যেন ঠিক নিচ্ছে না। (বিজৃম্ভন)

প্রভাকর। বাজে কথা। কারণ দেখাবে এই যে সে ভাষাকরের নেমকের চাকর?—বেশ। তাহ'লে শ্রুতঞ্জয়ের ইতিহাসটাও একবার পাল্‌টে পড়। ······তার বাপ কি ছিল জান তো?

লম্বোদর। বিলক্ষণ!—ডাকুর ডাকু—বিশ্বডাকু। বাপ্‌! ছেলেগুলো এখনো নাম শুনে ডরিয়ে ওঠে।

প্রভাকর। তার উচ্ছেদের মূলে যে ঐ ভাষাকর—সেটা তবে তোমার অজানা নয়।

লম্বোদর। কিন্তু ছেলে তো তার ছেলেবেলা থেকেই ঐ ভাষাকরের চাকরীতেই এতকাল কাটিয়ে এসেছে।

(বিজৃম্ভন)

প্রভাকর। এসেছে—কিন্তু আর নয়। ডাকুর পুত আজ টাকার জোরে সমাজে জায়গা চায়, কিন্তু সে পথে কণ্টক তার ঐ বৃদ্ধ জরদ্গব—বুঝ্ছো? আমরা তাকে সমাজ দেবো, কুল দেবো, সব দেবো। এত পাওনা যখন, তখন সে শেষ পর্য্যন্ত না টিঁকে যায় না।

(ধুন্ধুমারের প্রবেশ)

ধুন্ধুমার। খবর ভাল—খবর ভাল।

লম্বোদর ও প্রভাকর। কি রকম—কি রকম ?

ধুন্ধুমার। জয়শ্রী আবার হাতছাড়া—এবার মহারাণী! নিজেই এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজার উঁচু মাথা লজ্জায় লুটিয়ে দিয়েছেন।

লম্বোদর। তবে?—ভাল আর কি রকম হ'ল ধুন্ধু? (বিজৃম্ভন)

প্রভা। শোনোই না।

ধুন্ধুমার। মহারাজ এখন তো ভয়ানক অগ্নিশর্ম্মা। এ আগুণে ও ভাষাকর, সত্যজিৎ দুজনেই পুড়্বে।... ..."শত্রুর উচ্ছেদ—যেন তেন প্রকারেণ"—খোলা হুকুম হয়ে গেছে।

লম্বোদর। তবে আর কি? পয়লা নম্বর শত্রুকে তো হুকুমের আগেই সাবাড় করা হয়েছে। রাজভক্ত আমরা, প্রভুর মুখের রা পেতে হয় না, মনের সাড়া পেয়েই কাজ সেরে রাখি।

ধুন্ধুমার। আর দুইএর নম্বর শত্রু সত্যজিৎ তো মরেই রয়েছে—এই পরওয়ানাতেই তার দফা রফা কর্বো।

লম্বোদর। ব্যস্—তা হ'লে আমাদের গুপ্তমন্ত্রভেদের পথটা

একেবারেই বন্ধ! আমার বড় ভয়—শ্যাম আর কুল দুই রাখ্‌তে গিয়ে ধপাস্ করে' না পড়ে' যাই। আ! বাঁচালে ধুন্ধু!

প্রভাকর। (উল্লাসে) আর, যে যুবক আমাদের পত্র নিয়ে গেছে, সে যদি ভ:জ্জয়ানের শিবিরে নিরাপদে পৌছে যায়, তা হ'লেই তো ধুন্ধু! আমাদের পাশার পড়্‌তা পড়ে' গেল।

ধুন্ধুমার। তা আর বল্‌তে?

লম্বোদর। বৃহস্পতি—একেবারে বৃহস্পতির দশা। (বিজৃম্ভন)

ধুন্ধু। কিন্তু আম'দের এখন একটু বেশী রকম সাবধান হ'তে হচ্ছে—অন্ততঃ পাটলিপুত্রের সীমানায় যতক্ষণ না ভজ্জিয়ানের নাগরায় ঘা পড়্‌ছে।

প্রভাকর। তা তো হ'তেই হবে।

ধুন্ধু। সমস্ত আট ঘাট বাঁধ্‌তে হবে—সকলের মুখ বাঁধ্‌তে হবে। রহস্যভেদ হয়েছে—কি, সেবারকার মত সব ভেস্তে যাবে।

প্রভা। তা তো বটে। এখন কি কর্ত্তব্য?

ধুন্ধু। শুধু সত্যজিৎ আর ভ.ষাকরের নিপাত নিয়েই স্থির থাক্‌লে চল্‌বে না—

প্রভা। তবে?

ধুন্ধু। আমরা হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছি, ফেরাবার পথ নেই। এখন স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে হ'লে যা চাই তা সবই কর্‌তে হবে। সে কর্ত্তব্য যতই নিষ্ঠুর হোক্।—বুঝ্‌তে পাচ্ছে'ন?

লম্বোদর। হেঁয়ালী ভাঙ্গো, ধুন্ধু, মত্‌লব কি সোজাসুজি বলো। (বিজৃম্ভন)

ধুন্ধু। এ মন্ত্রণায় যারা যারা সংশ্লিষ্ট, অথচ ঐ গুপ্তপত্রে যাদের স্বাক্ষর নেই, তাদের সকলেরই মুখ বাঁধ্‌তে হবে, বুঝ্‌তে পাচ্ছে'ন?

বসন্তসেনার বাটী থেকে ঐ জন্যে আজ রাত্রেই জাল গুটিয়ে নিতে বলেছিলাম।

লম্বোদর। আমি তো মনে মনে তোমার ওপর ভয়ানক চটে' গিয়েছিলাম। অত ভোজ্য পানীয় ছেড়ে তোমার মতো কৃপণের বাড়ীতে উঠে আসাতে মনে মনে তোমায় গাল দিচ্ছিলাম।

প্রভাকর। বসন্তসেনার বাটীতে তাহ'লে আর বসা নয়?—একেবারে নয়?

ধুন্ধু। সেখানকার আড্‌ডা তো তুল্‌তেই হবে — সেই সঙ্গে আপনার বসন্তসেনাটীকে আজ রাত্রেই সরিয়ে রাখ্‌তে হবে।—অন্ততঃ ভজ্জিয়ানরাজের না আসা পর্য্যন্ত। লোকে জান্‌বে 'সে আজ রাত্রে তার ভাইয়ের সঙ্গে দেশে রওনা হয়েছে,—বিশেষ কাজে।'

প্রভাকর। না—না, বসন্তকে সরিও না। সে আমায় সত্যই ভালবাসে।

লম্বোদর। আহা! ঠেকার নেই বল্লেই হয়। (বিজৃম্ভন)

প্রভাকর। তা' হ'তে রহস্যভেদ কোন কালেই হবে না।

ধুন্ধু। না হ'লেই ভাল, কিন্তু অতি সাবধান হওয়ায় দোষ কি? গল্পের মুখ—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির—জান্‌বেন সব সময় সাবধান থাক্‌তে পারে না।

প্রভা। কিন্তু—

ধুন্ধু। ভয় নেই, আমরা তার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার কর্‌ছি না। দিন কতক সে নিভৃতে থাক্‌বে—সঙ্গী পাবে না—এই যা কষ্ট।

প্রভা। না ধুন্ধু, বেচারীর বড় কষ্ট হবে।

ধুন্ধু। কি বল্‌ছেন আপনি? আপনার ভালই তার ভাল,—এ যদি সত্য হয়, তবে এ কষ্ট তাকে সহ্য কর্‌তেই হবে।—আর এ কষ্ট কি

সে কষ্ট মনে কর্‌বে? তবে ভালবাসাটাই কথার কথা।—না, আমি মেনে নিতে পারি না।

প্রভাকর। আহা, বেচারী আমায় বড় ভালবাসে।

লম্বোদর। আহা, বড় উদার, বড় যত্ন। কত ভোজ্য—কত পানীয়—সদাব্রত—সদাব্রত—

(একটা বালকভৃত্যের প্রবেশ)

বা, ভৃত্য। প্রভু, এক সৈনিক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়।

যুগপৎ {
লম্বোদর। (বিজৃম্ভন ও স্বগত) বাঃ! ছেলেটীর তো দিব্যি চেহারা। ধুন্ধুর পছন্দ তো বেশ!
ধুন্ধু। লোকটী কি রকম দেখ্‌তে?
}

বা, ভৃত্য। অতি কদাকার, কুৎসিত—ডাকাতের সর্দ্দার গোছের—কাঠখোট্টা—চোয়াড়। ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, মুখের কথা ভাল সর্‌ছে না, বেদম্ হাফিয়ে পড়েছে! তাতে যেন তাকে আরো কুৎসিত লাগ্‌ছে।

ধুন্ধু। ও—বুঝেছি। রক্ষীরা সব ঠিক আছে তো?

বা, ভৃত্য। ঐ চাতালটায় বসে' সব ধনুকের ছিলে পরাচ্ছে।

ধুন্ধু। ভাল, সৈনিককে নিয়ে এসো। (বালকভৃত্যের প্রস্থান) কাজ হাসিল দেখ্‌ছেন কি? সেই শ্রুতঞ্জয় ডাকাতটা পুরস্কারের লোভে বেদম ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।

প্রভাকর। তাই তো হে, বড় ভুল হ'য়ে গেল, মুদ্রার থলীটা তো ফেলে এসেছি।

ধুন্ধু। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? পুরস্কার তার মজুত হয়েই রয়েছে।

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্রুতঞ্জয়ের প্রবেশ)

শ্রুত। ম'শায় সব, কাজ হাসিল, ভাষাকর সরেছে।

প্রভা। সরেছে ?—সত্যি তো ?

শ্রুত। চন্দ্র সূর্য্যের মতো সত্য ম'শায়।—এখন আপনাদের কথা মতো কাজ হ'লেই ঠিক হয়। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—আর আপনাদের সমাজে আমার বিবাহ দিয়ে কুলকরণ।

ধুন্ধু। ভাষাকরের মৃত্যু আপনি ঘট্‌লো না তোমরা ঘটালে ?

শ্রুত। আমরা ম'শায় আমরা। ঘুমন্ত অবস্থায় গলাটিপে একেবারে সাবাড়। ভয় নেই—এক ফোঁটা রক্তের চিহ্নও রাখিনি, অস্ত্রের আঁচড়ও পাড়ি নি—সন্দেহের কোন পথই রাখি নি।

ধুন্ধু। (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) গলা টিপে মেরেছ ? কি পৈশাচিক, কি নিষ্ঠুর ! নরঘাতক নীচপশু ! ঘৃণিত নিষ্ঠুর হত্যার পুরস্কার চাও—বটে ?

(বংশীধ্বনি করিল)

(ছয়জন সশস্ত্র রক্ষীর প্রবেশ)

শ্রুত। সাবধান ! নিরস্ত হও—

ধুন্ধু। ধর গুণ্ডা বেটাকে—

শ্রুত। কি এতদূর ! (তরবারি নিষ্কাশন করিতে উদ্যত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন রক্ষীর বাধা প্রদান ও শ্রুতঞ্জয়কে বন্দীকরণ)

ধুন্ধু। বাঁধো—বাঁধো—

লম্বোদর। কড়াক্কড়—বেটা ডাকু

ধুন্ধু। মুখে দু-ফের্‌তা রশি লাগাও—মুখ বন্ধ করে' দাও।

লম্বোদর। বেটা খুনে—করম্‌চা-চোখো ডালকুত্তা—

শ্রুত। এই বুঝি পুরস্কার ? এই বুঝি কথামতো কাজ ? কি নরকে--কি মিথ্যাবাদী ?—ওঃ—ওঃ— (চেঁচাইতে লাগিল)

ধুন্ধু। চুপ্—চোয়াড়—চাষা।—

শ্রুত। (মুখের বন্ধন অবস্থায় অস্পষ্টস্বরে) বটে ?—কি জারজ ! কি ছোট লোক। ··· ·· বেশ ! আমার কাছে যা আছে—

ধুন্ধু। (উচ্চৈস্বঃর) সরিয়ে নিয়ে যাও—সরিয়ে নিয়ে যাও, একেবারে ঠাণ্ডা গারদে।

লম্বোদর। যাও—শীগ্‌গীর যাও ! বেটা বদ্‌-চেহারা, বিভীষণ !

(শ্রুতঞ্জয়কে টানিয়া লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান)

ধুন্ধু। যাক্‌—আর ভয় নেই। ও বেটাকে গারদেই পচ্‌তে হবে। —ও সত্যজিৎকেও তাই। আর আর যারা পয়সার লোভে এ কাজে লেগেছে, সবাইকে ঐ পয়সার জোরে দেশছাড়া করে' দিচ্ছি, ভাবনা কি ?

লম্বোদর। আঃ ! বাঁচ্‌লাম। এতদিনে ঘুমিয়ে বাঁচ্‌বো। ধুন্ধু, বাহাদুরী আছে ভাই। কি বুদ্ধি ! বাঃ ! বাঃ। ··· ··· দ্যাখো ভাই, নতুন করে'ই যখন সব পত্তন কর্‌ছো, আমাকেও একটা ভারিক্কি গোছের পায়া দিও।······দেখো ভাই শেষটা মনে রেখো। তবে আজ অনেক রাত্‌ হয়েছে। যুবরাজ, যদি অনুমতি করেন, একটু গড়িয়ে নিই। (বিজৃম্ভন) আমি আবার বড় ঘুমকাতুরে।

(যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া লম্বোদরের প্রস্থান)

প্রভাকর। যাক্‌—ভাষাকর সর্‌লেন। এখন বোধ হয় রাজদর্শনে আমার আর কোন প্রতিবন্ধক নেই।

ধুন্ধু। নিশ্চয় নেই। আপনাকে কাল সকালেই রাজদর্শনে নিয়ে যাচ্ছি জান্‌বেন। ভিতরে আমাদের যাই থাকুক, বাহিরে মেলা-মেশা কর্‌তে হানি কি ? এতে বরং আমরা নিজেদের কাজে অনেক পথ এগিয়ে যাবো।

প্রভাকর। ভাষাকর তা হলে নেহাৎই সর্‌লো। যাক্‌—আপদ্‌ শান্তি।

ধুন্ধু। আর জীয়ন্তই যদি তার ফের্‌বার পথ থাকে, জান্‌বেন, তাকে মরেই থাক্‌তে হবে, রাজা এখন তার প্রতি খড়্গহস্ত। তার জীবন যদি হয় তবে সে জীবন হবে তার অভিশাপ। সে নিজেকে রাখ্‌তে পার্ব্বে না, সত্যজিৎকে বাঁচাতে পার্ব্বে না, জয়শ্রীকে আগ্‌লাতে পার্ব্বে না, মগধকে সাম্‌লাতে পার্ব্বে না, আপনার সিংহাসনখানিও আট্‌কে রাখ্‌তে পার্ব্বে না। সে গেছে—গেছে—গেছে। সে বেঁচে উঠুক, দেখুক, সবই আমরা—সবই আমাদের।

(আনন্দে করতালি)

(বালকভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

বা, ভৃত্য। এক যুবক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।

ধুন্ধু। যুবক ?

বা, ভৃত্য। দেখ্‌তে সুশ্রী, ব্যবহারও অতি ভদ্র।

ধুন্ধু। আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস।

(বালকভৃত্যের প্রস্থান)

প্রভাকর। আবার কে এত রাত্রে ?

ধুন্ধু। আমাদেরই একজন। বোধ হয়, সেই সত্যজিৎ—

(ছদ্মবেশী বজ্রবাহুর প্রবেশ)

বজ্র। (রুদ্ধকণ্ঠে) মহাশয় !— (অভিবাদন)

ধুন্ধু। হা বিশ্বাসঘাতক, এখনো এখানে ?

বজ্র। ম'শায়—লজ্জায় আমার আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। শত্রুর গুপ্তচরে আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

ধুন্ধু। সর্ব্বনাশ ?—

প্রভা। গুপ্তচর ?

ধুন্ধু। কি বল্‌ছো ?

বজ্র। সত্য বল্‌ছি। পত্র হাতে নিয়ে ভগিনী বসন্তসেনার বাটীর বাহিরে পা দিয়েছি, অমনি সে শত্রু কোথা হ'তে এসে বজ্রশক্তিতে আমার হাত হ'তে সে পত্র ছিনিয়ে নিলে।

ধুন্ধু। } কি বল্‌ছো? পত্র হাত-ছাড়া?
প্রভাকর। } সর্ব্বনাশ! সব মাটী!

বজ্র। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তার অনুসরণ কর্‌লাম, সে অন্ধকারের প্রেত ব্যঙ্গহাস্যে মুহূর্ত্তে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, লজ্জায় আমি মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌লাম।

ধুন্ধু। তার মুখ দেখ্‌তে পাওনি?

বজ্র। আজ্ঞে না, আপাদমস্তক বর্ম্মে ঢাকা—

প্রভাকর। গেল—সব গেল—

ধুন্ধু। ব্যস্ত হবেন না। আপাদমস্তক বর্ম্মে ঢাকা? দীর্ঘ বাহু? গম্ভীর কণ্ঠস্বর?—

বজ্র। আজ্ঞে হাঁ।

ধুন্ধু। হয়েছে—এ সত্যজিৎ না হ'য়ে যায় না। সে ছাড়া আর তো কেউ তখন বাহিরে ছিল না।......কিন্তু সে কি করে' জান্‌বে যে তুমি আমাদের পত্র নিয়ে চলেছ? না—না, সে তো আমাদের পত্রের ব্যাপার কিছুই জানে না।

প্রভাকর। (উৎকণ্ঠিতভাবে) তবে?—বিপদ—সমূহ বিপদ—

ধুন্ধু। না—সে সত্যজিৎই হবে। সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন বাহিরে থাকৃতে পারে না, এ বিষয়ে আমি স্থির—নিশ্চিত।

প্রভাকর। সত্যজিৎ? অ্যাঁ—বলো কি? তবে তো লম্বোদর ঠিকই বলেছে।

ধুন্ধু। সত্যজিৎই বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস—সে ভুল করেছে।

যুবকের বিদেশীর পরিচ্ছদ দেখে শত্রুর গুপ্তচর মনে করেছে। যাই হোক্—ও পত্র তার কাছে থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

প্রভাকর। কোন ক্রমেই নয়।

ধুন্ধু। ভাষাকরেই তার ঘৃণা, ভাষাকরের মৃত্যুতেই তার শেষ। দেশের বিরুদ্ধে সে এক পা'ও এগিয়ে দাঁড়াবে না, এ নিশ্চিত।

প্রভাকর। সে পত্র যেমন করে' হোক্ তার হাত থেকে উদ্ধার করা চাই—

ধুন্ধু। হয় ভিক্ষা—নয় চুরি—নয় জোরজবরদস্তি—যেমন করে' হোক্। আর তা যদি না পারো, জেনো যুবক, তুমি বসন্তসেনার ভাই তবুও তোমার নিস্তার নেই।

বজ্রবাহু। সত্যজিৎ? বেশ!—দুটো দিন সময় দিন্, পত্র যেমন করে' হোক্ উদ্ধার করে' দেবো। (বজ্রবাহুর দ্রুতনিষ্ক্রমণ)

প্রভাকর। এবারও ফস্‌কালো!—নাঃ!—সব ভেস্তে গেল!—

ধুন্ধু। যাবে কি বলুন? এক সত্যজিৎ দেখে ভয় পাচ্ছেন? তার কি নিস্তার আছে? সে পৃথিবীর অপর প্রান্তে লুকিয়ে থাক্‌লেও তাকে টেনে আন্‌বো, তার মুখ বন্ধ কর্‌বো, যমের জাঁতায় তার মাথা পিষে ফেল্‌বো। গুপ্তমন্ত্র ভেদ?—পারে তো করুক্।—সে তো আমার হাতের পুতুল। ভয় পাচ্ছেন বৃথা। রাত্রি প্রভাত হোক্, দেখুন, মগধ কার জয়গানে জেগে ওঠে।

প্রভাকর। কিন্তু যদি সে পত্র একবার মহারাজের হাতে এসে পড়ে—

ধুন্ধু। কিছু ভয় নেই—প্রমাণ চাই। বুঝ্‌লেন—সে অনেক কথা। যাক্—আপনার বিশ্রামের সময় হয়ে এসেছে। বৃথা চিন্তায় শরীর মন নষ্ট কর্‌বেন না। মনে থাকে যেন, প্রভাতেই আমরা

আপনাকে সঙ্গে নিয়ে রাজদর্শনে যাবো। তবে আর বিলম্ব নয়, রথ প্রস্তুতই আছে। যে টুকু বিশ্রাম হয়, সে টুকুই লাভ।

প্রভাকর। রথ প্রস্তুত বটে, কিন্তু ঘুম আর হচ্ছে না। ঘুম আমার ঐ ছোক্‌রা কেড়ে নিয়ে গেল।

(অনিচ্ছার সহিত প্রভাকরের প্রস্থান)

ধুন্ধু। ভীরু, কাপুরুষ! এই হীনহৃদয়টার কাছে দাঁড়াতেও ঘৃণা হয়। কি কর্‌বো—যখন এগিয়েছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত সয়ে' যেতে হবে। তারপর তোমার দশা—

(নিকটে একটী গৃহপালিত নিদ্রিত কুক্কুরের গাত্রে পদাঘাত করিল, সে করুণ শব্দ করিতে করিতে সরিয়া গেল)

(বসন্তসেনা ও রক্ষিচতুষ্টয়ের প্রবেশ)

ধুন্ধু। এই যে সেনা!

বসন্ত। কই যুবরাজ কোথায়?

ধুন্ধু। শরীর অসুস্থ—এইমাত্র বিশ্রাম কর্‌তে গেলেন।

বসন্ত। তবে শিবিকা প্রস্তুত কর্‌তে বলো, আমি এখনি যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চাই।

ধুন্ধু। বৃথা চেষ্টা! আজ আর যুবরাজের সঙ্গে দেখা হবে না।

বসন্ত। সে কি? যুবরাজ আমায় এইমাত্র পত্রে জানালেন, বিশেষ প্রয়োজন?

ধুন্ধু। ভুল করেছ সেনা, সে পত্র আমিই লিখেছি, আমারই প্রয়োজনে।

বসন্ত। সে কি?

ধুন্ধু। পত্রের মর্ম্ম বোধ হয় ঠিক বুঝ্‌তে পার নি,—আমি চাই তোমাকে একটু নিরিবিলিতে রাখ্‌তে, অন্ততঃ পক্ষকাল। ভয় নেই!

বসন্ত। কি বল্‌ছো ধুন্ধু ?······সাবধান ! রসনা সংযত করে' কথা কও।

ধুন্ধু। রুষ্ট হ'বার কোন কারণ নেই সেনা—এই হ'ল রাজনীতি—

বসন্ত। তোমাদের নরকনীতি—

ধুন্ধু। তবে তাই। কে আছ ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

শিবিকাবাহকদের ফিরে যেতে বলো।

(প্রহরীর প্রস্থান)

রক্ষিগণ ! এই রমণীকে পশ্চিম মহলে পাতালঘরে রেখে এস। সেনা, তুমি নিশ্চয় ভয়ানক রেগেছ, আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছ। কিন্তু—কি কর্‌বো—স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে, যদিও জানি তুমি একান্তই আমাদের।

বসন্ত। যুবরাজেরও এতে সম্মতি আছে ?

ধুন্ধু। অসম্মতি থাক্‌লেই বা তাঁর চল্‌ছে কই ? তিনি তো পর্ব্বতের কিনারায় দাঁড়িয়ে—

বসন্ত। থাক্ আর কথার দরকার কি ? কোথায় যেতে হবে বলো। কিন্তু জেনো ধুন্ধু, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না—কখনও না, দেশদ্রোহী মাতৃদ্রোহীর পথে অনেক কণ্টক।

ধুন্ধু। এর অর্থ ?

বসন্ত। অতি সদর্থ। যারা আমাদের মত নটীর পাদুকারও অধম, আমাদের মত বারাঙ্গনার করুণায় যাদের বিলাসবাসনার হীন পরিপোষণ, সেই সব ভিক্ষাজীবী আগাছা নরপশু মাথা খাড়া দিয়ে উঠ্‌বে শক্তিমান্ পুরুষসিংহ ভাষাকর জীবিত থাক্‌তে ? হা—হা—হা—সূর্য্য তবে নিভে যাক্, চন্দ্র খসে পড়ুক, ধর্ম্ম লোপ পা'ক।

ধুন্ধু। ভাষাকর জীবিত থাক্‌তে সম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু তার মৃত্যুতে তা সম্ভব তো বটে? বেশ! তবে শোন, তোমার আদর্শ-পুরুষের চরম করেছি—এই মুহূর্ত্তে।

বসন্ত। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! এখনও বল্‌ছি মিথ্যা কথা!

(সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী শিক্ষিত পারাবতকে ছাড়িয়া দিল)

ধুন্ধুমার। অ্যাঁ—এ কি? কই, কে আছ? শীঘ্র ঐ পারাবতের গতি লক্ষ্য করে' ছুটে যাঃ—যেরূপে পারো ঐ পাপপক্ষীর মৃত দেহ নিয়ে এস। পাপীয়সি বিশ্বাসহন্ত্রি, অন্ধকূপে তোমার প্রেম অভিনয় কর গে।

বসন্ত। আমি প্রস্তুত। তবে তুমিও আস্‌বে—নিশ্চয় আস্‌বে—তোমাকে সেই অন্ধকূপের দরজায় দাঁড়িয়ে আমারই করুণা ভিক্ষা কর্‌তে হবে। এ প্রকৃতির পরিশোধ।

(রক্ষিগণ বসন্তসেনাকে বন্দী করিল, বসন্তসেনার গর্ব্বোন্নত বদনের প্রতি ধুন্ধুমার দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিল না)

(দ্রুত পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—প্রত্যূষ। দৃশ্য—মন্দিরসম্মুখ।

বজ্রবাহু।

বজ্রবাহু। এত খুঁজ্‌লাম, কোথাও সত্যজিতের সন্ধান মিল্‌লো না। জরাসন্ধনগরের বাড়ীতে গেলাম, সেখানে তার বিবাহ হয়েছিল জান্‌তাম, আশ্চর্য্য! সেথায় জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই—সে এখন ভূতের বাড়ী বল্লেই হয়। (অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া অবসন্নভাবে বসিয়া প'ড়ল)

(কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) মা লক্ষ্মী কি আমার প্রতি এতই বিমুখ? না ····এ অপমান আর রাখ্‌তে পারি না। শূন্য হাতে ফিরবো কেমন করে'? না—আমার মৃত্যু হোক্—ধ্বংস হোক্—বিফল জীবন আর ধর্‌তে পারি না। (হস্তে মুখ ঢাকিয়া মন্দির-সোপানে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধশয়ানভাবে অবস্থান। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা বেগে উঠিয়া মন্দিরের দ্বারের নিকটে গমন) মা! মা! তোর চরণ-প্রান্তে এ দুর্ভাগ্য কি অপরাধ করেছে মা, যে সন্তানের মাথায় এমন লজ্জার লাঞ্ছনা এঁকে দিলি? ······

(পূজা শেষ করিয়া ভাগ্যদেবী মন্দিরের বাহিরে আসিলেন)

ভাগ্যদেবী। কি ভাব্‌ছো বৎস?

বজ্র। এ কি মহারাণী! মা রাজ্যেশ্বরী

(সসম্ভ্রমে ও সসঙ্কোচে উঠিয়া দাঁড়াইল)

ভাগ্যদেবী। ভয় কি বৎস! আমি মহারাণী কিন্তু আমি তোমার মা। মাকে দেখে এত সঙ্কোচ কেন? বলো তোমার কি দুঃখ। তোমার মুখ দেখে মনে হয়, ব্যর্থতার পথে ছুটোছুটি করে' মনের বল হারিয়ে ফেলেছ।

বজ্র। (দীননেত্রে ও করুণকণ্ঠভঙ্গীতে) মা, সত্যই আমি মনের বল হারিয়ে ফেলেছি। (দুই হস্তদ্বারা মুখ ঢাকিয়া অবনতজানু হইয়া ভূমিতে উপবেশন)

ভাগ্যদেবী। কেন?—এ দুর্ভাগ্য কিনলে কেন? এ তো তোমার নিজেরই কেনা। মনের বল হারাণো কত বড় পাপ তা জানো কি বৎস? মনের বল হারাণো—সে তো নিজের ইষ্টদেবতায় অবিশ্বাসী হওয়া, নিজের মহান্ আদর্শে লক্ষ্যহীন হওয়া, নিজের ক্রমোন্নতির পথ হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে' অধম দারিদ্র—রসাতলকেই বরণ করে নেওয়া। নরক্ আর কোথায়? সব তো এইখানে। ওঠো বৎস! ইষ্ট বস্তুতে একাগ্র হও, সেই মন্ত্রই জপ কর, শক্তিময়ীর শক্তি পেতে কি আর বাকী থাকবে?

বজ্র। মা, হাতে পেয়েও সে ইষ্ট হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের বড় দুর্দ্দিন—নইলে আজ আমি কর্ম্মদোষে আমার দেশ আমার দেবতাকে দানবের হাতে তুলে দেব কেন? মা, মা! আমি কোন্ মুখে আর ফিরবো?—কি গৌরবে গুরুদেবকে আর এ মুখ দেখাবো?

ভাগ্য। ভয় কি? আবার পাবে—তবে বিশ্বাস হারিও না, বল টুটিও না। কত যায়, কত আসে, তা'তে কি? জীবন তো আমাদের নিত্যব্যর্থতায় নিতান্ত নিস্ফল। কিন্তু শক্তিময়ীর লীলা এমনি—আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে ধরবার জন্য এই জন্মমৃত্যুর বিঘ্নবহুল রন্ধ্রপথ দিয়েই ছুটো-ছুটি করতে হবে, কতবার হবে—কে জানে? এ পথের একমাত্র সম্বল

—মনের বল—আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস। সে ঐ শক্তিময়ীরই দান—মহাদান; সে দানের গৌরবেই তুমি আজ মানুষ—প্রকৃতির পরম বলবান্ ধনবান্ জ্ঞানবান্ প্রিয় সন্তান।

বজ্রবাহু। মা! মা! শক্তিময়ী মা আমার! তোমার আশ্বাসবাণীই আমার শক্তি হোক্—সাহস হোক্—বল হোক্। পদধূলি দাও মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন ইষ্টদেবতাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার কর্‌তে পারি, মানুষ বলে' পরিচয় দিতে পারি, তোমাকে আবার মা বলে' ডেকে ধন্য হ'তে পারি।

(প্রণাম ও দ্রুতবেগে নিষ্ক্রমণ)

ভাগ্যদেবী। যুবক সত্যই বলেছে। আজ আমাদের সত্যই বড় দুর্দ্দিন! রাজা ক্রিয়াহীন, মন্ত্রী বিশ্বাসহীন, প্রজা ভক্তিহীন, রাজ্য লক্ষ্যহীন—সত্যই আজ ঘোর দুর্দ্দিন। শক্তিময়ী কৃপা কর মা, তোমার কৃপা বিনা এ দুস্তরে নিস্তার দেখি না।

(পুনরায় মন্দিরের মধ্যে গমন ও মন্দিরদ্বাররোধকরণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

দৃশ্য—অজাতশত্রুর প্রমোদ-উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে লতাকুঞ্জ, কুঞ্জাভ্যন্তরে পুষ্পবেদী।

প্রভাকর, প্রভাকরের পার্শ্বচরগণ ও সামন্তগণ।

(ধুন্ধুমারের প্রবেশ)

প্রভাকর। কি রকম দেখ্‌লে?

ধুন্ধু। বারো-আনাই আমাদের অনুকূল।

প্রভাকর। ভাষাকরের মৃত্যু-সংবাদে মহারাজ বিচলিত হন্‌নি তো?

ধুন্ধু। অদ্ভুতপ্রকৃতির জীব। জয়শ্রীর মুখ মনে পড়্‌তেই হাসির রাসপূর্ণিমা ছড়িয়ে পড়্‌ছে, আবার রাজ্য আর রাজদণ্ডের বিষয় মনে কর্‌তেই ভূতচতুর্দ্দশীতে মুখ ঢেকে ফেল্‌ছে।

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হোক্—মহারাজের জয় হোক্।

সকলে। মহারাজ আস্‌ছেন—মহারাজ আস্‌ছেন।

(নর্ম্মসচিবপরিবেষ্টিত মহারাজ অজাতশত্রুর প্রবেশ। প্রভাকর অজাতশত্রুকে প্রণাম করিল, মহারাজ প্রভাকরকে আলিঙ্গন করিলেন। সামন্তগণ ও প্রভাকরের পার্শ্বচরগণ রাজাকে অভিবাদন করিল)

অজাত। আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, প্রভাকর!

প্রভাকর। মহারাজ, যদি কোন অপরাধ করে' থাকি, অবোধ ছোট ভাই বলে' ক্ষমা করুন।

অজাত। ক্ষমা—প্রভাকর—ভাই আমার—ক্ষমা! তোমায়

আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি ; আর আমার বিশ্বাস, তুমিও আমায় সেই রকমই ভালবাস। আচার্য্য ভাষাকরই কেবল বিশ্বাস কর্‌তো না।

প্রভা। আর সেই বৃদ্ধই আমাদের মিলনের ঘোর অন্তরায় ছিল।

অজাত। উপায় ছিল না—আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও মিলনের উপায় ছিল না। বৃদ্ধ রাজলক্ষ্মীর সেবায় অমানুষিক পরিশ্রম কর্‌তো, তার তুষ্টিসাধনও তো আমার একটা কর্ত্তব্য।

১ ন, সচিব। যাক্—আর তো সে নেই, আপনাদের মধ্যে ব্যবধানও আর নেই।

অজাত। সত্য! বিষয়ব্যাপারে সে যেন আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াতো, শক্তি ছিল তার অদ্ভুত।

লম্বোদর। অলৌকিক—মহারাজ—অলৌকিক, যাকে সোজা কথায় বলে ভুতুড়ে।

অজাত। মানুষের এত শক্তি দেখিনি, শুনিনি, কোন কাব্য-কথাতেও পড়িনি।

২ন, সচিব। সেই তো কার্য্যতঃ এই রাজ্য শাসন কর্‌তো। আপনি তো কাব্য নিয়েই থাক্‌তেন।

অজাত। হায়, তার মৃত্যুতে এ রাজ্য তেমন শাসন আর কে কর্‌বে?

প্রভা। কেন দাদা, আপনার রাজ্য আপনি শাসন কর্‌বেন।

ধুন্ধু। ঠিক কথা। ভাষাকর যা করেছে তা পাপগ্রহ রাহুর কাজই করেছে।

৩ন, সচিব। আপনার মতো পূর্ণচন্দ্রকে চিরটা কাল গ্রাস করে' রাজ্যময় একটা ত্রস্ত আতঙ্কের কালিমা ঢেলে দিয়েছে।

লম্বোদর। রাজলক্ষ্মীর সে সেবা করেছে বটে, কিন্তু সে সেবায় প্রীতি জেগেছে কই মহারাজ ?

৪র্থ, সচিব। সে তো সেবা নয়—তার নাম যথেচ্ছাচার। নিজের ছিল না ভক্তি—লোকসমাজে প্রীতি জাগ্‌বে কিসে ?

অজাত। যথার্থ বটে। লোকটা কেবল কূট রাজনীতিতেই বড় চতুর ছিল—

ধুন্ধু। ব্যস্‌—ঐ পর্য্যন্ত।

লম্বোদর। আর নয়।

অজাত। তা বটে, সেবায় তার ভক্তির চিহ্ন পাইনি বটে।

লম্বোদর। শুধ্‌ জ্ঞানে কাজ হয় না মহারাজ, ভক্তি চাই—তবে তো প্রীতি জাগ্‌বে, লক্ষ্মী তবে তো হাস্‌বে।

অজাত। ঠিক। আর তোমাদের মধ্যে এখন বলতে বাধা নেই, লোকটার বিদ্যাবত্তা যে বড় বেশী ছিল তা বোধ হয় না।

ধুন্ধু। মোটেই নয়—চালাকীতে অর্দ্ধেক কাজ সেরে নিত।

১ম, সচিব। আমরা বুঝ্‌তাম—কিন্তু উপায় কি, আপনার জন্যই চুপ্‌চাপ্‌ থাক্‌তাম।

অজাত। ধর না—এই কাব্যশাস্ত্র।

লম্বোদর। শুধ্‌ কাব্যশাস্ত্র কেন মহারাজ ! ও কোন শাস্ত্রের ধার দিয়েও যায় নি—

ধুন্ধু। সেই রচনাটা মনে করে' দেখুন না—কি জঘন্য শব্দবিন্যাস —তার ওপর অসমানকর্ত্তৃত্ব—রাম ! রাম।

অজাত। হা—হা—হা—সেইটা তুমি আবার মনে করে' দিলে হে ? তুমি তো বড় দুষ্টু ! হা—হা—হা—

(উচ্চহাস্য—সহসা আত্মসংবরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে)

না—না, এ সময় লোকটার প্রতি অমর্য্যাদা দেখানো ভাল নয়। আর যাই হোক্, লোকটা রাজ্যের জন্য খেটেছিল, অনেকটা কাজও করেছিল।

ধুন্ধু। এবং তার অভাবে কাজ সেই রকমই চল্‌ছে।

লম্বোদর। চল্‌বেও এটা জান্‌বেন।

১ম, সচিব। সে সরেছে, কিন্তু সূর্য্য তেম্‌নি উঠ্‌ছে।

২য়, সচিব। রাত্রির পর দিন হচ্ছে।

৩য়, সচিব। নদী তেম্‌নি চল্‌ছে।

৪র্থ, সচিব। বাতাস তেমনি বইছে।

ধুন্ধু। সত্য কথা বল্‌তে কি মহারাজ! ঐ সূর্য্য যার দিকে ফিরে হাস্‌ছে, সেই আলোর রাশি নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। আপনিও যদি আমাদের মতো অধমদের প্রতি ঐরূপ অনুগ্রহ কর্‌তেন, আমরাও রাজনীতিতে ভাষাকর কি—স্বয়ং মনুকেও ছাপিয়ে যেতাম। লোকের ঐশ্বর্য্য মান—সব জান্‌বেন অবস্থার অনুগ্রহে।

লম্বোদর। এই অবস্থার অনুগ্রহে লোকটা কিনা অমানুষিক অত্যাচারই করেছে। এই তো তার রাজনীতি! ছি! ছি!

অজাত। লোকটা অত্যাচারী ছিল বড় কম নয়।

লম্বোদর। দ্বিতীয় কংস, মানুষের মুণ্ড নিয়েই তার ছিল খেলা।

ধুন্ধু। আর সেই মুণ্ডমালার উপরেই তার অবাধ প্রভুত্বের ভিত্ তুলে ফেলে ছিল।

অজাত। হা—হা—হা—ঠিক বলেছ ধুন্ধু! ভাগ্যিস্ সে সরেছে, নইলে সে ভিতের গাঁথনি আরো-পাকা কর্‌তে কোন্ দিন বা তোমার মুণ্ডটার দরকার হ'য়ে পড়্‌তো।

ধুন্ধু। মিছে নয়। কেবল আপনার রক্ষাকবচের জোরেই সে পাপ-গ্রহের দৃষ্টি থেকে আমরা পৈতৃক প্রাণটা কোনরকমে বাঁচিয়ে এসেছি।

১ ন, সচিব। লোকটার আকাঙ্ক্ষারও একটা মাপ্-কাটি ছিল না।

লম্বোদর। বিবেচনাও ছিল বড় কম।

অজাত। বড় কম কি?—মোটেই ছিল না। বিবেচনা থাক্‌লে কি জয়শ্রীর মতো মালা একটা বানরের গলায় তুলে দ্যায়।

লম্বোদর। ছ্যা—ছ্যা—আর নাম কর্‌বেন না।

২ ন, সচিব। কাজটা যে অত্যন্ত নোংরা হয়েছে, সকলকেই তা মেনে নিতে হবে।

ধুন্ধু। বিশেষতঃ, যাকে অতখানি স্নেহে মানুষমুনুষ করে' তুল্‌লেন—

লম্বোদর। আহা!

ধুন্ধু। তার বিবাহে আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ নেই, ভদ্রতার খাতিরে মতামত জিজ্ঞাসা নেই।

লম্বোদর। ছ্যা—ছ্যা—অত্যন্ত ইতর—ছোটলোক।

অজাত। না—আমার প্রতি লোকটার সামান্য ভালবাসা দূরে থাক্—তিলমাত্র শ্রদ্ধাও ছিল না।

৩ ন, সচিব। অথচ আপনি রাজা, আর সে ছিল মন্ত্রী।

অজাত। (করুণার্দ্র স্বরে) অন্ততঃ জয়শ্রীর প্রতি আমার স্নেহ দেখেও তার যৎসামান্য শ্রদ্ধা রাখা উচিত ছিল।

১ ন, সচিব। না রেখেছে—না রেখেছে, তার ফল তাকে সঙ্গে সঙ্গে ভুগ্‌তে হয়েছে।

লম্বোদর। এখন বৈতরণীর পারে দাঁড়িয়ে দেখুক, সে—তার কর্ম্মদোষে অপরকেও কত-না কষ্ট সইতে হয়।

ধুন্ধু। চিন্তা কি, জয়শ্রীকে আপনার বাসন্তী-অভিনয়ে নাম্‌তেই হবে। এই পরওয়ানাতেই সত্যজিতের ফুলশয্যা শূল শয্যা হ'য়ে দাঁড়াবে।

অজাত। হওয়া উচিত।

ধুন্ধু। তা না হ'লে বিচার জিনিষটা যে রাজকর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ সে খ্যাতি মানুষের সমাজ থেকে ক্রমেই লোপ পাবে।

নর্ম্মসচিবগণ। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

অজাত। আমি বলি, জয়শ্রীকে আন্‌তে এখনি লোক পাঠাও। ভয় নেই, রাজাই এখন অনাথা রমণীর একমাত্র অভিভাবক। এখন মহারাণীও আর এ ব্যাপারে অন্তরায় হ'তে আস্‌বেন না। তবে—সর্ব্বাগ্রে ঐ সত্যজিৎ রাজদ্রোহীকে বন্দী করা চাই—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—

ধুন্ধু। তার পথ তো হ'য়েই রয়েছে, তাকে বন্দী কর্‌বার পরওয়ানা সঙ্গে সঙ্গেই ফির্‌ছে।

(ধুন্ধুমারের প্রস্থান)

অজাত। তবে এস প্রভাকর। আমরা ততক্ষণ উদ্যান-বাটিকায় একটু বিশ্রাম করিগে। আঃ! লম্বোদর! এই রাজদণ্ড-গ্রহণ কি বিড়ম্বনা! কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলা—ভাব-রাজ্যের স্বপ্নসম্ভোগও নেই, বিশ্রামের অবসরও নেই।

লম্বোদর। বিশ্রামই হ'ল আসল কাজ, মহারাজ! নতুন সাজে কাজে নাম্‌বার কি চমৎকার পথ! আহা!

(প্রভাকর ও নর্ম্মসচিবগণ সমভিব্যাহারে রাজার উদ্যান-বাটিকার মধ্যে প্রবেশ)

তৃতীয় দৃশ্য

কাল- -প্রভাত।

দৃশ্য—রাজোদ্যানের সম্মুখস্থ পথ।

(দৃঢ়মুষ্টি ও ভ্রূকুটীকুটিল সত্যজিতের প্রবেশ)

সত্যজিৎ। (আপন মনে) একবার--মাত্র একবার তাকে সাম্‌না সাম্‌নি চাই, তারপর দেখি তাকে কোন্ বীর রক্ষা করে! স্বয়ং দেবরাজ আশ্রয় দিলেও তার নিস্তার নেই, দুঃশাসনের রক্তপান কর্‌বোই—কর্‌বো।

(দূরে বজ্রবাহুর প্রবেশ)

বজ্র। ঐ তো সত্যজিৎ। (দৌড়িয়া নিকটে আসিয়া) ম'শায় শুন্‌ছেন।

সত্য। নরপশু ধুন্ধুমার! তোর বুক চিরে ফেল্‌বোই ফেল্‌বোই—কে বাধা দেয়, দিক্।

বজ্র। একটু দাঁড়ান্—ম'শায়! একটা কথা। কোথায় সেই—সেই (ইঙ্গিতাভিনয়)

সত্য। কি সেই?

বজ্রবাহু। সেই পত্রের তাড়াটা? বুঝ্‌তে পেরেছেন?

সত্য। আঃ! জ্বালাতন করো না, সময় বয়ে যায়।

বজ্র। শুনুন, দয়া করে' শুনুন। আমার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি, চিন্‌তে পারেন কি? আমি আচার্য্য ভাষাকরের দেহরক্ষী।

সত্য। দেহরক্ষী তা আমার কি? কি চাও, শীঘ্র বলো—আমার অনেক কাজ।

বজ্র। আপনিই তো কাল রাত্রে বসন্তসেনার বহির্বাটীতে প্রহরী স্বরূপ ছিলেন?

সত্য। হাঁ। ছিলাম—ভুল করেছিলাম, তার সংশোধন করতেই চলেছি।

বজ্র। আপনিই ছিলেন?—সত্য?

সত্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ—। কি জ্বালাতন!

বজ্র। তবে আর বিলম্ব নয়—যদি আপনার শত্রুর উচ্ছেদ চান্ তবে সেই পত্রের তাড়াটা অনুগ্রহ করে'—বুঝতে পেরেছেন—যেটা আমার হাত হ'তে আপ'নি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

সত্যজিৎ। পত্রের তাড়া? কোন্ পত্র? (সহসা চমক ভাঙ্গিল) ও—তুমিই সেই অশ্বারোহী যুবক—যাকে আমি ভাষাকর আচার্য্যের গুপ্তচর মনে করেছিলাম?

বজ্র। আজ্ঞে আমিই সেই। বসন্তসেনাই আমায় ছদ্মবেশে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

সত্যজিৎ। কি মূর্খতার কাজই করেছি! ঐ নরকসভার পশু-গুলোর ছলনায় কি অন্যায়ই করে ফেলেছি! (অধরদংশন)

বজ্র। সব জানি ম'শায়, কিন্তু যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এখন সে পত্রখানি দিন্—সব দিক রক্ষা পাবে।

সত্য। সে পত্র তো আমার কাছে নেই। আমার মনে হয়—সে পত্র যেন কা'কে দিয়েছি। হ্যাঁ—(সহসা নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও কি?—ওই যে—ওই যে—ওই যে— (ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবন)

বজ্র। কা'কে—কা'কে—কা'কে দিয়েছেন? (ঊর্দ্ধশ্বাসে অনুসরণ)

(দ্রুত দৃশ্যপরিবর্ত্তন)

—o—

চতুর্থ দৃশ্য

কাল—প্রভাত।

রাজার উদ্যানবাটিকা।

(ধুন্ধুমার উদ্যানবাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে উপক্রম করিতেছিল, সহসা ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সত্যজিৎ উদ্যানের বৃতি উল্লঙ্ঘন করিয়া ধুন্ধুমারের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রবাহুও বৃতি উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্যজিতের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল)

সত্যজিৎ। (ধুন্ধুমারকে লক্ষ্য করিয়া) যাচ্ছিস্ কোথায় নরপশু? দাঁড়া—স্থির হ'য়ে দাঁড়া। আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন।

ধুন্ধুমার। সাবধান রাজদ্রোহী নরঘাতক!

বজ্রবাহু। কর্‌ছেন কি? নিকটেই রাজা রাজকর্ম্মচারী সব—

সত্যজিৎ। সরে যাও যুবক! বাধা দিও না—

বজ্রবাহু। পত্রের কথাটা—

সত্য। আঃ! সরে দাঁড়াও— (ধুন্ধুকে ধাক্কা দিয়া) খোল্ তরবারি খোল্—

ধুন্ধু। তবে মর্

(তরবারিনিষ্কাশন ও সত্যজিতের সহিত অসিযুদ্ধ)

বজ্রবাহু। রাজা আস্‌ছেন—রাজা আস্‌ছেন। (স্বগত) যা—সব মাটী।

(সহসা অজাতশত্রু, প্রভাকর, লম্বোদর, নর্ম্মসচিবগণ ও সামন্তগণের উদ্যানবাটিকা হইতে বাহিরে আগমন)

অজাত। এ কি রক্তারক্তি ব্যাপার!—অসিযুদ্ধ! রাজ-উদ্যানে

—রাজারই সম্মুখে? আশ্চর্য্য! এ হ'ল কি? রাজনীতি, শাসনতন্ত্র কি ভাষ্যকর আচার্য্যের মৃত্যুর সঙ্গেই লোপ পেয়ে গেল?

ধুন্ধুমার। মার্জ্জনা করবেন, আত্মরক্ষার জন্য আমায় অস্ত্র ধরতে বাধ্য হতে হয়েছে।

অজাত। সে কি?—কে এ?

ধুন্ধু। এই সেই রাজদ্রোহী সত্যজিৎ।

অজাত। বটে? স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়? এরই দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে না?

সত্যজিৎ। মহারাজ, সত্যজিৎ সত্যের অপলাপ করে না। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—বিশ্বাস করুন—

ধুন্ধু। বিশ্বাস? দস্যু—নরঘাতক। রক্ষিগণ, বন্দী কর।

সত্যজিৎ। কি বন্দী—আমায় বন্দী—তুই করবি রাজা থাকতে? বটে? (ধুন্ধুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যম করিল ও রক্ষিগণ সত্যজিৎকে বন্দী করিল) মহারাজ! মহারাজ! এই মিথ্যাবাদী নরাধম ক্রিমিকীটকে যে বিশ্বাস করে সেও জানবেন এরই মতো ক্রিমিকীট নরপশু।

বজ্রবাহু। চুপ্—চুপ্—স্থির হোন্।

সত্যজিৎ। এর প্রতিফল পাবে—ভীষণ প্রতিফল—সবাই পাবে—কেউ বাদ পড়বে না— (আস্ফালন)

বজ্র। চুপ্—চুপ্—স্থির হোন্

ধুন্ধু। শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো—দুর্জ্জয় দস্যু—ভীষণ নরঘাতক—

(রক্ষিগণ সত্যজিৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সত্যজিৎ আস্ফালন করিতে লাগিল)

সত্য। বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক—মহারাজ! মহারাজ!—এরা সব বিশ্বাসঘাতক—

(সহসা উদ্যানবাটিকার বৃতিদ্বার মুক্ত হইল, আটজন দেহ-রক্ষী, চারিজন পার্শ্বচর কর্ম্মচারী ও সুনিধ সমভিব্যাহারে যষ্টি-আলম্বনে ধীরে ধীরে ভাষাকরের প্রবেশ)

নেপথ্যে দৌবারিক। রাজমন্ত্রী আর্য্য ভাষাকর আচার্য্যের জয় হৌক্—রাজমন্ত্রী আর্য্য ভাষাকর আচার্য্যের জয় হৌক্!

(সকলে সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল)

ধুন্ধু। এ কি মৃতের পুনর্জীবন!

নর্ম্মসচিবগণ। প্রেতমূর্ত্তি! প্রেতমূর্ত্তি!

লম্বোদর। ভুতুড়ে—ভয়ানক ভুতুড়ে!

অজাত। অদ্ভুত!

ভাষাকর। (ধীরে ও শান্তস্বরে) অদ্ভুত—মহারাজ আমার যা-কিছু সবই অদ্ভুত। দুঃখের বিষয়, এ অদ্ভুত দেখেও প্রশংসা করা দূরে থাক্ জগৎ একটু সহানুভূতিও দেখায় না। এটাই আরো বেশী অদ্ভুত।

অজাত। না, অপমানের আর বাকী কি? এ মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটনায় রাজশ্রীকে প্রতারণা করাই হয়েছে, রাজগৌরবের অবমাননা করাই হয়েছে।

ভাষাকর। মহারাজ, দুঃখের বিষয়, এ রটনায়—এ প্রতারণায়—বা এ অবমাননায় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা তার কোন ভৃত্যেরই কোন চেষ্টা প্রকাশ পায় নি।

সত্যজিৎ। প্রভু, গুরু, পিতা, আপনিই আমার সব—আমাকে এ নরকের অত্যাচার হ'তে রক্ষা করুন, না আপনি স্বহস্তে আমায় বধ করুন। আমি এ অপমান আর রাখ্‌তে পার্চ্ছি না।—

ভাষাকর। ব্যাপার কি?—তোমার অপরাধ?

(রক্ষিগণের হস্ত হইতে সত্যজিতের দণ্ডাজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিলেন)

এ আবার কি ?

ধুন্ধু। রাজ-আজ্ঞা।

ভাষাকর। রাজ-আজ্ঞা! বেশ!

(পাঠ)

যুগপৎ

লম্বোদর। (অন্যান্য সামন্তগণের প্রতি) শাস্ত্র-বচন উল্‌টে গেল রে বাবা! শুধু বিড়াল নয়, ও তোমার শৃগালেরও দেখ্‌ছি তিন তিরিখ্‌খে ন'টা প্রাণ। এইবার তুলোরাম খেলারাম দেখাবে, যখন চাঙ্গা হয়ে' দাঁড়িয়েছে।

ধুন্ধুমার। (অজাতশত্রুর বেদীর নিকট যাইয়া) দৃঢ় হয়ে থাক্‌বেন, দেখুন না বুড়োকে কি রকম নাস্তা-নাবুদ করে দিই।

অজাত। কোন চিন্তা নেই। রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছি, রাজাশাসনের চরম দেখিয়ে দিচ্ছি, ভয় কি ?

সুনিধ। (আপনমনে) অবস্থা শোচনীয়। স্রোত বড়ই জোর উজিয়ে চল্‌ছে, এ ধাক্কায় তরি সাম্‌লানো দায়।

(প্রভাকর, ধুন্ধুমার প্রভৃতির রাজার সহিত পরামর্শ)

ভাষাকর। (দণ্ডাজ্ঞা-পত্র পাঠ করিতে করিতে) "বিপ্লববাদী যুবকসঙ্ঘের প্রধান নেতা—ঘোর রাজদ্রোহিতা!" সেই পুরোণো কথা অত্যন্ত পুরোণো কথা। এ রাজদ্রোহ অপরাধের বিচার অনেক বৎসর পূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে মহারাজ। এখন বিচারের নাম নিয়ে এই যুবকের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হ'লে আপনার সেই পূর্ব্বকৃত বিচারের অবিচার করা হবে না কি ? আপনার সেই সার্ব্বজনীন ক্ষমানীতির অবমাননা করা হবে না কি ? শুধু তাই নয়—এতে আপনারই এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে হীন প্রতিপন্ন করা হবে না কি ? সে বৃদ্ধ আপনারই উদারনীতির অনুসরণ করে' আপনারই পবিত্র নামে এই যুবককে ক্ষমা করেছে।

এতে আমার—রাজমন্ত্রীর—রাজ্যের—রাজশ্রীর সকলের অবমাননা করাই হবে মহারাজ!

অজাত। হয় তো কি করা যায় বলুন? আর আপনি মন্ত্রী মাত্র, রাজদ্রোহীর বিচার বা তাকে ক্ষমা কর্‌বার অধিকার আছে কি আপনার?

ভাষাকর। (উপেক্ষার মৃদুহাস্তে) নিশ্চয় আছে। যার বিচারে অধিকার, ক্ষমা কর্‌বার তারই অধিকার। আর এ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আপনিই দিয়েছেন, মহারাজ!

অজাত। না, সে ক্ষমতা রাজদ্রোহীর বিচারের জন্য নয়। আমি সে বিচারকে অবিচার—অনধিকার চর্চ্চা বলেই গ্রহণ কর্‌লাম জান্‌বেন।

ভাষাকর। (দৃঢ়স্বরে) কি, অনধিকার-চর্চ্চা! তবে এতকাল যা করেছি, তা অনধিকার চর্চ্চাই করেছি? এই পুরস্কার! চমৎকার!

অজাত। (অপ্রতিভভাবে) না, তা নয়, তবে এই রাজদ্রোহী যুবকের ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অনধিকারচর্চ্চাই হয়েছে। রাজসমক্ষে যুবকের বিচার হওয়াই বা উচিত মনে করেন নি কেন? বলুন?

ভাষাকর। (কম্পিতস্বরে আবেগভরে) মহারাজ, ক্ষমা কর্‌বেন, জীবনে অনেক কাজেই অবস্থার দাসত্বে অনেকের অনধিকার চর্চ্চাই হ'য়ে যায়, আমার অবস্থাও তাই। কিন্তু ভগবান্ জানেন, সে অনধিকার চর্চ্চায় আপনার এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারী আত্মরক্ষার কি-না দুর্ভেদ্য কবচই নির্ম্মাণ করে' রেখেছিল।

অজাত। এর অর্থ?

ভাষাকর। (কম্পিতস্বরে আবেগভরে) মহারাজ, গত নিশীথে হত্যার পাশবিক আক্রমণে এই বৃদ্ধের লোলপঞ্জর আর ঘাতকের শাণিত কুঠারের মধ্যে শূরত্বের দুর্ভেদ্য দৃঢ় বর্ম্মরূপে এসে বিপুল বাধা দিয়ে এই

রাজদ্রোহী যুবকই মগধরাজের এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর প্রাণ রক্ষা করেছে। বিচারক! বিচার করুন, অন্ততঃ এই বৃদ্ধের মুখ চেয়ে এ হতভাগ্যকে ক্ষমা করুন। আজ্ঞা দিন, আমি এখনি এ দণ্ডাজ্ঞা-পত্র ছিঁড়ে ফেলি।

অজাত। রক্ষিগণ! বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও। এখনও বলি, আপনি গণ্ডী ছাড়িয়ে চলেছেন। আপনার অনধিকার-চর্চ্চায় অপরের যে ধৈর্য্যনাশ হ'তে পারে, সেটা মোটেই বুঝ্‌তে পাচ্ছে'ন না।

ভাষাকর। (দৃঢ়স্বরে) তবে আর দ্বিরুক্তি নয়, যুবক! যাও, তোমায় যেখানে নিয়ে যায়। শূরত্ব ও সৎসাহসের পূর্ণ যৌবন লোল-পঞ্জর বার্দ্ধক্যের মতো ক্ষমা-কৃপণের চরণপ্রান্তে মাথা নুইয়ে তুচ্ছ হীন প্রাণ ভিক্ষা চাইবে?—না, না, এ কখনও হ'তে পারে না, এ দৃশ্য স্বপ্নেও আঁক্‌তে পারি না। ভয় কি বীর? মৃত্যু তো একবার।

সত্যজিৎ। (ধীরগম্ভীরস্বরে) ভয়? কি বলেন? মৃত্যুকে ধর্‌বো বলেই তো এতকাল তারই পিছু পিছু ছুটেছি। কি ভয় গুরুদেব? তবে বিদায়। জন্মজন্মান্তরে যেন আপনাকেই গুরু পাই, আপনারই অমৃতবাণী মাথায় করে' জীবনমৃত্যুর মাঝখানে স্থির অটল বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে থাকি। জয়শ্রী রইল—আপনিই তার পিতা আপনিই তার রক্ষাকর্ত্তা।

(রক্ষিগণ সত্যজিৎকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে লাগিল)

বজ্রবাহু। ভয় কি? সে পত্র কোথা? তাতেই যে সব, সেই যে সব রাখ্‌বে।—কাকে সে পত্র দিয়েছ?

সত্যজিৎ। শ্রুতঞ্জয়।

বজ্র। চুপ্‌। ভয় নেই, কিন্তু আর কেউ না জান্‌তে পারে। একেবারে মুখ বন্ধ!

(সত্যজিৎকে লইয়া রক্ষিগণ চলিয়া গেল)

যুগপৎ অভিনয়

ধুন্ধুমার। (অগ্রসর হইয়া) কি হে পত্রখানার খবর পেলে?

বজ্র। না, একেবারে মরিয়া। দেখি, আর একবার বুঝিয়ে স্নুঝিয়ে। শক্তিময়ী মা আমার!

(বজ্রবাহুর প্রস্থান)

ভাষাকর। (বিরক্তির সহিত ঈষৎ রুদ্রস্বরে) জনতা! বড় বেশী জনতা! মহারাজ, মগধরাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী তার রোগ-শয্যা হ'তে উঠে এসেছে রাজদর্শনেই পুণ্য অর্জ্জন কর্‌ত, রাজসন্নিধানেই মন্ত্রণার কথা নিবেদন কর্‌তে, জনসঙ্ঘের কলরব কিল্‌কিলিতে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি কর্‌তে নয় বা রোগযন্ত্রণার আর্ত্তনাদে জনসঙ্ঘের সহানুভূতি ভিক্ষা কর্‌তেও নয়।

(মহারাজের ইঙ্গিতে নর্ম্মসচিবগণ, সামন্তগণ, প্রভাকর প্রভৃতির অন্তরালে গমন)

অজাত। এখন বক্তব্য? প্রভাকর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করানই বোধ হয় এবারকার গুহ্য মন্ত্রণা।

ভাষাকর। না, বরং তার বিপরীত। ভাইকে দৃঢ়ভাবে ধর্‌তে চেষ্টা করুন, যদি সব দিক বজায় রাখ্‌তে চান্—

অজাত। হেঁয়ালী রাখুন, সোজা কথায় বলুন। চাতুরী চিরকাল চলে না, চল্‌তে পারে না। লোকসমাজে আপনার কি চমৎকার সুনাম তা জানেন তো?

ভাষাকর। খুব জানি, "চতুর চূড়ামণি, বৃদ্ধ শৃগাল।" আর কি আছে তা জানি না।

অজাত। জানেন না?—"মূর্ত্তিমান্ মিথ্যাবাদ।" ছি ছি, এ মিথ্যাবাদের উদ্দেশ্য কি মন্ত্রী?

ভাষাকর। কোন্ মিথ্যাবাদ মহারাজ?

অজাত। এই মৃত্যুসংবাদ।

ভাষাকর। আমাকে জীবিত দেখে তবে আপনি নিতান্তই বিচলিত, ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ?—

অজাত। ঠিক তা নয়, তবে এই মিথ্যা রটনা—এই ছলনা—ছি! ছি!

ভাষাকর। এ ছলনা, বল্‌লাম তো মহারাজ, আমার নয়।—যদিও আমি লোকসমাজে চতুরচূড়ামণি। এ ছলনার গৌরব অন্যেই অনুভব কর্‌ছে। সন্ধান করুন, দেখুন, এ বৃদ্ধের বচন অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না। ······মহারাজ! প্রজারক্ষক! দুঃখের বিষয়, আমি আপনার মন্ত্রী, অথচ গত নিশীথে অযুত গুপ্তঘাতক শাণিত ছুরি নিয়ে আমার প্রাসাদই ঘিরে ফেলেছিল,—আপনার এই মন্ত্রীকেই হত্যা কর্‌তে।

ধুন্ধুমার। (সহসা প্রবেশ করিয়া) আমরা তাদের যথেষ্ট শাস্তি বিধান করেছি, আচার্য্য! শ্রুতঞ্জয়ের কথা বল্‌ছেন, বোধ হয়? আমরা সে নরঘাতক দস্যুকে কারাকূপে নিক্ষেপ করেছি। সে বিষয়ে আমরা সত্যই সাবধান, বিশেষতঃ যেখানে আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার সেখানে আমরা—

ভাষাকর। আ—ম—রা? হা—হা—হা—! মহারাজ, শুন্‌ছেন্? আ—ম—রা! সামন্তরাজ! এ বহুবচন কোন্ গৌরবে? স্বপ্রতিষ্ঠ গৌরবে না রাজদত্ত রাজপ্রতিষ্ঠ গৌরবে? আপনারা কারাকূপে নিক্ষেপ করেছেন যাকে, সে তো এক হত্যাব্যবসায়ী বেতনভোগী অর্থদাস; যথার্থ নরঘাতক অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান, তারে কোন্ কূপে নিক্ষেপ কর্‌বেন, ঠিক করেছেন কি?—নামটা তার প্রকাশ কর্‌বো কি?

অজাত। ছি! ছি! অদ্ভুত প্রকৃতি আপনার। সেই সব

পুরোণো ফন্দী, সেই সব কুচক্র! আমরা সত্যই এত অন্ধ নই। চিরকাল দেখে আস্‌ছি, আপনি আপনার অপ্রিয় জনের শিরে একটা-না-একটা মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে আস্‌ছেন,—আজ একে শত্রু, কাল ওকে নরঘাতক—এই রকম যা-নয়-তা একটা মিথ্যা অভিধান,—ছি! ছি! তারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী—এই না তাদের অপরাধ?

ভাষাকর। প্রতিদ্বন্দ্বী? মহারাজ, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে?—কোনও বিষয়ে? বলুন! দেশের কাজে, দশের কাজে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মাধিকরণে, সামদানভেদমন্ত্রে—শুধু এ মগধে কেন?—ভূভারতে এমন কে আছে, যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?—হ'তে সাহস করে? তবে কি বল্‌তে চান্ মহারাজ! আমি দুরাকাঙ্ক্ষার বশেই সেই সব অজ্ঞাত-নামা প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিগৌরবকে হিংসা করি? কি নিদারুণ কলঙ্ক! কি ভীষণ কশাঘাত!

(উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন)

অজাত। স্থির হোন্—যা বল্‌বেন, ধীরস্বরে বলুন। ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা আছে। জান্‌বেন, যে গড়ে, সেই ভাঙ্গে; ভাঙ্গার শক্তি তারই হাতে ষোল আনা।

ভাষাকর। কখনো না—কখনো না। মহারাজ অজাতশত্রু! আপনার জিঘাংসু ক্রোধরক্ত মূর্ত্তি বিচারের নামে আমার প্রতি অত্যাচার কর্‌তে পারে, আমার ঐহিক ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে দীন ভিক্ষু-কেরও অধম কর্‌তে পারে, আমার এই লোল মাংসপিণ্ডটাকে—এই মাটীর ডেলাটাকে তিলে তিলে ধ্বংস কর্‌তে পারে—নিশ্চয়—এ নিশ্চয়;—কিন্তু আমার কাজ, আমার স্বকৃতি—যার মধ্য দিয়ে আমি "রাজমন্ত্রী ভাষাকর" নাম নিয়ে কার্য্যজগতে ফুটে উঠেছি, সেই কাজ, সেই সুকৃতির মধ্যেই আমি জগতে কাজের গৌরবের অন্ত পর্য্যন্ত মানুষের মনের রাজ্যে

মহাপ্রাণ নিয়ে ফুটে থাক্‌বো, কা'রো শক্তি নাই, তাকে কোনও রূপে নষ্ট করে, নষ্ট কর্‌তে সাহস করে—এ সুনিশ্চয়, অতি সুনিশ্চয়!

অজাত। (উদ্ধতভাবে) যথেষ্ট হয়েছে! ও দর্শনশাস্ত্রের প্রলাপ শোন্‌বার আগ্রহ মোটেই রাখি না। বিশেষতঃ আপনি রুগ্ন, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক, আপনার মুখে সে শাস্ত্রের বচন আরও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে যান্—আমি এখন বড় ব্যস্ত। আপনার ওসব গুহ্য মন্ত্রণার এ স্থান নয়—এ সময় নয়।

(ইতোমধ্যে প্রভাকর, লম্বোদর প্রভৃতির প্রবেশ)

ভাষাকর। মন্ত্রণার স্থান বা সময় না হ'তে পারে, কিন্তু হে ধর্ম্ম-রক্ষক! অত্যাচার দমন কর্‌তে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে সকল আলয়ই বিচার-আলয়, সকল সময়ই বসন্তের মত সুসময়। আমার প্রতি অন্যায়ের বিচার চাই বিচারপতি!

(রাজা মুখ ফিরাইলেন)

এ কি! বিচারের নামে আপনার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ছে? তবে কি ন্যায়বিচার কর্‌তেও আমার প্রতি বিমুখ? বলুন—এ কি সত্য? ······হা ভগবান্! বিশ বৎসর যাবৎ যে সিংহাসনের সম্মুখে অতি দীন প্রজাও যে ন্যায়বিচার—হীন চাটুকারের মতো যুক্তকরে ভিক্ষা করে' নয়—প্রকৃত মানুষের মতো উন্নতশিরে স্পষ্টভাষায় দৃঢ়স্বরে দাবী করে' এসেছে, আজ সেই সিংহাসনের সম্মুখে আমি রাজমন্ত্রী আমার প্রতি অন্যায়ের বিচার ভিক্ষা কর্‌ছি··· ··· এ কি! আপনি আমার বক্তব্য শুন্‌তেও সম্পূর্ণ উদাসীন? বিফল-প্রযত্না নরহত্যা তার পাংশুমূর্ত্তি নিয়ে বিচার-আলয়েই বর্ত্তমান—হা ভগবান্! ধর্ম্মাধিকরণ সুপ্তির অভিনয়ে নিমীলিতনয়ন! ··· ··· বৃথা আর্ত্তের কাতর আবেদন! বৃথা ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মাধিকরণ!

অজাত। আচার্য্য! আমার স্নেহতরুর সকল শাখাই আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে একে ভাঙ্গ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, স্নেহের যারা আপনার বল্‌তে যারা, তাদের সকলকেই পর করে' দিয়েছিলেন,—ভগবান্‌ মঙ্গলনিদান—তিনিই আবার তাদের আমার এই স্নেহের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এ দৃশ্য আপনার মোটেই প্রীতিকর হচ্ছে না। তাদের ধ্বংস না করে' আপনি স্থির হ'তে পাচ্ছে'ন না—তাই যত অলীক অবাস্তব উপন্যাসের সৃষ্টি কর্‌ছেন—ছি! ছি! ছি! (সহসা উত্তেজিত হইয়া)—হ্যাঁ—তারা আপনাকে হত্যা কর্‌তে চায়,—তার কারণ, তারা আমাকে ভালবাসে। বুঝ্‌তে পেরেছেন? ..……মাত্র একজন রাজার রাজত্বকালের পক্ষে যথেষ্ট ষড়্‌যন্ত্র—যথেষ্ট বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন, আর কেন? ক্ষান্ত হোন্‌। গৃহে যান্‌—সেইখানেই এ সব স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ফেলুন—যদি মঙ্গল চান্‌।

ভাষাকর। (রুদ্রস্বরে) আমার মঙ্গল?—মহারাজ!……না—থাক্‌। (সহসা সুনিধের মুখভাব দেখিয়া সংযত হইলেন)……মহারাজ অজাতশত্রু! আপনি রাজাধিরাজ, আর আমি কৃপাভিক্ষু দীন ব্রাহ্মণ। অথচ এই ব্রাহ্মণই একদিন আততায়ীর উদ্ধত অসির মুখ হ'তে রক্ষা করে' আপনাকে এই সিংহাসন মুষ্টিভিক্ষার মত দান করেছিল। ভগবান্‌ নেই, তাঁর বিচারও নেই, নইলে সেই সিংহাসনের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আপনি বলদৃপ্ত রাজগর্ব্বে আজ সেই ব্রাহ্মণকেই দরিদ্র হীনবল কৃপাভিক্ষু বলে' উপেক্ষা করেন?

অজাত। না—উপেক্ষা করি না, কর্‌বোও না—যদি আপনি সেই সিংহাসনের সম্মুখে যথার্থই কৃপাভিক্ষু হ'ন বা যথার্থই নিজেকে দরিদ্র বলে' মনে করেন,—বুঝেছেন? আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বুঝি না, সংযত হোন্‌—গৃহে ফিরে যান্‌।

(নর্ম্মসচিব প্রভৃতির সহ অজাতশত্রুর নিষ্ক্রমণ)

ভাষাকর। সুনিধ! তুমি তো বেশ চুপ্ চাপ্ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার! রাজার কথা শুন্‌লে?

সুনিধ। শুন্‌লামও বটে—অবাক হ'লামও বটে। এতটা হবে তা বুঝ্‌তে পারি নি। এখন যা বুঝ্‌ছি, তা'তে সমূহ বিপদ্। মনে হয়, আপনি যদি আর একটু নরম হ'তেন—

ভাষাকর। তা হ'লে ঐ কুক্কুরবৃত্তি হীন চাটুকারের দল মনের আনন্দে বল্‌তো—"কি মজা! ভাষাকর আচার্য্য আজ শির লুটিয়ে পড়েছে রে!" সুনিধ! জেনো এ লড়াইয়ে শির উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানই আত্মরক্ষার আসল সাঁজোয়া।

সুনিধ। কিন্তু যদি—

ভাষাকর। এতে আর 'কিন্তু' নেই, 'যদি' নেই—অতি সরল সত্য। (সহসা উত্তেজিতভাবে) না সুনিধ! আমি এই রাজদ্রোহী ষড়্‌যন্ত্রকারীদের ষড়্‌যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ কর্‌বো। ভয় নেই, বজ্রবাহু আমার প্রধান সাক্ষী। তার মুখ দিয়ে বলাবো—ঐ ধুন্ধুমার তার হাত দিয়ে ভজ্জিয়ানরাজকে পত্র দিয়েছিল—সে পত্রেই তাদের জীবন বা মৃত্যু, এ কথা ধুন্ধুমার নিজে বলেছিল—

সুনিধ। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, প্রকৃতিস্থ হোন্। এ কার্য্য কূটনীতি ভাষাকর আচার্য্য কখনো কর্‌তে পারেন না—এ কার্য্য পূর্ব্বাপর-বিচারশূন্য শিশুতেই সম্ভব।

ভাষাকর। কি বল্‌ছো—? অ্যাঁ সুনিধ! তুমিও—

সুনিধ। এখনও বলি, প্রকৃতিস্থ হোন্—ক্রোধে আপনি বিচার-জ্ঞানশূন্য। ··· ··· বজ্রবাহু তো আপনারই লোক?—আর রাজার মনোভাব বুঝ্‌লেন তো? এখন যা করবেন অতি সতর্কভাবে, সকল প্রমাণ সুচারুরূপে সংগ্রহ করে'। আপনার প্রধান সাক্ষী ও-বজ্রবাহুও

নয়—কেউ নয়।—সেই পত্রই আপনার সব দিক রাখ্‌বে, তাকে সংগ্রহ কর্‌তেই চেষ্টা করুন।

ভাষাকর। তবে শীঘ্র বসন্তসেনার কাছে—

সুনিধ। কোন ফল নেই। খবর নিয়েছি, বসন্তসেনা কাল রাত্রি হ'তে নিরুদ্দেশ।

ভাষাকর। সে কি ?

সুনিধ। হ্যাঁ; সম্ভব—শত্রুরা সন্দেহ করে' তাকে কোথায় বন্দী করে রেখেছে।

ভাষাকর। হা মগধ! হা আমার সুখস্বপ্নের রাণী! অত্যাচার দানব আজ তোমায় ভেঙ্গে চুর্‌মার্‌ কর্‌তে চলেছে, আর ভক্ত আমি দীন-মলিননেত্রে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো ? ……না—না, তা পার্‌বো না, কখনো না। মা, মা আমার! পিশাচের দণ্ড আমার মাথাতেই পড়ুক, আমাকেই ভেঙ্গে চুর্‌মার্‌ করুক—কিন্তু তুমি থাকো—তুমি থাকো—আবহমান কাল গৌরবময়ী হয়েই তুমি থাকো—জন্মভূমি জননী আমার!

(হস্তে মুখ ঢাকিলেন)

(সুনিধ সহানুভূতির করুণনেত্রে ভাষাকরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

(দুইজন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে জয়শ্রীর প্রবেশ)

জয়শ্রী। ভগবান্‌ রক্ষা করুন, এ সংবাদ মিথ্যা নিশ্চয়। নইলে শক্তির অবতার এমন ভাবে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন না। (নিকটে যাইয়া) বাবা! বাবা!

(ভাষাকর ও সুনিধের চমক ভাঙ্গিল)

ভাষাকর। একি, জয়শ্রী ? তুই আবার এখানে কেন ?—এ শত্রুপুরী—ঘোর শত্রুপুরী! আঃ! কি উৎপাত! যা—যা—শীঘ্র গৃহে ফিরে যা।

জয়শ্রী। মার্জ্জনা করুন, আমি এখনি গৃহে ফিরে যাব। কেবল একটা কথা জানতে চাই—আমার স্বামী কোথায় ?

(ভাষাকর মনোভাব ও হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন)

এ কি ! আপনি কথা কইছেন না।—(সুনিধের প্রতি) আপনিও না ;—এ কি ব্যাপার ? তবে কি সংবাদ সত্য ? (করুণস্বরে) সত্যই কি তারা আমার স্বামীকে বন্দী করেছে ?—নির্ম্মমভাবে ?—আপনারই সম্মুখে ? ······সে নিজেকে শত বিপন্ন করেও আপনার প্রাণ রক্ষা কর্‌লে, আর আপনি মগধের ভাগ্যবিধাতা তার বিপদে কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না ?—হা ঈশ্বর ! (মস্তকে করাঘাত)

ভাষাকর। (ভগ্নস্বরে) স্থির হও বালিকা !

জয়শ্রী। বাবা, আর তো আমি বালিকা নই। আমি এখন নারী স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমার সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্—আমার যা কিছু—সব এখন আমার সেই স্বামী। বলুন, আমার সে স্বামী কোথায় ?

ভাষাকর। সুনিধ! পার তো বুঝিয়ে দাও, ভাষাকর আজ ভাষা-হীন—অতি দীন অতি হীন। (মুখ ঢাকিলেন)

সুনিধ। মা, অধীর হ'ও না, শোন। ············রাজ-আজ্ঞা—(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ) হঁ্যা—তাই বটে, রাজ-আজ্ঞা।

জয়শ্রী। রাজ-আজ্ঞার কথা শুন্‌তে আগ্রহ নেই ঠাকুর। আমায় সহজ ভাষায় বলুন, আমার স্বামী কোথায় ?

সুনিধ। মা দৃঢ় হও, তুমি বীরপত্নী—

জয়শ্রী। আমি জানি—আমি বীরপত্নী। আপনি কেবল বলুন, লুকোবেন না—বলুন আমার স্বামী কোথায় ? ······বাবা, বাবা !

ভাষাকর। ঐ কৃষ্ণচূড়া দেখ্‌তে পাচ্ছো, যার করাল মূর্ত্তিতে ঐ

আকাশে মেঘের গায়ে ভয়ঙ্কর ভয়ের কালিমা ভেসে উঠেছে, ঐখানে— ঐ ভীষণ কারাগৃহে।

জয়শ্রী। ভীষণ কারাগৃহে? কে বলে? ও'তো আমার আয়তির সোণার মন্দির। আমি বীরপত্নী, বিপদেই তো আমাদের বাসরশয্যা। ......বিদায় দিন বাবা, আমি যাই ঐ স্বামীঘর বজায় রাখ্তে –

সুনিধ। } —হা জগদীশ্বর!

ভাষাকর। } —হা উন্মাদিনী! ......(দূরস্থ রক্ষিগণের প্রতি) হা তোমরা এখনো দাঁড়িয়ে? এ উন্মাদিনীকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

জয়শ্রী। কখনো না, আমি স্বামিগৃহ ছাড়া অন্যত্র যাবো না— থাক্‌বো না।—বাবা! বাবা! আমার প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না—

(পরিচারিকাসমভিব্যাহারে রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ)

রাজকর্ম্মচারী। এই যে সত্যজিৎ-পত্নী। আচার্য্য, ক্ষমা কর্‌বেন, রাজ-আজ্ঞা—শ্রীমতীকে এই মুহূর্ত্তে রাজসমীপে উপস্থিত হ'তে হবে।

(রাজ-আজ্ঞা-পত্র দেখাইলেন)

জয়শ্রী। (নতজানু হইয়া ভাষাকরের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া) বাবা! বাবা!

ভাষাকর। কেন বীর-পত্নী, কি ভয় তোমার? বিপদ্ তো তোমার বাসর-শয্যা।

জয়শ্রী। বাবা, বাবা, অভাগিনী কন্যা আমি। (কাঁদিয়া ফেলিল)

ভাষাকর। (জয়শ্রীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) অভিমানিনী মা আমার।

রাজকর্ম্মচারী। মহাশয়, বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।

ভাষাকর। ফিরে যান্—বল্‌বেন আপনাদের রাজাকে—যে-সতীর অবমাননা কর্‌তে তাঁর এত আয়োজন, সে-সতীর আশ্রয়দাতা অতি

কঠোর—অতি নিষ্ঠুর। সে হাস্‌তে হাস্‌তে কন্যার হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে নেবে, তবু ধর্ম্মের অবমাননা দেখ্‌তে পার্‌বে না।

রাজকর্ম্মচারী। রাজ-আজ্ঞার অবমাননা কর্‌বেন না—

ভাষাকর। আঃ কি জ্বালাতন! যান্‌, আর বিরক্ত কর্‌বেন না।

রাজকর্ম্মচারী। উন্মাদ—ঘোর উন্মাদ।

(পরিচারিকাসহ প্রস্থান)

ভাষাকর। সুনিধ, মনে হয়, আমি এতদিন ছেলেখেলার আকাশ-দীপের মতো বৃথা শক্তির ধূমরাশি নিয়ে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার মহাশূন্যে ছুটে চলেছিলাম, আজ কলঙ্কের অঙ্গার হ'য়ে মাটীতে এসে পড়েছি—আমার মৃত্যুই এখন শ্রেয়ঃ। ……সুনিধ! এ অভাগিনীর দশা কি হবে? ওঃ—মা! মা! আমার সব গেছে, সব গেছে। (রোদনের ন্যায় ভগ্নস্বর)

সুনিধ। এ কি, আপনার চোখে জল? ছি! ও চোখে লোকে বিদ্যুৎ-ছটাই দেখে আস্‌ছে। না—না, ভেঙ্গে পড়্‌বেন না—আপনার নামে কলঙ্ক আন্‌বেন না। ভয় কি, ঈশ্বর সাক্ষী, আমরা ন্যায়পথেই চলেছি, তাঁকেই সাক্ষী রেখে দেহে মনে প্রাণে এক হ'য়ে পরম বিশ্বাসে কাজ করি আসুন—সমস্ত জগৎ করতলগত হবে—ভজ্জিয়ানের পত্রের কথা তো অতি সামান্য—নগণ্য।

ভাষাকর। (সহসা উদ্বুদ্ধভাবে) হুঁ ঠিক বলেছ—পত্র—সেই ভজ্জিয়ানের পত্র। কই বজ্রবাহু কই? সে যেরূপে হোক্‌ আন্‌বে বলেছে, কই সে?

সুনিধ। সে আন্‌বে না—সে আন্‌বে না—বজ্রবাহু আন্‌বে না।

ভাষাকর। তবে—তবে?

সুনিধ। আন্‌বেন এই ভাষাকর।

ভাষাকর। (দীননেত্রে সকরুণ ভঙ্গিমায়) না—না, আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি, কে যেন আমার বুক চেপে ধর্‌ছে, যদুকুল ধ্বংসের পর অর্জ্জুনও বোধ হয় আমার মতো শক্তিহীন হয় নি, সুনিধ !—আমি অতি হীন—অতি দীন।

সুনিধ। এইখানেই আপনি শক্তিহীন হয়েছেন, নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। না—আর নয়, উঠুন, মনের ধূলি ঝেড়ে ফেলুন, ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হোন্—ইচ্ছাশক্তিতে প্রবল হোন্। রক্ষিগণ, চল মন্ত্রীমহাশয়কে গৃহে নিয়ে চল।

ভাষাকর। সুনিধ ! পাবো আবার পাবো ? বল—বল—তুমি বল্‌লেই হবে—

সুনিধ। আপনার মন বল্‌লেই হবে—একান্তভাবে বল্‌লেই হবে।—

ভাষাকর। তুমি দেবতা—তুমি দেবতা। আহা–হা—হা—

(ভাষাকর উঠিলেন, জয়শ্রীর হাত ধরিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে ধুন্ধুমার, লম্বোদর, রক্ষিগণ ও পরিচারিকা প্রবেশ করিল)

ধুন্ধু। আচার্য্য ! মহারাজ এ কখনই বিশ্বাস কর্‌তে পারেন না, যে আপনার মতো ব্যক্তি কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হবেন বা রাজসম্মান হানি কর্‌তে রাজাদেশের প্রতিকূলে কার্য্য কর্‌বেন। (জয়শ্রীর প্রবেশ) দেবি ! রাজ-আজ্ঞা, আপনাকে রাজসমীপে উপস্থিত হ'তেই হবে। আমরা এসেছি আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যেতে।

জয়শ্রী। বাবা !

ধুন্ধুমার। ভয় কর্‌বেন না, ভয়ের কোন কারণ নেই।

জয়শ্রী। বাবা !

ভাষাকর। আঃ কি জ্বালাতন ! ······এক পা'ও নড়্‌বি না।

দেখি, কে এমন শক্তিমান্ বলবান্ যে দুর্ব্বলা রমণীর গায়ে হস্তক্ষেপ করে?

ধুন্ধু। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আচার্য্য, শ্রীমতী আপনার ঔরস-জাত কন্যা ন'ন। পিতৃমাতৃহীনা অনাথার অভিবাবক ন্যায়তঃ—

ভাষাকর। তার দেশ—তার জন্মভূমি।

ধুন্ধু। কিন্তু রাজা সেই জন্মভূমির একমাত্র পরিপালক।

ভাষাকর। (দৃঢ়স্বরে ও উত্তেজিতভাবে) বটে? তবে রাজ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা নাশ করতে কে আছ কোথায় দুঃসাহসী রাজদ্রোহী—এস, দাঁড়াও—সমাজশৃঙ্খলা রাজ্যশৃঙ্খলার প্রতি অত্যাচার কর্তে, দুর্ব্বলকে পীড়ন করতে আর্ত্ত শরণাগতকে নিষ্পেষিত করতে কে আছ বর্ব্বর, বর্ব্বরযুগের দানব—এস, এই দুর্ব্বলা সতী রমণীর প্রতি অত্যাচার করে' রাজ্য অরাজক ঘোষণা কর, ব্রাহ্মণকে পদাহত কর, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করে' গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্র সব জলে ভাসিয়ে দাও।

(জয়শ্রীকে বামহস্তদ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা ব্রহ্ম-সূত্র উত্তোলন করিয়া রহিলেন)

ধুন্ধু। (লম্বোদর ও রক্ষিগণের প্রতি) দেখ্ছো কি তোমরা? যাও, রমণীকে ব্রাহ্মণের কবল হ'তে—

লম্বোদর। বাপ্! আস্ত গোখ্রো!

রক্ষিগণ কেহ কেহ। মাফ কর্বেন, ব্রাহ্মণের অবমাননা—

ধুন্ধু। রাজ-আজ্ঞা

রক্ষিগণ কেহ কেহ। দণ্ড নিতে প্রস্তুত, তথাপি ব্রাহ্মণের গায়ে হস্তক্ষেপ? —না, তা পার্ব্বো না—

ধুন্ধু। লম্বোদর!

লম্বোদর। ঠিক বুঝ্তে পাচ্ছি না, কি কর্তে হবে। তুমিই

ন'য় এ যাত্রায় মহড়া নিয়ে ফেল না।

ধুন্ধু। অকর্ম্মণ্য, ভীরু! (ভাষাকরের প্রতি) আপনি রমণীকে ত্যাগ করুন আচার্য্য! নচেৎ আপনাকে রাজদণ্ড পেতে হবে।

ভাষাকর। (রুদ্রহাস্যে) কই সে দণ্ড? আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু জীবনান্ত পর্য্যন্ত শরণাগতকে রক্ষা করে' রাজগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বো। এ নিশ্চিত—ধ্রুব। ....শোন সামন্তরাজ! কৌশলের ত্রুটী করো না, যত রকম জানো। কিন্তু স্থির জেনো, আগামী অমাবস্যা প্রভাতেই হয় তুমি আমার ভাগ্যবিধাতা ন'য় আমি তোমার ভাগ্যবিধাতা। সাবধান!

ধুন্ধুমার। (জনান্তিকে) সে কি? পত্রের সন্ধান পেয়েছে না কি?
লম্বোদর। (জনান্তিকে) তবেই তো চাকার উল্‌টো ঘোরণ।
যুগপৎ — সুনিধ। (ভাষাকরের প্রতি) ধৈর্য্য হারাবেন না—এখনো সবই বাকী—ধৈর্য্য হারাবেন না।

ভাষাকর। ধৈর্য্য! আর কত ধৈর্য্য ধর্‌বো? চক্ষের সম্মুখে এই পাশবিক নির্য্যাতন, অনাথার প্রতি এই দানবীয় অত্যাচার—কত ধৈর্য্য থাকে সুনিধ? (অশ্রুবর্ষণ)

হ। বাবা! বাবা!
সুনিধ। স্থির হোন্—স্থির হোন্
যুগপৎ — ঃ। চোখে জল? আশ্চর্য্য! বুড়োর হ'য়ে এসেছে, বেশী দিন আর নয়।
লম্বোদর। শরীর তো ভেঙ্গে পড়েছে।

ভাষাকর। কি মনে কর্‌ছো?—কি বুঝ্‌ছো? 'বেশী দিন আর নয়'—না? তবে সে তোমার কি আমার সেটাই একটা সমস্যা, জটিল সমস্যা। শোন সামন্তরাজ! এই লোলচর্ম্ম শুভ্রকেশ—যার প্রতি তোমার

এত ঘৃণা—এই ধবলগিরির তুষারশৃঙ্গ দ্রব হ'য়ে এমন বন্যা আন্‌বে, যা'তে তুমি তো অন্ধ নগণ্য হীন মানবক—শক্তির ঐরাবতও কোথায় কোন্ কালসমুদ্রে ভেসে যাবে। এ ধ্রুব—সত্য—আমি ভাষাকর আচার্য্য! (অট্টহাস্য) সাবধান! ঘাতক উন্মুক্ত খড়্গ হস্তে দাঁড়িয়ে তোমারই পিছনে—হা—হা—হা—(হাসিতে হাসিতে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া আসিল) সুনিধ! সুনিধ! না—না, এ আমি কি বল্‌ছি?······ ধৈর্য্য! হাঁ ধৈর্য্য! মা, মা,—জয়শ্রী! সুনিধ!—সু-নি-ধ······

(জয়শ্রীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুনিধের ক্রোড়ে পতন, সুনিধ সযত্নে সকলকে ধরিলেন)

ধুন্ধুমার প্রভৃতির মুখে হর্ষ-চিহ্ন, অর্থ—"বৃদ্ধের কাল আগতপ্রায়।"

দ্রুত পটক্ষেপ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি চতুর্থ প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।

ভাষাকরের বাটী—অলিন্দ।

(চিন্তামগ্ন সুনিধ পাদচারণা করিতেছিলেন)

সুনিধ। না, কোন ঔষধ নেই। চিরকাল শক্তির উপাসক স্বীয় অধিকার ফিরে পেলেই মুহূর্ত্তে নবজীবন লাভ কর্‌বে, নচেৎ ধন্বন্তরিরও শক্তি নেই যে ঐ জরাজীর্ণ বক্ষে—নিরুৎসাহ মনে শক্তির সঞ্চার করে।

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজ-দূত। ম'শায় এ সংবাদ কি সত্য ?—

সুনিধ। কি সংবাদ ?

রাজদূত। আচার্য্য ঠাকুরের অন্তিম সময় আগতপ্রায়—?

সুনিধ। এ সত্য আপনিও যেমন বল্‌তে পারেন, আমিও সেরূপ বল্‌তে পারি। অন্তিম তো আগতপ্রায় সকল জীবের পক্ষেই ম'শায়! মৃত্যু তো আমাদের চুলের মুঠি ধরে' দাঁড়িয়ে—

রাজদূত। ও তত্ত্বকথা রাখুন, মহারাজ জান্‌তে চা'ন, আচার্য্যের অবস্থা এখন কিরূপ।

সুনিধ। বল্‌লাম তো ম'শায়, স্বরূপ অবস্থা বলা আমার পক্ষে কঠিন, কারণ আমি বৈদ্য নই। তবে আমার কথা, যাঁর লীলায় জীবন, তাঁরই লীলায় মৃত্যু,—কখন কি ঘটে কে বল্‌তে পারে ?

রাজদূত। (আপনমনে) জ্বালাতন! আবার সেই তত্ত্বকথা। ন্যাকামি আর কোথায়!

(প্রস্থান)

সুনিধ। শ্যেন-দৃষ্টিতে সব তাকিয়ে রয়েছে। আশ্চর্য্য! অথচ একদিন এই শক্তিমানের প্রসাদ ভিক্ষা কর্‌তে সহস্র সহস্র ভিক্ষুকের করুণ আবেদনের কণ্ঠ ভাষাকরের অমর জীবনই প্রার্থনা করেছিল! হা প্রকৃতি! হা তোমার পরিশোধ-রহস্য!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। ঠাকুর, জয়শ্রী দেবী আপনাকে ডাকৃছেন।

সুনিধ। কেন?

পরিচারিকা। আচার্য্য ঠাকুরের নিশ্বাস যেন তাঁর কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সুনিধ। সে কি? ঔষধ কতক্ষণ দেওয়া হয় নি?

পরিচারিকা। প্রায় চার্ দণ্ড।

সুনিধ। তাই তো? এই বেশ কথা কইছেন—এই আবার মোহভাব, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। না—এ এক অদ্ভুত জীবন বটে!

(সুনিধের কক্ষমধ্যে প্রবেশ)

পরিচারিকা। মানুষ দেখ্‌লাম অনেক, রোগও দেখ্‌লাম অনেক। কিন্তু এ মানুষের সবই কি আশ্চর্য্যি! অবাক করেছে মা!

(পরিচারিকার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাষাকরের কক্ষ। কাল—প্রত্যুষ।

(শয্যায় ভাষাকর শয়ান। সুনিধ নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন। জয়শ্রী উদ্বিগ্নভাবে সুনিধের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।)

(ভাষাকর ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন)

সুনিধ। অদ্ভুত!

ভাষাকর। কি দেখ্‌ছো সুনিধ? মরেছি কি বেঁচে আছি? মৃত্যুতো হয়েইছে ; শক্তি টুটেছে—তবে মাটীর ডেলা হ'তে যা দেরী। আর এই মাটীর ডেলার অপেক্ষায় সব চক্ষু শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সমস্ত বাড়ীখানা ঘেরাও করে'—বাঃ!

সুনিধ। কই—না—

ভাষাকর। তবেতো সব খবরই রাখো। না, তোমারও সব জুড়িয়ে আস্‌ছে, তুমিও মাটীর ডেলা হবে—বেশী দেরী নেই। হায়রে! ……ঐ চাতালটায় দাঁড়িয়ে একবার বাহিরের ব্যাপারটা দেখেই এসনা—শকুনির মতো সব তাকিয়ে। না, এ অবিশ্বাসের কথা নয়—আমি চোখের সাম্‌নে সব স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—যে যা করছে—যা করতে চাইছে, সব আমার মনের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে ভেসে উঠ্‌ছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছো—সব স্পষ্ট স্পষ্ট, গোটা গোটা। কেবল একজনকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—সে ভেসে উঠ্‌লেই এরা সব ডুবে যাবে।

জয়শ্রী। সে কে বাবা?

ভাষাকর। সে কে?—সেই তো সব। তার আসাতেই সব আশা।

সুনিধ। সে আস্‌বে নিশ্চয়।

ভাষাকর। আর কবে আসবে? এই হাড় ক'খানা নিয়ে শকুনির

দল যখন খেলা কর্‌বে,—তখন ? না, এই সোণার প্রতিমা দুঃশাসনের পাপ আকর্ষণে যখন ধূলায় লুটোপুটি হবে—তখন ? বল, বল ;—না সেই শূরশ্রেষ্ঠ সত্যজিতের বীরবপু যখন······আহা হা ! মা আমার ! রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। বজ্রবাহু—সে যে এখনো হাঁত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে। সুনিধ ! এ অভাগিনীর দশা কি হ'ল ?

সুনিধ। অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন ? সব রক্ষা পায় আপনি যদি শরীরে মনে বিশ্বাসে ভক্তিতে একটু দৃঢ় হ'ন।

ভাষাকর। আর মনের বল !—আমার সব গেছে—সব গেছে, আমি এ অপমানজর্জ্জরিত অকর্ম্মণ্য দেহভার আর বইতে পাচ্ছি না। মৃত্যু যেন আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে, আমি যেন তার ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ স্বপ্ন নয়—মতিভ্রম নয়—এ সত্য। সে আমায় ডাকৃছে, —স্পষ্ট অতি স্পষ্ট স্বরে। আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, অথচ যেতে পাচ্ছি না, আমার অন্তরে কে যেন জেগে উঠে আমাকে টেনে ধর্‌ছে। কি জানি—কে সে। ······কে সে ? কে সে—সুনিধ—কে সে ? (উঠিবার চেষ্টা)

জয়শ্রী। উঠ্‌বেন না, উঠ্‌বেন না বাবা। } যুগপৎ
সুনিধ। একি, আপনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌ছেন যে ! }

ভাষাকর। সুনিধ, আমাকে ধরে' ঐ চাতালটায় নিয়ে যেতে পার ? আমি একবার দেখি ভাল করে'—সব দৃষ্টিপথটা তোল্‌পাড়্‌ করে'—সমস্ত আকাশটা আতি-পাতি করে'—দেখি বজ্রবাহু সত্যই সে কতদূরে।

সুনিধ। সে কি ? বজ্রবাহু এখন কোথায় তার ঠিক কি ?

ভাষাকর। না—না, সে খুব ঠিক—সে আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে ; কিন্তু বড় অস্পষ্ট। যেন সে অনেক দূরে—বুঝি আস্‌তে পাচ্ছে-পাচ্ছে পাচ্ছে না। তাকে যেন অভিমন্যুর মতো

সপ্তরথীতে ঘিরেছে। সে ব্যূহ ভেদ করেছে, কিন্তু বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ছে না। আমি দেখ্‌ছি অথচ কিছুই—(নেপথ্যে রথের ঘর্ঘর শব্দ) ও কি, ও কিসের শব্দ ?—কিসের শব্দ ?

স্নিগ্ধ ও জয়শ্রী। রথের ঘর্ঘর।

ভাষাকর। না—না—না—ও যে বজ্রবাহু ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে—সে তো ঘোড়া ছুটিয়েই আস্‌বে।

স্নিগ্ধ ও জয়শ্রী। না,—ও রথের শব্দ।

ভাষাকর। আঃ তোমরা বুঝতে পার্‌ছো না। ওইযে শব্দ,—ওইযে ! ধর—ধর—ধর,—বজ্রবাহু, বাবা আমার ! বজ্রবা—

(কাঁপিতে কাঁপিতে স্নিগ্ধের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পড়িয়া যাইলেন, সকলে শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

(পরিচারিকাচতুষ্টয়সমভিব্যাহারে রাণী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ)

ভাগ্য। আচার্য্য !—আচার্য্য ! আমি আবার এসেছি।

ভাষাকর। (অতি ক্ষীণ স্বরে) মা ! এসেছ, মগধের রাজশ্রী ! হতভাগ্য সন্তান আর কত লাঞ্ছনা সইবে মা ?

ভাগ্য। না, আর সইবে না, সইতে পার্‌বে না। সমস্ত প্রজাবল এতকাল তোমারই অঙ্গুলিচালনে চলে' এসেছে। ওঠো পুরুষসিংহ শক্তির অবতার ! ওঠো—রাজদণ্ড চুর্‌মার্‌ করে' জগতে শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করো। আমি সেই ইঙ্গিত নিয়েই এসেছি—সেই ইঙ্গিতই দিতে এসেছি আচার্য্য !

জয়শ্রী। সে কি মহারাণী !

স্নিগ্ধ। সে কি মা ?

ভাগ্য। কেন, অন্যায় কিছু বল্‌ছি কি ? অন্যায়-অত্যাচারে রাজা আজ সমাজকে অতিষ্ঠ করে' তুল্‌ছেন, ভগিনি, তুমি কি বল্‌তে চাও,—

এ অত্যাচার প্রজাশক্তি নীরবে সহ্য করবে? কেন?—তুমিই বলো, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর প্রতি যে অত্যাচার, তা'তে তোমার হৃদয়ে এখন দেবতা জেগে উঠেছে না দানব জেগে উঠেছে?......সত্য বল, মনের অগোচর পাপ নেই—সত্য বল। সে দানব বলির মত বলী না হ'তে পারে, কিন্তু সে দানব তো?—বল, এ সত্য?

ভাষাকর। (অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে) মা, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু মা জীবনের মধ্যাহ্ন-তপন যৌবনের শক্তি ফিরে পেলেও, দেবতা মানব ত্রিভুবন সহায় হ'লেও ভাষাকর রাজদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত হবে না। দানব জাগে জাগুক—কিন্তু ভাষাকর মগধের রাজভক্ত প্রজা। তার রাজভক্তির সুরধুনির স্রোতে সকল দানবের ঐরাবত-শক্তি ভেসে যায় মহারাণি!

ভাগ্য। এই যদি সত্য, তবে কেন এমন ব্যবধান? ভক্তি যেখানে, ভালবাসা সেখানে, মিলনের মধুপূর্ণিমা সেখানে। না আচার্য্য! আত্ম-প্রবঞ্চনা করবেন না। আপনার রাজভক্তি মৌখিক, বাচনিক,— আন্তরিক নয়।

ভাষাকর। (রুষ্টস্বরে) মহারাণি!

ভাগ্য। রুষ্ট হবেন না। অভিমান অনেক সময় অন্ধ করে রাখে। ভক্তি যদি আপনার আন্তরিক হ'তো, তবে শক্তির মুকুটমণি আজ আপনারই দ্বারে গড়া-গড়ি যেতো। ভগবান্ ভক্তের—শক্তেরও নয়, দর্পেরও নয়।

ভাষাকর। মা, তুমি কি বলছো বুঝতে পারছো না। এত বড় কটু কথা ভাষাকরকে কেউ কখনও বলতে পারে নি—বলতে সাহস করে নি।

ভাগ্য। তার কারণ—আপনি চিরদিন শক্তির উচ্চ শিখরে বসে'

রাজা হ'তে দরিদ্র প্রজাকে মাত্র অঙ্গুলিসঙ্কেতে চালিয়ে এসেছেন। ...তাই না?...বলুন।

ভাষাকর। মা!...

ভাগ্য। মুখ বল্‌তো আপনার "রাজভক্ত প্রজা," মন গর্ব্বভরে হেসে বল্‌তো—"মগধের মুকুটহীন রাজা।" আপনি প্রতিভাবান্, বিদ্বান্, শক্তিমান্ কিন্তু ভক্তিমান্ হ'তে পারেন নি। তা যদি হ'তেন, তা'হলে মগধ আজ ভোগী না হ'য়ে ত্যাগী নামেই ধন্য হতো।

(সুনিধ ও জয়শ্রীর মহারাণীর মুখের প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দৃষ্টিপাত, সুনিধের মুখে মৃদুহাস্য)

ভাষাকর। মা, মা, সত্যই আমি পাপী। আমি রাজাকে চিরদিন খেলার পুতুল করে' চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি—

ভাগ্য। সে খেলায় কতখানি অবহেলা তা আপনার মন বলে' দেবে, মুখ তা বল্‌বে না—কখনও না—অন্ততঃ দশের কাছে, সমাজের কাছে।

ভাষাকর। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেছে,—শক্তির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে—আমার সব গেছে। (দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন)

ভাগ্য। তবে ভালবাসা জেগে উঠ্‌ছে না কেন আচার্য্য?—না, না,—অভিমান এখনও আপনাকে টেনে রেখেছে।—যাক্, এখন আমার কর্ত্তব্য আমায় করতে দিন্! আপনি ভগিনী জয়শ্রীকে আমায় ভিক্ষা দিন্। আমি জয়শ্রীকে নিতে এসেছি।

সুনিধ। সে কি মা?—রাজা যার পরমশত্রু তাকে...... !

(বিস্ময়বিমূঢ়)

ভাগ্য। তাকে রক্ষা কর্‌বেন কে? রাজভক্ত মন্ত্রী কি রাজার

বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করবেন ?—না প্রজাশক্তিকে রাজবিপক্ষে উত্তেজিত করবেন ?......আচার্য্য ! তবে—

ভাষাকর। মা ! ঠিক বলেছ। মোহে আমার সমস্ত দৃষ্টি বদ্ধ—আমি মোহে আচ্ছন্ন !

ভাগ্য। এখন অভিপ্রায় ?

ভাষাকর। না, আর আমার দ্বিধা নেই। জয়শ্রীকে তোমারই হস্তে আবার আমি একান্ত মনে অর্পণ করলাম। জয়শ্রীতো তোমারই শক্তি-ময়ী মা আমার !

ভাগ্য। তবে এস ভগিনি !—ভয় কি ? ঈশ্বরে ভক্তিমতী হও। সামান্য মানুষশত্রুতে তোমার কি করবে ?—কি করতে পারে ?

ভাষাকর। (জয়শ্রীর প্রতি) মা, আজ যদি আমার মৃত্যু হয়—সে বড় সুখের মৃত্যু। মনে জানবো—তুমি কর্ম্মফলে অভাগিনী হলেও ধর্ম্ম তোমায় দুহাত দিয়ে বক্ষে ধরে' রেখেছেন।

ভাগ্য। এস ভগিনি !

জয়শ্রী। (বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে) বাবা !

ভাষাকর। দ্বিধা নয়—আর দ্বিধা নয়। স্বয়ং শক্তিময়ী তোমার সহায়। ও কি জয়শ্রী ? কই, তুমি তো কখনো আমার অবাধ্য হওনি।

জয়শ্রী। মহারাণি দয়াময়ি ! আমায় স্বামিভিক্ষা দিন্—অভাগিনী আর কিছুই চায় না।

ভাগ্যদেবী। আমি কি ভিক্ষা দেবো বোন্ ?—কে কা'কে ভিক্ষা দেয় ? ঈশ্বরে ভক্তিমতী হও—আর কিছু নয়। তোমার আয়তি-চিহ্ন যদি থাকবার হয় তো স্বয়ং যমরাজও তাতে বাধা দিতে পারবে না। সতীসাবিত্রীর দেশে জন্ম তোমার—এ কথা ভুলে যাও কেন বোন্ ? এস।

জয়শ্রী। (ভাষাকর ও সুনিধকে প্রণাম করিয়া) বাবা! আবার কবে দেখা হবে?

ভাষাকর। আবার?—হাঁ, হবে বই কি—অতি শীঘ্রই আমরা সব মিল্‌বো। (আবেগসংবরণ)

(জয়শ্রীকে লইয়া পরিচারিকাগণসমভিব্যাহারে ভাগ্যদেবীর প্রস্থান)

ভাষাকর। সুনিধ! আর বিলম্ব নয়—আর দ্বিধা নয়। কি জানি কখন কি হয়। আমি এখন বড় সুস্থ—বড় নিশ্চিন্ত। এই বেলা সব কাজ সেরে নিতে দাও। সুনিধ! (উঠিলেন)

সুনিধ। একি আপনি যে উঠে পড়্‌লেন? ব্যাপার কি,—কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

ভাষাকর। পার্‌বে—শীঘ্রই পার্ব্বে—আমি এখন বড় সুস্থ। যাও, লোকজন দিয়ে ঐ ঘরের পুঁথিগুলি সব ঠিক ক'রে এক জায়গায় জড়ো করো—ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানচিত্র—আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র—যা কিছু, বুঝ্‌তে পেরেছ?

সুনিধ। না ঠিক বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।—এসবে এখন কি প্রয়োজন?

ভাষাকর। প্রয়োজন?—বিশেষ প্রয়োজন। আমার বুক্ আজ বড় হাল্কা—আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি ঐ সব পাখীর মতো উড়ে যাই। আঃ!—বড় চমৎকার বাতাস! (নিজে একটা গবাক্ষ খুলিলেন) দাও সব দরজা খুলে দাও, যে আস্‌তে চায়, যারা আস্‌তে চায়—সব আস্‌তে দাও, আর বাধা নেই—দ্বিধা নেই— (যষ্টি অবলম্বনে কক্ষান্তরে গমন)

সুনিধ। অদ্ভুত!—রোগও অদ্ভুত—আরোগ্যও অদ্ভুত!—না, জীবনের ইতিহাসটাই আগাগোড়া অদ্ভুত!

(বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ভাষাকরের অনুসরণ)

——:০:——

তৃতীয় দৃশ্য।

——o——

কারাবাটীর দ্বারদেশ—কাল প্রভাত।

(প্রধান কারারক্ষী ও অধীন কর্ম্মচারীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ)

প্রধান কারারক্ষী। রাজ-আজ্ঞা—আজ বেলা দ্বিপ্রহরে শ্রুতঞ্জয়ের প্রাণদণ্ড হবে।

অধীন কর্ম্মচারী। সত্যজিতের প্রতি কোন আদেশ হয়েছে ?

প্রধান কারারক্ষী। না, সে বিষয়ে এখনও কোন স্পষ্ট আদেশ পাওয়া যায়নি। বরং সত্যজিৎকে নিয়ে একবার সামন্তরাজ ধুন্ধুমারের নিকট উপস্থিত হ'তে হবে। আমাকেই যেতে হবে—এখনি।

অধীন কর্ম্মচারী। শ্রুতঞ্জয়ের ছেলেটাতো সকাল হ'তে কান্না জু'ড়ছে। দরজার মাটী কাম্‌ড়ে পড়ে আছে। বলে, তার বাবার সঙ্গে শেষ দেখা করবে—

প্রধান কারারক্ষী। শ্রুতঞ্জয়ের ছেলে ?—কি রকম ?—তার বিয়েই বা কবে হ'ল—?—

অধীন কর্ম্মচারী। শ্রুতঞ্জয়েরই ছেলে বটে।—তবে......?

প্রধান কারারক্ষী। ও বুঝেছি।—তার উপপত্নীর পুত্র।—তা হ'তে পারে।

অধীন কর্ম্মচারী। তাকে কি একবার......

প্রধান কারারক্ষী। না—না, কা'কেও না। আমার প্রতি সামন্ত-রাজ ধুন্ধুমারের যে আদেশ—সে অতি কঠোর।

অধীন কর্ম্মচারী। আমিও তাকে বোঝালেম যে সে যদি সামন্ত-রাজের নিকট হ'তে কোন আদেশপত্র আনতে পারে তবেই তার বাপের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারি—নইলে, আমরা এ বিপদে পা বাড়াতে পারি না।

প্রধান কারারক্ষী। ঠিক কথাই বলেছ। এইরূপ সাবধান হ'য়ে চলাই চাকরী বজায় রেখে ঠিকঠাক চলা। তবে আমি এখন সত্যজিৎকে নিয়ে রওনা হই। দেখো, খুব সাবধান।

(প্রধান কারারক্ষীর প্রস্থান)

(অধীন কর্ম্মচারীর কারাবাটীর ভিতরে গমন)

চতুর্থ দৃশ্য।

——o——

কারাবাটীর অঙ্গন—কাল প্রভাত।

অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে উচ্চপ্রাচীর. অঙ্গনের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটী বৃক্ষ, লতাগুল্ম ও বংশমঞ্চ। বংশমঞ্চে কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি শাকগাছ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

(কিয়ৎক্ষণ পরে লম্বোদর ও ছদ্মবেশে দীনমলিনভাবে বজ্রবাহুর প্রবেশ)

লম্বোদর। (বজ্রবাহুর প্রতি) ছোক্‌রা, তোমার দুঃখে আমি সত্যাই দুঃখিত। কিন্তু আমি কি করতে পারি? তুমি বরং সামন্তরাজ ধুন্ধুমারের নিকটে যাও। দেখ যদি কোন রকমে তাঁকে সন্তুষ্ট করে তোমার বাপের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার আদেশপত্র নিতে পার।

বজ্রবাহু। আপনিও তো একজন সামন্তনৃপতি। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, তা হলেই আমি আমার পিতার সঙ্গে একবার দেখা করতে পাই।—মাত্র একবার শেষ দেখা—জন্মের মতো শেষ দেখা।

(লম্বোদরের পদধারণ)

লম্বোদর। পা ছাড়ো ছোক্‌রা! আমি তোমার জন্য চেষ্টা কর্‌বো—এ সত্য। কিন্তু জানিনা, চেষ্টায় কতদূর কি হয়—

বজ্রবাহু। দোহাই—আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আপনি ছেড়ে গেলে, কারারক্ষীরা আমাকে এখানে এক দণ্ডও দাঁড়াতে দেবে না। দোহাই— (পুনঃ পদধারণ)

(অধীন কারারক্ষীর প্রবেশ)

অধীন কারারক্ষী। নমস্কার সামন্তরাজ! কি আদেশ করেন?

লম্বোদর। এই হতভাগ্য শ্রুতঞ্জয়টা সামন্তরাজ ধুন্ধুমারের সঙ্গে

একবার দেখা কর্‌তে চায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজনীতিসংক্রান্ত কি-না—কি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ কর্‌তে চায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন সকলেরই অনুতাপ হয়—এও তেমনি।

অধীন কারারক্ষী। তা সামন্তরাজ······

লম্বোদর। তিনি এখন বড় বেশী ব্যস্ত। মহারাজের সঙ্গ ছেড়ে এই অপদার্থ শ্রুতঞ্জয়টার কাহিনি শোন্‌বার অবসর তাঁর মোটেই নেই। কাজে কাজেই আমাকে আস্‌তে হয়েছে—এই তাঁর পত্র।

অধীন কারারক্ষী। পত্রের কি প্রয়োজন? সামন্তরাজের নামেই আমরা আজ্ঞা পালন কর্‌তে বাধ্য। ··· ···একি, তুমি ছোক্‌রা আবার জ্বালাতন কর্‌তে এসেছ? তোমায় আস্‌তে দিলে কে? নাঃ—তুমি বড় অবাধ্য!

লম্বোদর। শ্রুতঞ্জয়ের ছেলে।—বাপের জন্য বড় ব্যাকুল। আমার পা দু'খানি জড়িয়ে পড়েছিল। ছোক্‌রার কাতর ক্রন্দনে আমি আশ্বাস দিয়েছি যে বাপের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করিয়ে দেবো। পিতার মরণপথে যাত্রী হ'বার পূর্ব্বে পুত্রের শেষ চরণবন্দনা—দৃশ্য বড়ই মর্ম্মভেদী ম'শায়

অধীন কারারক্ষী। কিন্তু আমাদের প্রতি সামন্তরাজের আদেশ যা, তা জানেন তো—

লম্বোদর। ভয় নেই—আমি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কর্‌বো।

অধীন কারারক্ষী। তবে আপনি আগে একা শ্রুতঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করে' আসুন—বুঝুন সে কি উদ্দেশ্যে ডেকেছে।

লম্বোদর। নিশ্চয়!—আগে উদ্দেশ্য বুঝি, তারপর ফিরে এসে উচিত যা, তা জানাবো। ভয় নেই ছোক্‌রা, একটু অপেক্ষা কর—

বজ্রবাহু। আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন্—দয়া ক'রে সঙ্গে নিন্—

লম্বোদর। না, না—কারারক্ষী ম'শায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কাজ কি কর্‌তে পারি? আগে রাজপুরুষ দেখা কর্‌বে, দেখা করে' জান্‌বে তোমার পিতার কি উদ্দেশ্য। ও কি, নিরাশ হয়ো না—ভয় কি?

(অধীন কারারক্ষী কারাকক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল, লম্বোদর ভিতরে প্রবেশ করিল)

বজ্রবাহু। হা আমি দুর্ভাগ্য! হা আমার দগ্ধজীবন! মা! মা! আমি তোমাদের নিতান্ত অকর্ম্মণ্য সন্তান! মা! মা! আমি অতি অভাগা— (কাতর ক্রন্দনের অভিনয়)

অধীন কারারক্ষী। স্থির হও—স্থির হও ছোক্‌রা! তোমার ঐ বুক্ চাপ্‌ড়ে কান্না—তোমার ঐ 'মা' 'মা' শব্দ আমার বুকে হাতুড়ির ঘা মার্‌ছে। আমিও একজনের বাপ ছিলাম। সে কোথায়—তার মা'ই বা এখন কোথায়। (হস্তে মুখ ঢাকিল) না, পার্‌লাম না, ছোক্‌রা তুমি এইখানে দাঁড়াও—ঠিক এই দরজার কাছে। আমি তোমায় আধ দণ্ড সময় দিলাম—কেমন—হবে তো? কিন্তু দোহাই—আর কেঁদোনা, অমন 'মা' 'মা' করে' আর কেঁদোনা—

(অধীন কারারক্ষীর বহির্দ্বারে গমন)

বজ্রবাহু। এতদূর পর্য্যন্ত তো চালিয়ে এলাম—তার পর? তাই তো?……যা হবে তা হবে—এখন আর ভেবে কি হবে? জয় মা জগদম্বা! (নিকটস্থ লতাবৃক্ষের মঞ্চ হইতে একটী সুদীর্ঘ বংশখণ্ড বাহির করিয়া ভূমিতে রাখিল) শ্রুতঞ্জয়টা তো দেখ্‌ছি ধুন্ধুমারকে ডেকে পাঠিয়েছে ভজ্জিয়ানের পত্রের বিনিময়ে নিজের প্রাণ ভিক্ষা নেবার জন্য! হা ভগবান্! মানুষ মর্‌তে যায় তবু আশার সূতোগাছটা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধর্‌তে চায়—তা সে সূতো যতই ক্ষীণ হোক্, যতই দুর্ব্বল হোক—

(কারাগারের দ্বারের নিকটে যাইয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল) একি মহা বাগযুদ্ধ চলেছে যে ! (পুনরায় দেখিতে লাগিল) একি দস্তুরমত বাহুযুদ্ধ !—ও কি—ও কি ! ঐ তো ভজ্জিয়ানের পত্র !—বাঃ—এইতো সুযোগ !— (দ্বার খুলিতে চেষ্টা)

না—হ'ল না—পত্র হাত ছাড়া। লম্বোদর কেড়ে নিয়েছে—হা শৃঙ্খলিত শত্রুঞ্জয়, শৃঙ্খলের সঙ্গেই যুদ্ধ কর এখন।......এই যে এই যে—এই দিক দিকে—বাঃ বাঃ (ছুরিকা খুলিয়া ও ধুলিমুষ্টি লইয়া দ্বারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান)।

(ভজ্জিয়ানের পত্রহস্তে উৎফুল্লভাবে লম্বোদরের প্রবেশ)

বজ্রবাহু। (সহসা ব্যাঘ্রবৎ লম্ফনে) জয় মা জগদম্বা ! দাও—পত্র দাও— (সহসা চক্ষে ধুলিমুষ্টিক্ষেপ ও লম্বোদরের দক্ষিণ হস্তে ছুরিকাঘাত করিয়া পত্র কাড়িয়া লইল)।

লম্বোদর। বিশ্বাসঘাতক ! দস্যু !—চোর—

(অসি খুলিতে চেষ্টা। সহসা বজ্রবাহু দীর্ঘ বংশদণ্ড তুলিয়া লইয়া লম্বোদরের মস্তকে আঘাত করিয়া বংশদণ্ড সাহায্যে দ্রুত প্রাচীর গাত্র বাহিয়া কারাপ্রাসাদের বৃতি উল্লঙ্ঘন করিল)

(ইতোমধ্যে কারারক্ষিগণ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লম্বোদরের অবস্থা দেখিয়া সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল)

পটক্ষেপ।

পঞ্চম দৃশ্য।

——o——

অলিন্দ—কাল দিবা প্রথম প্রহর।

(কথা কহিতে কহিতে ধুন্ধুমার ও প্রভাকরের প্রবেশ)

ধুন্ধুমার। খবর খুবই ভাল। শুনছি বুড়ো ভাষাকর মড়ার সামিল হয়ে গেছে। থাকে থাকে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। বাঁচ্‌বে না, আর বেঁচেও যদি থাকে তো মন্ত্রীর আসনে আর বসা হ'চ্চে না। রাজার মন তেমনি আগুণ হয়ে রয়েছে। বুঝ্‌লেন ?

প্রভাকর। আমি তা ভাব্‌ছি না, ধুন্ধু—

ধুন্ধু। তবে ?

প্রভা। ওদিকে ঐ সত্যজিৎটার মুখ থেকে তো কোনরূপে ভজিয়ানরাজের পত্রের কথাটা আদায় করে' নিতে পারা যাচ্ছে না,—কাকেই বা সে পত্র দিয়েছে তাও তো—

ধুন্ধু। তা'তে আপনার ভয়ের কারণ কি ?

প্রভাকর। যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দেখ্‌ছো না, রাজার সব কাজেই সম্মতি হচ্ছে। কেবল সত্যজিৎটার সত্য-সত্য মৃত্যু-দণ্ড দিতে একটু ইতস্ততঃ বোধ হচ্ছে। ও দিকে তোমার সেই ছোঁড়াটার তো কোন খবর নেই। আমার বোধ হয় ও বসন্তসেনার—ভাই-টাই নয়—ছদ্মবেশী শত্রুর গুপ্তচর।

ধুন্ধু। আমারও সেই সন্দেহ হয়েছিল, কেবল আপনার বিশ্বাসে তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রভাকর। না—রাক্ষসী বসন্তসেনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে' অতটা বিশ্বাস করা ভাল হয়নি। এখন বুঝ্‌ছি, তুমি বসন্তসেনার প্রতি যোগ্য

ব্যবহার করেছ,—আশ্চর্য্য! আমি তাকে একদিনের জন্যও অবিশ্বাস করিনি। পাপীয়সি!......আমি তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কেটে-কুকুরের উদরপূর্ত্তি কর্‌বো।......আচ্ছা ঐ শত্রুঞ্জয়টা যে তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চায় তার অর্থ কি—ঐ ডাকাতটা কোন রকমে সে সব কাগজ হাতায়নি তো?

ধুন্ধু। তাইবা কি করে' বিশ্বাস করি? যাই হোক্, আমি লম্বোদরকে পাঠিয়েছি—তাকে বেশ করে' বেয়ে ছেয়ে দেখবার জন্য—

(কথোপকথন করিতে করিতে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ)

পট পরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

-০-

সভাগৃহ—দিবা প্রথম প্রহর।

মহারাজ অজাতশত্রু ও নর্ম্মসচিবগণ।

(মহারাজ অজাতশত্রু বাসন্তীনাটিকা হস্তে পাদচারণা করিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে বাসন্তীনাটিকার স্থলবিশেষ মনে মনে পাঠ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন)

অজাতশত্রু। না, রতির ভূমিকার উপযুক্ত পাত্রী আর তো কা'কেও দেখি না।

১ম নর্ম্মসচিব। আজ্ঞে রতি নিয়েই তো আপনার 'বাসন্তী'।

২য় নর্ম্মসচিব। পাত্রীর অভাব আর থাকবে না মহারাজ।

৩য় নর্ম্মসচিব। বাসন্তী আপনার ফাগুনে হাওয়ায় পড়ে গেল মহারাজ!

১ম নর্ম্মসচিব। জয়শ্রী দেবীর মতি আপনার রতিতে ফিরতে চল্‌লো মহারাজ!

২য় নর্ম্মসচিব। ভাষাকরের পাঁচীল তো খসে পড়্‌লো মহারাজ!

(প্রভাকর ও ধুন্ধুমার প্রবেশ)

প্রভা ও ধুন্ধু। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্‌।

অজাতশত্রু। ভয় নেই আমি ঠিক আছি—এক পা-ও এদিক ওদিক নয়। ভাষাকর যৌবন নিয়ে ফিরে এলেও এ জীবনে আর সদ্ভাব হ'চ্চে না।

ধুন্ধু। তবে বৃদ্ধ এখনও আপনার জয়শ্রীকে সেইভাবে আঁকড়ে ধরে মূর্চ্ছা যাচ্ছে—এ পাকা খবর—

নর্ম্মসচিবগণ। বাঁচ্‌বেনা—বাঁচ্‌বেনা—কেবল জ্বালাচ্ছে।

ধুন্ধু। তবে রক্ষিগণকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা সেইমত কচ্ছে—ভাষাকরের বাড়ী ঘেরাও করে' রয়েছে। বুড়ো যেমনি সরা—জয়শ্রীকে অমনি সরাসর আপনার শ্রীচরণে এনে ফেলা।

অজাত। এ মন্দ কথা নয়। ভদ্রতা আমরা বরাবরই দেখিয়ে আস্‌ছি, বৃদ্ধই কেবল সেটা বুঝতে পারছে না। জয়শ্রীর স্থান আমার হৃদয়ের কোন্‌খানে তা যদি ঐ অরসিক বৃদ্ধ বুঝ্‌তে পার্‌ত তা হ'লে ওরকম হৃদয়হীন পশুর মতো বিবাহের নামে সেই ভাবময়ী কলাবতীর বলিদান কর্‌তো না।

ধুন্ধু। এখন রাজদ্রোহী সত্যজিৎটাকে আর কারাগারে ফেলে রেখে লাভ কি? ওটার প্রাণদণ্ড-আজ্ঞা হয়ে গেলেই আমাদের অনেক কাজ হাল্কা হ'য়ে যায়। আমাদের এখন অনেক কাজ মহারাজ! বৃদ্ধ সব হিসাব গোলমাল করে' রেখেছে—সে সব বুঝে পড়ে নিতে কত সময় যাবে—সেটা ভেবে দেখুন……

১ম নর্ম্মসচিব। তারপর ধরুন এই বাসন্তী—এর মহলা তো এক রকম ইতি হয়েই রয়েছে—গোলমালেই তো আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মহারাজ!

২য় নর্ম্মসচিব। গোলমাল সব শীঘ্র মিটিয়ে ফেলুন মহারাজ!

অজাত। মন্দ কথা নয়। প্রভাকর কি বলো? ধুন্ধুর কথাটা কি রকম লাগ্‌গা হচ্ছে?

প্রভাকর। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

অজাত। আবার! ও সব মামুলী আদব কায়দা ছাড়ো। গাম্ভীর্য্য রেখে একবার প্রাণ খুলে কথা কও—বলো তোমার প্রাণ কি চায়?

প্রভা। শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই মহারাজ!

অজাত। বেশ, দণ্ড-আজ্ঞা আমি এখান লিখে দিচ্ছি (দণ্ডাজ্ঞা-পত্র লিখিয়া দিলেন) বুঝ্‌লে, আজ মধ্যাহ্নে—ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরে সত্যজিতের ফাঁসি হবে—

রাজ-কর্ম্মচারী। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের আদেশ—আজ বেলা দ্বিপ্রহরে সত্যজিতের ফাঁসি হবে—

ধুন্ধুমার। (রৌদ্রের দিকে চাহিয়া বেলা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিম্নস্বরে প্রভাকরের প্রতি) অনেক দেরী—প্রায় একপ্রহর বাকী।

অজাত। তোমরা কিন্তু এ খবরটা এর মধ্যে ভাষাকরের কাণে পৌঁছে দিতে ভুলো না। তবে জয়শ্রীর কাণে যেন না পৌঁছোয়—দেখো, সেটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে—

(রাণী ভাগাদেবীর সহিত জয়শ্রীর প্রবেশ)

ভাগ্য। মহারাজের জয় হোক্‌ (জয়শ্রী নতজানু হইল) মহারাজ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কোন কাজই করেন না, তবে জয়শ্রীর দুর্ভাগ্য যে সে আপনা হ'তেই মহারাজের এ দণ্ড-আজ্ঞা শুন্‌তে পেয়েছে।

ধুন্ধু। কি দুর্দ্দৈব

প্রভাকর। এ কি বিপদ !

(নর্ম্মসচিবগণ ইতোমধ্যে নিষ্ক্রান্তপ্রায়। ধুন্ধুমার ও প্রভাকরের নিষ্ক্রমণ করিবার উদ্যোগ)

ভাগ্য। একি আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ? (মহারাণীর কথায় ধুন্ধুমার ও প্রভাকর ফিরিয়া দাঁড়াইল) প্রজাপালক মহারাজ তাঁর রাজ্যের এক পিতৃমাতৃহীনা অনাথা। স্বামিসুখবর্জ্জিতা সতী রমণীর একমাত্র অভিভাবকরূপে দণ্ডায়মান, আর সেই অনাথা আজ স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে ধর্ম্মপ্রাণ অভিভাবকের দেব-চরণে আত্ম-নিবেদন কর্‌তে অগ্রসর—এ মধুর দৃশ্য আপনারা সকলে দেখুন—দেখে তৃপ্ত হোন্‌—ধন্য হোন্‌।

অজাত। এ আবার কি কৌতুক মহারাণী!

ভাগ্য। কৌতুক কেন মহারাজ? কবির ভাব কবির ভাষায়—এ তো সহজ সরল সত্য। ভাষায় আপনি প্রকাশ করেছেন—রাজাই পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথার একমাত্র অভিভাবক। আর সেই জন্য অনধিকার-চর্চ্চী ভাষাকর আচার্য্যের অন্যায় অধিকারের হস্ত হ'তে এই অনাথাকে উদ্ধার কর্‌বার উদ্দেশ্যেই তার প্রাসাদে সতর্ক সৈন্যবল বসিয়েছেন। কিন্তু কি জানি তারা আপনার আদেশ পালন করতে পারেনি—এ অনাথাকে ভাষাকরের হস্তপাশ হ'তে মুক্ত করে আন্‌তে পারেনি। আমি মহারাণী—রাজসম্মানের অবমাননা সহ্য করা আমার ধর্ম্ম হ'তে পারে না। আমি গিয়েছি—মাত্র অঙ্গুলির সঙ্কেত করেছি—জয়শ্রীকে মন্ত্রচালিতবৎ সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছি। এই নিন্ আপনার স্নেহের যত্নের রক্ষণের পালনের প্রিয়—পরম প্রিয় বস্তুটী।

অজাত। সৈন্যবল বসেছে ভাষাকর আচার্য্যের প্রাসাদে—সত্য। কিন্তু তার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ রাজনীতিক। সামান্য এক বালিকাকে আন্‌বার জন্য সৈন্যবল!—কি অপবাদ! তুমি এ সব আজগুবী খবর পাও কোত্থেকে? আশ্চর্য্য! আমি জানি তুমি পূজার মন্দিরে, তোমার আজ অমাবস্যার ধুম পড়ে গেছে—আশ্চর্য্য!

ভাগ্য। পূজার মন্দিরে আর থাকৃতে পেলাম কই, মহারাজ? সেখানেও সৈন্যবল বসেছে। কাজেই বেরিয়ে এলাম, দেখ্‌লাম—সর্ব্বত্র একটা হৈ চৈ—মহা হৈ চৈ—'ভাষাকর আর জয়শ্রী' এই মন্ত্র সকল মুখে, অথচ সিদ্ধি কারো হচ্চে না। হবে কোত্থেকে?—কেবল হৈ চৈ—কেবল হৈ চৈ!

অজাত। তোমার পূজার ব্যাঘাত করে?—কে সে পাপিষ্ঠ? ধুন্ধু!—

ভাগ্য। তার বিচার করবেন মহারাজ? বেশ! জয়শ্রী! ভগিনি! আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি। ভয় নেই—'স্বয়ং ধর্ম্মরাজ মহারাজ তোমার অভিভাবক। কারো সাধ্য নাই যে তোমার অবমাননা করে।

(ভাগ্যদেবীর দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

অজাত। আশ্চর্য্য! সবই হেঁয়ালী!......(জয়শ্রীর প্রতি) জয়শ্রী! আমি তোমায় বার বার ডেকে পাঠাচ্ছি কেন তা জানো? ......জানো, তোমার স্বামী কিরূপ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত? যাকে রাজদ্রোহিতা বলে—সেই মহাপাপের পাপী।

প্রভা। (ধুন্ধুর প্রতি) চাকা বুঝি ঘোরে।

ধুন্ধু। কোন ভয় নেই।

প্রভা। রাজাকে সরিয়ে ফেল।

ধুন্ধু। ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন?

(ইতোমধ্যে জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া ধুন্ধুমার ও প্রভাকরকে নিম্নস্বরে বলিল "সত্যজিৎকে আনা হয়েছে।" এই কথা শুনিয়া ধুন্ধুমার কর্ম্মচারীর সহিত বাহিরে চলিয়া গেল)

জয়শ্রী। মহারাজ! আমি অবোধ বালিকা, আপনি জ্ঞানী হৃদয়বান্, আমাব অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন।—এ হতভাগিনীকে স্বামিভিক্ষা দিন্—

অজাত। ভিক্ষা!··· ··· ···জয়শ্রী! এ রাজনীতিক ব্যাপার—বড় জটিল—

জয়শ্রী। (রাজার পদধারণ করিয়া) রাজাধিরাজ! একটী প্রাণ ভিক্ষা দিন্—মাত্র একটী প্রাণ! আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর—কোটী কোটী প্রাণী আপনার প্রজা। কিন্তু হতভাগিনীর ঐ একটী প্রাণেই সর্ব্বস্ব—সেই আমার ইহকাল—সেই আমার পরকাল—(রোদন)

(ইতোমধ্যে ধুন্ধুমার ফিরিয়া আসিল)

অজাত। (জনান্তিকে) ধুন্ধু! তুমি বুঝিয়ে বলো, আমি বোধ হয় ঠিক পার্ব্বো না। মুখের দিকে ঠিক তাকাতে পাচ্ছি না। কেন জানি না।—এস প্রভাকর।

(প্রভাকরকে লইয়া অজাতশত্রুর কক্ষান্তরে গমনোদ্যোগ)

ধুন্ধু। ভদ্রে! মহারাজকে এখন বিরক্ত করবেন না। জানেন তো বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কি রকম ব্যস্ত রয়েছেন। বিচার কার্য্য এখন ওঁর পক্ষে একরকম অসম্ভব। আপনার যা বক্তব্য আমাকে বলুন— (প্রভাকরকে লইয়া অজাতশত্রুর প্রস্থান)

(চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ধুন্ধুমার মন্দ অভিপ্রায়ে জয়শ্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

জয়শ্রী। (অবনতবদনে) আপনি আমার স্বামীকে ভালবাসতেন—তাঁর বন্ধু ছিলেন। আপনি তাঁকে রাখতে পারেন না? আমি নিতান্তই হতভাগিনী।

ধুন্ধু। সুন্দরি! রাজা এখানে নেই। মনের কথা বল্‌তে কি সত্যই আমি সত্যজিতের বন্ধু ছিলাম। কিন্তু সে তোমার বিবাহের পূর্ব্বে। জানো কি আমি তোমায় কত ভালবাসি? জানো কি আমি কি দারুণ আঘাতই পেয়েছি?—

জয়শ্রী। ভালবাসেন—আমায়? একি সত্য?

ধুন্ধু। সুন্দরি! এ রাজবাটীতে চাটুকার-বৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকা কিসের জন্য? বলো? আমার মান আছে, বংশ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে—সব আছে। বলো, কিসের জন্য এ চাটুবৃত্তি? আর তোমায় ভালবাসি কি না? সুন্দরি! তোমার পেছনে পেছনে আমি ছায়ার মত ঘুরেছি, তুমি জাননা জান্‌তেও পার্ব্বেনা।

জয়শ্রী। বলেন কি?

ধুন্ধু। রাজা তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা করতেন, আমি জ্বলে পুড়ে মর্ত্তাম।

জয়শ্রী। সে কি?

ধুন্ধু। তুমি মাত্র একবার— মুহূর্ত্তের জন্য আমার হও— আমি ঐ কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজার কবল হ'তে এখনি তোমার উদ্ধার করে' দেব। —শুধু তোমায় কেন, সত্যজিতেরও এই সঙ্গে মুক্তি দিয়ে দেব। বলো—সুন্দরি বলো! আমি কণার ভিখারী—কণাপ্রসাদেই আনন্দে ভরপুর্।

জয়শ্রী। এ কি সত্য? —এত ভালবাসা?

ধুন্ধু। এত ভালবাসা।

জয়শ্রী। এ ত ভালবাসা? আর এই ভালবাসার শক্তিতে আপনি এত শক্তিমান্ যে রাজশক্তিকেও অবহেলা করতে ভীত ন'ন?

ধুন্ধু। অবহেলা কেন সুন্দরি, উচ্ছেদ করতেও পশ্চাৎপদ নই— যদি তুমি আমারই হও—

জয়শ্রী। বেশ তবে আমি মহারাজকে বলি গিয়ে যে 'আমি সদ্বিচার পেয়েছি — আপনার নতুন মন্ত্রীর নিকটে। তিনি রাজশক্তির চেয়েও শক্তিমান্। তবে তিনি এক বিশেষ সর্ত্তে সত্যজিৎকে মুক্তি দেবেন।' (রাজার নিকট যাইবার জন্য উদ্যোগ)

ধুন্ধু। ছি, ও কি কথা সুন্দরি?

জয়শ্রী। একি চোখ দুটো গোল হয়ে বেরিয়ে পড়ছে কেন?—এত ভয়? বিশ্বাসঘাতক! তোমার স্বরূপমূর্ত্তি আমি প্রকাশ করছি।

ধুন্ধু। বেশ আপত্তি নেই। কিন্তু জেনো—কি ভীষণ আগুনে হাত দিচ্ছো। তোমার কথা রাজার কাছে উন্মাদপ্রলাপ বলে' প্রমাণ

কর্‌বো — এ ধ্রুব। এখনো বলছি—ফেরো—ফেরো। ... ... বেশ, যাও রাজার কাছে যাও, তোমার কথা বলাও শেষ হবে এ দিকে সত্যজিতের মুণ্ডও গড়াগড়ি যাবে। তার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা-পত্র কোথায় দেখতে পাচ্ছো? (অন্যদিকে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা)

জয়শ্রী। (দৌড়িয়া আসিয়া) দাঁড়ান্—দাঁড়ান্—ক্ষমা করুন। সত্যই আমি উন্মাদিনী—আমার মাথার ঠিক নেই। আপনাকে কটু কথা বলেছি—ক্ষমা করুন। পায়ে ধরি—হতভাগিনীকে স্বামিভিক্ষা দিন্।

ধুন্ধু। আমি তো বলেছি—তুমি যা চাও তা এখনি দিতে পারি। আমি এ আজ্ঞা-পত্র এখনি ছিঁড়্‌তে পারি—তবে আমি যা চাই—তা যদি পাই—

জয়শ্রী। (হস্তে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া) বজ্র ! কোথায়! ওঃ

ধুন্ধু। বিলম্ব চলে না সুন্দরি! সময় বড় জলদ চালে ছুটেছে। বল, কি চাও? সত্যজিতের মৃত্যু দেখ্‌তে চাও—না আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে চাও?

জয়শ্রী। সত্যজিতের মৃত্যু? —অঁ্যা—আমি কোথায়?

ধুন্ধু। সেথায়—যেখানে তোমার সত্যজিতের মুক্তির উপায়। বলো, তুমি আমার হবে?—অন্ততঃ এক দণ্ড—এক পল—এক বিপল—

জয়শ্রী। (সহসা উত্তেজিতভাবে উঠিয়া রোষকষায়িতলোচনে) আমি মহৎজ্ঞানে তোর কাছে সত্যজিতের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু তুই সাক্ষাৎ নরক,—তুই ভিক্ষা দিতে চাস্ ভিক্ষুকের ইহপরকালের সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে—তার ধর্ম্মের বিনিময়ে! মনুষ্যবেশী ঘৃণিত কামুক ছাগাধম! তোর দয়াদানে আমি পদাঘাত করি। কৃমিকীট! তোদের

পশুবৃত্তি নিয়ে এ নরক-পৃথিবীতে চারযুগ বেঁচে থাক্—আমি আমার সত্যজিৎকে নিয়ে ঐ সোণার স্বর্গরাজ্যে চলে যাই—

ধুন্ধু। তবে আর কি? আমার কোন ক্রটী নেই। এখনো বলো—এই শেষ বার—

জয়শ্রী। দূর হ পিশাচ! তোর পাপমূর্ত্তি দর্শনেও মহাপাপ।

ধুন্ধু। বেশ! (ভূমিতে পদতাড়ন)

(সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা অপসরণ, বন্দী অবস্থায় রক্ষিবেষ্টিত সত্যজিত)

দেখ্ছো, স্বামী তোমার কি অবস্থায় ঐখানে দাঁড়িয়ে? বলো, কি চাও? তার মৃত্যু না মুক্তি?

জয়শ্রী। স্বামি, প্রভু, দেবতা আমার—কথা কও, একবার বলো তুমি কি বাঁচ্তে চাও? চিন্তা নেই, আমি তোমার দাসী—তোমার ক্রীতদাসী, আমাকে যা বল্বে, আমি তাই কর্বো—

সত্যজিৎ। বুঝেছি জয়শ্রী তুমি কেন এখানে?—আমার প্রাণ ভিক্ষা চাও, আর সেই প্রাণভিক্ষা ঐ নরকপশুর কাছে? ......জয়শ্রী! মৃত্যু আমায় কথনই ভয় দেথায় না—আমি ভাস্করের শিষ্য।

জয়শ্রী। বলো—বলো—প্রিয়তম, মৃত্যুতে তোমার কোন ভয় নেই? জেনো—এ ক্রীতদাসী তোমার জীবনে মরণে সঙ্গিনী।

সত্য। জয়শ্রী! এ মাটীর দেহ—এ রক্তমাংসের পিণ্ড—অতি ঘৃণ্য—নশ্বর—ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু স্বামীস্ত্রীর বন্ধন—প্রেমের বন্ধন—আত্মায় আত্মায় আনন্দের মিলন, সে মিলনে অনন্ত জীবন—অনন্ত স্বর্গ-ভোগ।

জয়শ্রী। বলো—বলো—প্রিয়তম আমার! আঃ!......বিচারক! আর তোমায় ভয় করি না।

ধুন্ধু। সত্যজিৎ—বন্ধুভাবেই বল্ছি, মাত্র একটী উত্তরের উপর

নির্ভর করে' তোমায় মুক্তি দিতে পারি—এ ধ্রুব। বল—কাকে সে পত্র দিয়েছ।

সত্য। আমি তোর পাপ প্রস্তাবে পদাঘাত করি।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

ধুন্ধু। শুন্‌তে পাচ্ছিস্—কিসের ঘণ্টা ?

সত্য। বেশ শুন্‌ছি—তুইও শোন্। ও ঘণ্টা তোকেও ডাক্‌ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ কি ? বিশ্বাসঘাতক ! ধর্ম্ম এখনও জেগে।

ধুন্ধু। তবে আর কি, নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে।

জয়শ্রী। ভয় নেই স্বামি—আমি তোমার জীবনে মরণে সঙ্গিনী।

ধুন্ধু। ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দাও—এই মুহূর্ত্তে—

(ঘাতকের হস্তে দণ্ড-আজ্ঞা-পত্র প্রদান)

(ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নেপথ্যে কতিপয় কর্ম্মচারী উচ্চৈঃস্বরে বলিল "রাজমন্ত্রী আস্‌ছেন—রাজমন্ত্রী আস্‌ছেন।"

[ক্ষীণ, দুর্ব্বল ভাষাকরকে ধরিয়া কতিপয় রক্ষীর প্রবেশ, সঙ্গে সুনিধ ও ভাষাকরের কর্ম্মচারী চতুষ্টয়। কর্ম্মচারী চতুষ্টয়ের সঙ্গে রাজ্য-সংক্রান্ত হিসাববহি]

জয়শ্রী। (ধীরে প্রসন্নভাবে) বাবা ! বিদায় দিন্—আমি চলেছি—আমার স্বামীর সঙ্গে—

ভাষাকর। যাবি !—যাবি বই কি !......আমিও যাবো। সামন্ত-রাজ ! ক্ষণেকের দয়ার প্রার্থী—দয়া করুন।

ধুন্ধু। সে কি ? আমি যে আপনার দয়ার ভিখারী হবো আচার্য্য ! মনে আছে আপনার প্রতিজ্ঞা — আজ প্রভাতে আপনি আমার মস্তকের উপর যথেচ্ছ দাবী কর্‌বেন ? রক্ষিগণ ! বিলম্ব করো না—নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে।

ভাষাকর। ভদ্র! মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা কর। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে রাজদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর্‌তে আজ্ঞা হোক্। সামন্তরাজ! চিন্তা নেই—আমি এই মুহূর্ত্তে রাজসমক্ষে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেই তার আয়োজন কর্‌বো।

ধুন্ধু। মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ? আমার মস্তক নেবেন না?

(পারিষদবর্গ ও প্রভাকরের সহিত অজাতশত্রুর প্রবেশ)

অজাত। মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ!—এ মন্দ কথা নয়। শরীর আপনার ভেঙ্গে পড়েছে।

ভাষাকর। শুধু শরীর নয় মহারাজ! মনও ভেঙ্গে পড়েছে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তবে আমি চিরকাল রাজভৃত্য—এ অন্তিম সময়ে রাজপ্রসাদ নিয়ে বিদায়পথের যাত্রী হ'লেই আমার পরম সম্পদ্ লাভ হবে—আমি ধন্য হবো মহারাজ!······আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্—আমার যা অপরাধ তা নিজগুণে ক্ষমা করুন, আর সেই ক্ষমার সঙ্গে রাজ্যসংক্রান্ত হিসাব বুঝে নিতে আজ্ঞা হোক্ ধর্ম্মরাজ!

অজাত। এতো বেশ সরল সহজ কথা আচার্য্য! আমরা অবহিত চিত্তেই আপনার হিসাব নিকাশ বুঝে নেব। এতো ভাল কথা।

ধুন্ধু। কিন্তু দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়, রাজদ্রোহীর দণ্ড দিতে বিলম্ব করা উচিত হচ্ছে না মহারাজ!

ভাষাকর। সামন্তরাজ! রাজদ্রোহী যে সে তো দণ্ড পাবেই—তার প্রাণভিক্ষার জন্য আমার এ আবেদন নয়। তবে মহারাজ, রাজদ্রোহী হলেও ঐ হতভাগ্যকে পুত্রবৎ পালন করেছি। মহারাজ, শাস্ত্রজ্ঞ আপনি, মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ তার দেহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর্‌তে পারি—এ অন্তিম ভিক্ষা দান করুন।

অজাত। বেশ—ভাল কথা।

ধুন্ধু। কিন্তু মহারাজ! সময় বয়ে যায়

অজাত। স্থির হও সামন্ত-রাজ! এ রাজদ্রোহীর প্রতি কৃপা নয়—এ মৃতপ্রায় বৃদ্ধ রাজভৃত্যের প্রতি যৎসামান্য অনুগ্রহ। (স্বগত) আশ্চর্য্য! সেই দর্প আজ এমন নম্র! মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝি এমনই সব ভেসে যায়!

প্রভাকর। সুবিধে বুঝ্‌ছি না ধুন্ধু!

ধুন্ধু। রাজা চিরকালই কাণ-পাত্‌লা

ভাযাকর। সুনিধ! কেউ কি আমায় একটু বাতাস কর্‌বে না? প্রাণ যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। (পরিচারকগণের ব্যজনকরণ) আঃ! আঃ! ......তবে আপনারা কাগজপত্র সব বুঝিতে দিতে আরম্ভ করুন।

(সহসা হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া নয়ন মুদিত করিলেন)।

ধুন্ধু। (জনান্তিকে) পটল তোলনা বাবা!

প্রভা। কি রকম বুঝ্‌ছো?

ধুন্ধু। দেখ্‌ছেন না কথা কইতে হাঁফ লাগ্‌ছে?

১ম কর্ম্মচারী। মহারাজ! উত্তর-কোশলের ব্যাপার বড় গুরুতর। ভজ্জিয়ানরাজ কোশলপ্রান্তে উপস্থিত, উদ্দেশ্য কোশল আক্রমণ।

অজাত। মন্ত্রণা তো—কোশলকে সাহায্য দান?

ধুন্ধু। কখনো নয়।

১ম কর্ম্মচারী। কিন্তু ভজ্জিয়ানের দৃষ্টি চিরকালই মগধের প্রতি। কোশল ভজ্জিয়ানের করতলগত হ'লে মগধপ্রবেশে তার বিশেষ আয়োজন কর্‌তে হবে না।

ধুন্ধু। কোশলকে সাহায্য দান? তার অর্থ কোশলকে প্রবল করে' শত্রুরূপে যুদ্ধে আহ্বান করা।

১ম কর্ম্ম। কিন্তু ইতিহাস কোশলের চিরমৈত্রীর কথাই বলে' আসছে। কোশলকে সাহায্যদানই আচার্য্যের মন্ত্রণা ছিল, কারণ শক্তি-পুঞ্জের সমতাই তাঁর লক্ষ্য। এখন আপনাদের যা অভিরুচি।

অজাত। (চিন্তিতভাবে) শক্তিপুঞ্জের স—ম—তা! হুঁ আচার্য্য ভাষাকরের মন্ত্রণা! আচ্ছা বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে—কি বলো ধুন্ধু!

ধুন্ধু। (সহসা চমকিতভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ—বিবেচনা—তা—বিবেচনা! (স্বগত) ভজ্জিয়ানের কথা নিয়ে এত নাড়া চাড়া? তবে কি সত্যি সত্যি সে সব চিঠির তাড়া—

১ম কর্ম। কিন্তু মহারাজ! সময় অল্প, কোশলরাজকে শীঘ্রই উত্তর দিতে হবে।

অজাত। ধুন্ধু!

ধুন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ বিবেচনা। আর আর কি হিসাবপত্র শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে নিন্।

স্নিধ। দুর্ভাগ্য! মগধ—তোমার দুর্ভাগ্য!

২য় কর্ম্মচারী। মহারাজ! পাঞ্চালরাজ রাজ্য হ'তে বিতাড়িত-প্রায়—তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেন।

অজাত। পাঞ্চালরাজ? আহা! বেচারীকে অর্থ ও সৈন্যবল দিয়ে সাহায্য করতেই হবে। কি বলো ধুন্ধু!

ধুন্ধু। নিশ্চয়! সে'বার পাঁচশত গোধন দিয়ে আপনার প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল।

ভাষাকর। (মস্তক তুলিয়া ক্ষীণস্বরে) মহারাজ, ক্ষমা করবেন—পাঞ্চালরাজের অবস্থা শোচনীয় বটে কিন্তু চিকিৎসার বাহিরে। প্রজা-কুল তাঁর প্রতিকূল—তারা নিত্য নূতন বিদ্রোহের ঘোষণা করছে। সে বিদ্রোহদমন এক প্রকার অসম্ভব। যে রাজ্যে প্রজা অসন্তুষ্ট—সে রাজ্য

নষ্ট, রাজা নষ্ট, স্বয়ং ঈশ্বরও তার প্রতি বিমুখ। আপনি বিবেচনা করে দেখুন—

অজাত। বি— বে— চ—না! কি বিবেচনা করা যায় ধুন্ধু!

ধুন্ধু। আজ্ঞে বিবেচনা কর্‌তে হবে। ভাব্‌তে হবে, সময় চাই—

সুনিধ। মগধ! তোমার দুর্ভাগ্য।

অজাত। (স্বগত) না, সত্যই অনুতাপ হচ্ছে। এ ভারতে সত্যই আর দুটী ভাষাকরের সৃষ্টি হ'ল না। কত রাজ্য বিপ্রলয়— কত ইন্দ্রপাত—কত রাজবংশের উচ্ছেদ; স্বচক্ষে দেখ্‌ছি ভূমিকম্পে সব কাঁপছে, কিন্তু এই রুগ্ন বৃদ্ধের না জানি কি মন্ত্রশক্তি—মগধ নির্ভয়—অটল—অচল।

সুনিধ। আচার্য্য! মহারাজের মুখের ভাব দেখ্‌ছেন? মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ বুঝি বা বিধির বিধান নয়

ভাষাকর। ব্রাহ্মণ! আমি মাথা নত করে দিয়েছি—আমি সব দিতে এসেছি—কিছু নিতে আসিনি—

সুনিধ। দৈবই বলবান্।

ধুন্ধু। আর বোধ হয় তেমন দরকারী কাগজ-পত্র নেই।

৩য় কর্ম্ম। মাত্র এই চারিখানি প্রয়োজনীয় পত্র—সামন্তরাজ!

ধুন্ধু। আঃ—কি জ্বালা! মহারাজ, দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ।

অজাত। ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ধুন্ধু! রাজদ্রোহী দণ্ড পাবেই—

৩য় কর্ম্ম। মহারাজ, অনুমতি করেন তো পত্রগুলির মর্ম্মপাঠ করি—

১ম কর্ম্ম। এ গুলি ঠিক পত্র নয়—পত্রের খস্‌ড়া মাত্র। লেখকের হস্তাক্ষর বড় অস্পষ্ট।

অজাত। চিন্তা নেই, আমি অতি অস্পষ্ট লেখাও পড়্‌তে পারি। —দেখি—দেখি—একি! (প্রভাকরের দিকে চাহিয়া স্বগত) একে— না—হাঁ—তাইতো—

ধুন্ধু। সর্ব্বনাশ ! এ সব চিঠির নকল কোথায় আল্‌গা পড়েছিল ?—
(প্রভাকর ও ধুন্ধুমারের জনান্তিকে কথোপকথন)

অজাত। এ কি—এ যে ভীষণ চক্রান্ত !—আমারই বিরুদ্ধে, অ্যাঁ—(জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ, সুনিধ তাহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া বাহিরে যাইলেন। যাইবার সময় ইঙ্গিতে ভাষাকরকে জানাইলেন —“আশ্বস্ত হোন্” ।)

ভাষাকর। (কর্ম্মচারীর প্রতি) আঃ ! —ও সব কাগজ কে ব’য়ে আন্‌তে বলেছিল ? আপনারা যত জঞ্জাল ব’য়ে এনেছেন—এখন এই সব আজগুবী নিয়ে বোঝা-পড়া কর্‌তে হবে ? কি জ্বালাতন !

অজাত। (আপন মনে) না—এ প্রভাকরের লেখাই বটে। এ লেখা যে আমার খুব চেনা।

ভাষাকর। মহারাজ ! অনুমতি হয় তো ঐ কাগজগুলি আমি ফিরিয়ে নিতে চাই

অজাত। কেন — কেন আচার্য্য ?

ভাষাকর। ও সব ভিত্তিহীন,—মত্ততার ব্যর্থ প্রলাপ !

অজাত। না—না—ঠিক প্রলাপ নয়, আচার্য্য ! এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ফুট্‌বো-ফুট্‌বো হ’য়ে রয়েছে—

ভাষাকর। তথাপি ও মদ্যপের প্রলাপ। ও সব কাগজ এক নর্ত্তকীর গৃহে পাওয়া গেছে— সে নর্ত্তকীও আজ তিন চারি দিন নিরুদ্দেশ।

অজাত। নিরুদ্দেশ !……না, এ ’সব কাগজের লেখা ঠিক ভিত্তিহীন নয়। লেখা যে আমার বড় বেশী চেনা-চেনা বলে’ বোধ হচ্ছে। দেখতো ধুন্ধু, প্রভাকর—দেখতো তোমরা এ লেখা কার ? কেনই বা সে এমন লেখা লিখেছে—উদ্দেশ্য তার নিশ্চয় আছে—(ধুন্ধু ও প্রভাকরকে

লইয়া রাজা একান্তে কাগজগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ছদ্মবেশী বজ্রবাহুকে লইয়া সুনিধের প্রবেশ। রাজার প্রতি লক্ষ্য রাখায় ধুন্ধু ও প্রভাকর বজ্রবাহুকে দেখিতে পাইল না)

বজ্র। (নিম্নস্বরে) প্রভু ক্ষমা করুন—বড় বিলম্ব হয়ে গেছে

ভাষাকর। একি! রক্ত! হতভাগা, একি করে' এলি?

বজ্র। সামান্য আঁচড় প্রভু! কিন্তু বিফল হইনি।

(পত্র ভাষাকরের হস্তে প্রদান করিয়া অবসন্ন দেহে ভাষাকরের পদতলে পতন, সুনিধ তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

ভাষাকর। মহারাজ! ও কাগজের অক্ষর যেথায় স্পষ্ট স্পষ্ট ফুটে উঠে সজীব হ'য়ে উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে—সে এই পত্র। পত্রের মর্ম্ম আপনি নিজে পড়ুন—সামন্তরাজকেও পড়তে দিন্—তারপর আপনার নূতন মন্ত্রীর মন্ত্রণা বা বিবেচনা মত কার্য্য করুন। আমার কাজ শেষ হয়েছে।—ঈশ্বর করুন, আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের মত আসমুদ্র পৃথিবীকে শাসন করতে চার যুগ বেঁচে থাকুন—সমস্ত জীবন যশ ঋদ্ধি ও জয়যুক্ত হোক্, স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি! এইখানেই আমার মন্ত্রীত্বের শেষ — আমায় বিদায় দিন্।

(ইতোমধ্যে লম্বোদরের প্রবেশ ও ধুন্ধুকে ডাকিয়া চুপি চুপি জানাইল—"পত্র হাত ছাড়া।")

ধুন্ধু। এ কি সর্ব্বনাশ! তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে? তবে কি ও ভাষাকরের গুপ্তচর?

লম্বোদর। আর আমাদের রক্ষা নেই—

ধুন্ধু। অ্যাঁ—

প্রভাকর। মৃত্যু! মৃত্যু!—

অজাত (পত্রপাঠ করিয়া স্বগত) এ কি! ভজ্জিয়ানরাজ

শঙ্কুলের উদ্দেশে এই পত্র ?—ষড়্‌যন্ত্রের সমস্ত আয়োজন লিপিবদ্ধ করে ?—উদ্দেশ্যের আর বাকী কোথায় ?— (পুনরায় পত্রপাঠ)

ভাষাকর। যুবক ! তুমি বিফল হও নি—বাঃ—বেশ ! (সুনিধের প্রতি) সুনিধ ! একটু জোরে বাতাস কর্‌তে বল। জয়শ্রী মা ! এক-বার আমার কাছে আয় ! চিন্তা কি—আমরা সবই যাবো—সত্যজিতের সঙ্গে সঙ্গে যাবো মা !……হা হতভাগ্য রাজদ্রোহী !

(জয়শ্রীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন)

অজাত। (পত্রপাঠ শেষ করিয়া উত্তেজিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে) রাজদ্রোহী ! মগধের মাটী পর্য্যন্ত রাজদ্রোহী !

(সহসা রাজার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া নর্ম্মসচিবগণ, ধুন্ধুমার, প্রভাকর ও লম্বোদর ত্রস্ত হইল)

এই যে—এই যে—প্রভাকর—বাঃ বাঃ—এই যে ধুন্ধুমার—

ধুন্ধু। জাল পত্র—

অন্যান্য সকলে। জাল পত্র—

অজাত। জাল পত্র ?—বটে ?—

ধুন্ধু। বৃদ্ধের ষড়্‌যন্ত্র—

অন্যান্য সকলে। ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র—

অজাত। (উচ্চৈঃস্বরে) ষড়্‌যন্ত্র ! ঠিকই তো—বাঃ চমৎকার ! সব এক জোট পাট !……ভজ্জিয়ানরাজ শঙ্কুলের জন্য সব প্রাণ কেঁদে উঠেছে। আমাকে সিংহাসন ত্যাগ করাতে বাধ্য করাবে ?—বিষকুম্ভ পয়োমুখ ! (ধুন্ধু, প্রভাকর, লম্বোদর প্রভৃতির পলায়নচেষ্টা)

(নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ। বন্দী অবস্থায় ধুন্ধুর কর্ম্মচারীকে লইয়া সৈনিকপুরুষগণের সহিত মৃতপারাবতহস্তে রাণী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ। ধুন্ধু প্রভৃতির সৈনিকপুরুষগণকে আক্রমণ)

ভাগ্যদেবী। (প্রবেশ করিতে করিতে) একি সত্যই অরাজক! বন্দী কর—বন্দী কর— (সৈনিকগণ ধুন্ধু প্রভৃতিকে বন্দী করিল)

অজাত। যাও অন্ধ কারাগৃহে—বিশ্বাসঘাতক—শঠ—নরপশু! কল্য প্রাতে দুর্ব্বৃত্তদের শিরশ্ছেদ হবে। ··· ··· এই রাজা! এই তার রাজ্য! ছি! ছি! ছি! (ধুন্ধু প্রভৃতিকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান)

ভাগ্য। মহারাজ, এই দুর্ব্বৃত্ত (ধুন্ধুমারের কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া) অকারণ প্রাণিহত্যা করেছে, আমার পূজার মন্দির অপবিত্র করেছে। আহা, এই অসহায় জীব ঐ নৃশংসের ভয়ে আমার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। দেখুন—দেখুন—কি অত্যাচার! ওঃ—বাছার শরীরে এত রক্ত ছিল! হাঁরে তুই মানুষ না রাক্ষস? সামান্য একটুকুরো কাগজের জন্য এত রক্ত ঢাল্‌লি?

ধুন্ধুর কর্ম্মচারী। (নতজানু) আমি ভৃত্য—আজ্ঞাবাহী মাত্র। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ নর্ত্তকীই জানে আমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছি।

অজাত। নিয়ে যাও ও পাপ মূর্ত্তি—তোমার বিচার তোমার প্রভুর সঙ্গেই হবে। (রক্ষিগণ ধুন্ধুর কর্ম্মচারীকে স্থানান্তরে লইয়া গেল)

অজাত। একি—এ কার পত্র? কে কা'কে লিখেছে? "আমি বন্দিনী—বসন্তসেনা।" কে সে?

(বসন্তসেনাকে লইয়া কতিপয় পরিচারিকার প্রবেশ)

এ কে?—

বসন্তসেনা। (নতজানু) মহারাজ—আমি আপনার অতি দীন অতি হীন প্রজা—ঐ পত্রের লেখিকা।

অজাত। তুমিই বসন্তসেনা? নর্ত্তকীপ্রধানা?

ভাগ্য। মহারাজ! এই নর্ত্তকীর প্রমোদভবনেই প্রমোদের ভাণ করে' আপনার ঐ সব বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রমণ্ডলীর জটলা হোত। পাছে গুহ্যমন্ত্রণা ভেদ হয়—তাই এ হতভাগিনীর পুরস্কার অন্ধকূপের অন্ধশৃঙ্খল। পুরস্কারদাতা—আপনার নূতনমন্ত্রী ধুন্ধুমার!

অজাত। (ঘৃণার সহিত) নূ ত ন ম ন্ত্রী!—নরপশু!—আচার্য্য! আচার্য্য! এ কি সব স্তব্ধ হ'য়ে আস্‌ছে যেন! আচার্য্য! আচার্য্য! আমি বুঝেছি—সমস্ত বুঝ্‌তে পেরেছি। আর আমি বাধা দেবো না, আপনি দয়া করে' মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুন। আমি রাজমুকুট ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। আপনি মগধকে রাখুন।

(বসন্তসেনা ধীরে ধীরে বজ্রবাহুর নিকটে যাইল। বজ্রবাহুকে অঙ্কে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।)

ভাগ্যদেবী। আচার্য্য! শক্তিমান্ পুরুষসিংহ, উঠুন—

ভাষাকর। আর কেন মা, আর কেন? আমি তো মাথা লুটিয়ে দিয়েছি—আমার যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি।

ভাগ্য। মন্ত্রিত্ব আর করবে না, আচার্য্য?

ভাষাকর। এ কি ছলনা মা, শক্তিময়ী কুহকময়ী মা আমার?

ভাগ্য। আপনার জয়গানে দিগ্‌দিগন্ত ভরে' উঠ্‌ছে, আচার্য্য!

ভাষাকর। ওঠে উঠুক্—আমি আর তা শুনতে চাইনা মা!

ভাগ্য। দৈব মানেন আচার্য্য!—এ ও দৈব।

ভাষাকর। কি দৈব মা!···আমি তো আর কিছুই চাই না মা, আমি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকেই বরণ করে নিয়েছি।

ভাগ্য। বেশ! তবে আপনি মগধের কেউ ন'ন্?

ভাষাকর। মা মহামায়া! তোমার রহস্য বোঝা ভার। আমি সত্য বল্‌ছি—

ভাগ্য। আপনি বল্‌ছেন—না আপনার অভিমান বল্‌ছে—বলুন ?

অজাত। আচার্য্য! মগধকে আপনি যথার্থই ভালবাসেন। মগধকে রক্ষা কর্‌তে আপনি কত-না নিগ্রহ সহ্য করেছেন। আমি অন্ধ, বুঝ্‌তে পারি নি—

সুনিধ। স্বরূপ বলেছেন।—

ভাষাকর। সুনিধ!

সুনিধ। সত্য। অভিমান এমনই আত্মপ্রবঞ্চনা করে।

অজাত। তপোধন! আমি সত্য বল্‌ছি—দেশবন্ধু মন্ত্রিবরকে আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি। আর আচার্য্য! সত্য বল্‌তে কি আপনিও আমায় প্রাণের সঙ্গে বোঝাতে কখনও চেষ্টা করেন নি।

সুনিধ। হা মানুষ! হা তোর অন্ধ অভিমান!

অজাত। আমার প্রতি অভিমান হ'য়ে থাকে, ক্ষমা করুন। আজ হ'তে আমি রাজা নই—মগধের প্রকৃত রাজা আপনি, আমি আপনার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।······আমার জন্য যদি দ্বিধা হয়—অন্ততঃ মগধের মুখ চেয়ে সব বিদ্বেষ ভুলে যান্।

ভাগ্য। রাজভক্ত দেশমাতৃক মানবশ্রেষ্ঠ!

ভাষাকর। মানবশ্রেষ্ঠ আমি নই দেবি! মানবশ্রেষ্ঠ এই তোমাদের সম্মুখে (সুনিধকে দেখাইলেন)—সর্ব্বত্যাগী শক্তিমান্ ভক্তিমান্—পরমজ্ঞানবান্, যার শক্তির কাছে আমার সকল শক্তির অহঙ্কার চুর্‌মার্ হয়ে গিয়ে আমি কতটুকু তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। সুনিধ মানবরূপী দেবতা।

সুনিধ। (সহাস্যে) আর সেই দেবতা এই প্রতিভার পরম ভক্ত। আর এই প্রতিভার শক্তিগৌরবেই সেই দেবতার পরম প্রীতি, আচার্য্য!

ভাষাকর। সুনিধ! আর কেন?

সুনিধ। দৈবই বলবান্ আচার্য্য! ভগবান্ করুন আপনি অচিরে জরামুক্ত হয়ে' কর্ম্মভূমির গৌরব রাখ্‌তে যত্নবান্ হোন্।

ভাগ্য। শক্তির উপাসক স্বীয় অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে' শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করুন।

সুনিধ। আপনার জরা—মনের জরা।

ভাষাকর। (সোৎসাহে) সুনিধ—তবে তাই হোক্। মহারাজ, আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কর্‌লাম। আজ হ'তে সপ্তাহকাল মধ্যে ভজ্জিয়ান শঙ্কুল আপনার সিংহাসনতলে মস্তক নত করে' কর দান কর্‌বে—এ নিশ্চয়!

সকলে। (সোল্লাসে) জয় মগধরাজ অজাতশত্রুর জয়! জয় দেশবন্ধু ভাষাকরের জয়!

অজাত। জয়শ্রী, ভগিনি আমায় ক্ষমা কর্ব্বে কি? তোমার প্রতি আমার ব্যবহার আমাদের জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন বলে' মনে কর্‌বে কি? বল বোন্!

জয়শ্রী। মহারাজ, আমরা মানুষ, ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই আমাদের জীবন। তবে তা মনে রাখাই অশান্তি—পাপ।

সুনিধ। মহারাজ, তবে এই রাজদ্রোহী সত্যজিতের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা—

অজাত। প্রায়শ্চিত্ত? তপোধন! আর আমায় লজ্জা দেবেন না। সত্যজিৎ, অকপট উদার সত্যজিৎ! আজ হ'তে তুমি আমার ভাই। ভাইকে ক্ষমা কর্‌বে কি? (শৃঙ্খলমোচন)

সত্য। আমি আপনার অনুগত ভৃত্য। ভৃত্যকে লজ্জা দেবেন না।

অজাত। মগধের বিপুল সৈন্যবল আজ হ'তে তোমার অধীন—এই অসি আজ হ'তে মগধের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত কর বীরশ্রেষ্ঠ!

(অসি প্রদান)

সত্যজিৎ। বীরশ্রেষ্ঠ আমি নই মহারাজ! এ দুর্দ্দিনে যদি কেউ যথার্থ বীরের কাজ করে' থাকে তবে সে ঐ যুবক।

(বজ্রবাহুকে দেখাইল)

অজাত। যুবক! আজ হ'তে তোমার মত যথার্থ বীরের সঙ্গেই আমি জীবনের পথে চল্‌তে চাই। আচার্য্য! আপনি সমস্ত মগধ নিয়ে তৃপ্ত থাকুন—আমায় আপনার ঐ দেহরক্ষীটীকে ভিক্ষা দিন্।

(স্বীয় কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া বজ্রবাহুকে পরাইলেন)

(বজ্রবাহুর ভাষাকর ও রাজাকে প্রণাম)

ভাষাকর। (ধীরগম্ভীরস্বরে) মহারাজ, যে দেবীর কৃপায় আজ আমরা পরস্পরকে এইরূপ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তাঁকে আজ হ'তে আপনার কিছুই অদেয় থাক্‌বে না।—এই আমার প্রার্থনা!

অজাত। মহারাণি!

ভাগ্য। আমার আর কি প্রার্থনা থাক্‌তে পারে মহারাজ? আপনি উপযুক্ত মন্ত্রীর সাহায্যে সসাগরা পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যের মত পালন করুন—আমি আমার আয়তি রেখে ধন্য হই।

অজাত। দেবি, সুচরিতে! আজ তোমার সামান্য তুষ্টিসাধনেও আমি ধন্য হই—বল মহিষি! তোমার যে কোন ক্ষুদ্র অভিলাষ।

ভাগ্য। (মৃত পারাবতের উদ্দেশে) তাই যদি, তবে মহারাজ, এই অসহায় জীবের প্রতি যৎসামান্য কৃতজ্ঞতা দেখাবার সুযোগ পেতে দিন।

ভাষাকর। মা তুমি দেবী।

অজাত। বেশ—তবে এই দেবরূপী পরম উপকারী কপোত রাজের স্বর্ণমূর্ত্তি আজ হ'তে আমার সিংহাসনের ছত্রশিখরে বিরাজ করে' লোককে নিঃস্বার্থ পরোপকার শিক্ষা দিতে থাক্‌বে।

ভাষাকর। সাধু! সাধু

সুনিধ। সাধু! সাধু

ভাগ্য। আর মহারাজ, শত অপরাধে অপরাধী হলেও আপনার ভ্রাতা যুবরাজ প্রভাকরের প্রাণ ভিক্ষা চাই।

ভাষাকর। মা, তুমি কি মনোময়ী। আমার বিষম সমস্যার পূরণকারিণী—করুণার মন্দাকিনী মা আমার।

বসন্তসেনা। (বজ্রবাহুকে সুনিধের অঙ্কে রাখিয়া) মা! হতভাগিনীর প্রাণভিক্ষা দাও মা! (নতজানু)

অজাত। এ কি?—এ কি ব্যাপার? মন্ত্রিবর! এ যে প্রহেলিকা!

ভাষাকর। প্রহেলিকা নয় মহারাজ! এ সত্য—নারীহৃদয়ের সার সত্য।

ভাগ্য। মহারাজ, এই নর্ত্তকী সমাজের চক্ষে ঘৃণিতা হলেও অতি উচ্চহৃদয়া। এ দুর্দ্দিনে যদি কেউ বেশী রাজভক্তি দেখিয়ে থাকে—আর সেই রাজভক্তি দেখাতে নিজের সমস্ত হৃদয়টাকে অত্যাচারের অসিপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত করে' থাকে—তবে সে এই নারী। লজ্জার কথা হ'তে পারে—কিন্তু এ প্রাণের কথা। এই রমণী প্রভাকরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে—

ভাষাকর। সত্য।

অজাত। আশ্চর্য্য! অথচ—(বিস্ময়বিহ্বল)

ভাগ্য। আর এ'ও সত্য—এই ভাষাকর আচার্য্য আর এই মগধ রাজ্য এ অবোধ রমণীকে মায়ার আকর্ষণে প্রবল রূপে টেনে রেখেছে। প্রভাকরের গায়ে আঁচড় লাগলেও এর প্রাণ কেঁদে ওঠে—আবার দেবতার আসনে প্রেতের নৃত্য দেখলেও প্রাণ কেঁপে ওঠে—

ভাষাকর। সত্য।

অজাত। সত্য—আচার্য্য? বেশ······। বসন্তসেনা রাজকর্ত্তব্য অতি কঠোর—স্নেহের সম্বন্ধ বিচার করে না। দণ্ড প্রভাকরকে নিতেই হবেই—তবে এক সর্ত্তে তার অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে পারি। বলো, তুমি সে সর্ত্ত রাখ্‌তে পার্‌বে কিনা?

বসন্ত। মহারাজ, আমি ক্ষুদ্র নারী—ক্ষুদ্র আমার শক্তি!

অজাত। অথচ শুনেছি তুমি আমার বাসন্তী নাটিকার সঙ্গীত-গাথাকে সৌন্দর্য্যসম্পদে হীন বল্‌তে সঙ্কোচ করো নি।······না, তুমি মহাশক্তিময়ী—বিশ্ববিশ্রুতা অলোকসামান্যা সঙ্গীতরমণী। সঙ্গীতে হিংস্র পশু তার হিংসা ভুলে যায়, আর তুমি সঙ্গীতের সরস্বতী হয়েও মগধের রাজবংশের এক যুবকের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পারো নি?

বসন্ত। সত্যই পারি নি—তাঁকে আমার সঙ্গীতই শোনাতে পারি নি মহারাজ! কেন পারি নি—জানিনা। তিনি আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন—আমি তাঁর জন্য সঙ্গীতব্যবসায় ছেড়ে দিয়েছি মহারাজ—আমায় ক্ষমা করুন।

অজাত। তা হবে না—তোমার মত সঙ্গীতরমণী আমার মগধের গৌরববাণী। আশীর্ব্বাদ করি—আজ হ'তে তোমার কণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতী অধিষ্ঠান করুন। পাপীকে অনুতাপী করো—ক্রূরকে ক্ষমাশীল করো—দ্বেষীকে অনুরাগী করো—রাজদ্রোহীকে রাজভক্ত করো।—সঙ্গীতের মহান্ উদ্দেশ্য সফল করো। তা যদি পারো—তবেই যুবরাজের প্রাণ-ভিক্ষা পাবে, নচেৎ তোমাকেও সেই সঙ্গে দণ্ড নিতে হবে।

বসন্ত। মহারাজ! প্রগল্‌ভতা মাপ কর্ব্বেন!—শুনেছি আপনি কবিকুলচূড়ামণি। তাই যদি—তবে আজ হ'তে আপনিও সেই সঙ্গীত রচনা করুন যা শুনে মানুষ 'মানুষ' হয়। আপনার আদেশবাণী মাথায় নিয়ে আমি সেই গাথায় সুর যোজনা করে' ঘরে ঘরে সেই গান গেয়ে

বেড়াই। দেখি—হৃদয়ে হৃদয়ে সকলের এক সুর বেজে ওঠে কিনা—প্রেমের ভগবান্ স্বর্গ ছেড়ে আমাদের মর্ত্ত্যে নেমে আসেন কিনা—

অজাত। আচার্য্য!

ভাষাকর। মহারাজ, পাপী অনুতাপী হ'লেই চিরকাল তার দণ্ড লঘু হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য পাপের ধ্বংস—পাপীর নয়।

অজাত। বসন্তসেনা—পরীক্ষা চাই।

বসন্ত। মহারাজ, কুসঙ্গ কুমন্ত্র—অন্ধকার নরক, সুমন্ত্র সাধুসঙ্গ—স্বর্গের পবিত্র আলোক। এ সত্য মাসান্তে আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখাবো। আশীর্ব্বাদ করুন—আপনারা শুধু এ অনাথা রমণীকে আশীর্ব্বাদ করুন—মাত্র আশীর্ব্বাদ করুন!

অজাতশত্রু
ভাষাকর
প্রভৃতি } স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

(প্রণাম ও দ্রুত-নিষ্ক্রমণ)

অজাতশত্রু। তবে আজ হ'তে এ 'বাসন্তী' আর আমার নয়—

(ছিঁড়িতে উদ্যোগ)

ভাগ্য। করেন কি—করেন কি—এযে আমাদের জীবনের মধুর স্মৃতি। (গ্রন্থ কাড়িয়া লইলেন)

ভাষাকর। আমাদের জীবনসমুদ্রের আলোকস্তম্ভ।

(সকলের হর্ষোল্লাস।)

ধীর পটক্ষেপ।

——o——

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

পৌষপার্ব্বণ।

(রঙ্গনাট্য)

(Based on Vanburgh's "Country House")

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

রাজকন্যা।

(রঙ্গনাট্য)

(Based on Tennyson's "Princess")

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।